ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 16 November, 2023 ■ আগরতলা ১৬ নভেম্বর ২০২৩ ইং ■ ২৯ কার্ত্তিক, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বিরাটের রেকর্ড শতক, সেমিতে শামির সুনামি

বিশ্বকাপ ক্রিকেটের ফাইনালে ভারত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, ১৫ নভেম্বর।। রেকর্ডের পর রেকর্ড। সমৃদ্ধ ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়াম। ম্যাচটাও হয়েছে সেমিফাইনাল-এর মতোই। বিরাট কোহলির হাফ সেঞ্চুরি তম সেঞ্চুরির ম্যাচে একাই ৭ উইকেট নিয়ে বিশ্বরেকর্ড গড়লেন মহম্মদ শামি। যার ফলস্বরূপ ১২ বছর পর ফের বিশ্বকাপ ফাইনালে উঠল ভারত। কোহলির পাশাপাশি শুবমান গিল-এর অপরাজিত ৮০ রান এবং শ্রেয়সদের ব্যাটে ভর করে নিউজিল্যান্ডকে ৩৯৮ রানের লক্ষ্যমাত্রা দেন রোহিত শর্মারা।

তিন রানের জন্য হাফ সেঞ্চুরি হাতছাড়া অধিনায়ক রোহিতের। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ড্যারেল মিচেলের ১৩৪ রান যথেষ্ট অর্থবহ এবং নির্ভরযোগ্য ছিল। তবে, কিউইরা যখনই বড় রান করার চেষ্টা করেছে, তখনই উদ্ধারকর্তা হয়ে ম্যাচের সেরা হন শামি।

৩৯৮ রানের টার্গেটে উইলিয়ামসনরা ৩২৭ রানে অলআউট হন। ম্যাচ জেতার পর মুখ খুললেন মহম্মদ শামি। সেমিফাইনালে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে মহম্মদ শামি নিয়েছেন ৭ উইকেট। ম্যান অফ দ্যা ম্যাচ নির্বাচিত হয়েছেন

তিনিই।ম্যাচ জেতার পর শামি বলেন, 'যে ক্যাচটা মিস হয়েছে তা সঠিক সময়ে হয়নি। এমন সময় ক্যাচ মিস করা উচিত নয়। তবে, রান বেশি ছিল, তাই আমরাই- ফিরে এসেছি। ফাইনালে উঠতে পেরে দারুণ আনন্দ লাগছে। এটি একটি স্বপ্ন ২০১৫ এবং ২০১৯ সালে। আমরা মাঝখানে আটকে গিয়েছিলাম। এবার সুযোগ হাতছাড়া করতে চাই না।' গুরুত্বপূর্ণ এবং রোমাঞ্চকর সেমিফাইনাল ম্যাচে ৭০ রানে হেরে বিদায় ব্ল্যাক ক্যাপস। ভারতের কাছে ৭০ রানে হারের পর নিউজিল্যান্ডের অধিনায়ক কেন উইলিয়ামসন বলেছেন, 'প্রথমেই টিম ইন্ডিয়াকে অভিনন্দন। এই বিশ্বকাপে ভারত দুর্দান্ত খেলছে।

ভারত-ই ফাইনালে খেলার যোগ্য। নকআউট পর্বে বাদ পড়াটা হতাশাজনক। কিন্তু ভারত তার সেরা খেলাটা খেলেছে আমাদের বিরুদ্ধে।' বলা বাহুল্য, নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভারতের দুর্দান্ত জয়ে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। চমৎকার ব্যাটিং এবং দুর্দান্ত ভালো বোলিংয়ে ভারতীয় দল ম্যাচটি পকেটে পুড়ে নিয়েছে। ফাইনালের জন্য অল দ্যা বেস্ট লিখেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। একাই সাত উইকেট নেওয়ায় আলাদাভাবে অভিনন্দন জানিয়েছেন মোহম্মদ শামিকে। এবার অপেক্ষা ১৯ নভেম্বর আমেদাবাদে ভারতের ফাইনাল ম্যাচ খেলার।

সচিনের রেকর্ড ভাঙ্গলেন বিরাট

ক্রীড়া প্রতিনিধি, ১৫ নভেম্বর।। সচিন তেন্ডুলকরের রেকর্ড ভেঙে দিলেন বিরাট কোহলি। এক বিশ্বকাপে সবচেয়ে বেশি ব্যক্তিগত রানের নিরিখে ক্রিকেটের ঈশ্বর সচিন তেন্ডুলকরকে টপকে গেলেন বিরাট কোহলি। সচিন তেন্ডুলকার ৬৭৩ রান করেছিলেন ২০০৩ সালে। বিশ্বকাপে তৃতীয় স্থানে রয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার ম্যাথু হেডেন। ২০০৭ সালের বিশ্বকাপে তিনি করেছিলেন ৬৫৯ রান। তালিকায় চতুর্থ স্থানে রয়েছেন ভারতের বর্তমান অধিনায়ক রোহিত শর্মা। গত বিশ্বকাপে অর্থাৎ ২০১৯ সালে রোহিত করেছিলেন ৬৪৮ রান। সচিনকে টপকে ৫০তম সেঞ্চুরি বিরাট কোহলির। এক দিনের ক্রিকেটে শতরানের নতুন বিশ্ব রেকর্ড গড়লেন কোহলি। বিরাট কোহলি ১১৩ বল খেলে ৯টি বাউন্ডারি ও দুটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ১১৭ রান সংগ্রহ করেন। বিরাটের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জনজাতিদের মিথ্যা প্রতারণার ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করছে কিছু আঞ্চলিক দল

রাজীব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ নভেম্বর।। 'কিছু আঞ্চলিক দল জনজাতিদের মিথ্যা প্রতারনার ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করছে। এবার সময় এসেছে তাদেরকে উচিৎ শিক্ষা দেওয়ার।' - বুধবার বিজেপি ত্রিপুরা প্রদেশের উদ্যোগে মান্দাই খরাং কমিউনিটি হলে আয়োজিত জনজাতি গৌরব দিবসের অনুষ্ঠানে নাম না করে তিপ্রা মথাকে আক্রমণ করে এই কথা বলেন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য।

এদিন তিনি আরো বলেন, ২০১৮ সালে বর্তমান সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই জনজাতিদের উন্নয়ন ও বিকাশের জন্য সরকার বদ্ধপরিকর। কারণ জনজাতিদের বিকাশ হলেই ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নয়ন হবে বলে দাবি করেন বিজেপি প্রদেশ সভাপতি। সেই সংকল্প নিয়ে বিজেপি সরকার পরিচালিত হচ্ছে বলে জানান তিনি। তিনি আরো বলেন, এখন জনজাতিদের মিথ্যা প্রতারনার ফাঁদে ফেলার চেষ্টা হচ্ছে কিছু কিছু রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে। স্বাধীন ত্রিপুরা, তিপ্রাল্যান্ড, গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ডের শ্লোগান তুলছে। তিনি বলেন, শ্লোগান তুলে কাজ নেই। প্রকৃত অর্থে জনজাতিদের জন্য কাজ করতে হবে।

তিনি আহ্বান জানান যারা ভূল ব্যাখ্যা ও শ্লোগান তুলে জনজাতিদের অন্ধকারে নিমজ্জিত করার চেষ্টা করছে তাদেরকে উচিৎ শিক্ষা দেওয়ার সময় এসেছে। নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব নেওয়ার জনজাতিদের স্বাধীনতা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা কর্মসূচির সূচনা করে

সুবিধাভোগীদের কাছে সরকারি প্রকল্প ও পরিষেবা পৌঁছে দেওয়াই লক্ষ্য ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ নভেম্বর।। জনজাতিদের ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে আগামী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ২০২১ সাল থেকে ১৫ নভেম্বর দিনটিকে জনজাতীয় গৌরব দিবস হিসাবে পালনের ঘোষণা করেন। এই দিনটি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে জনজাতিদের বীর নেত'ত্ব 'ভগবান' হিসেবে পরিচিত বিরসা মুণ্ডার জন্মদিন হিসেবে পালিত হয়। এই দিনটিতে স্বাধীনতা সংগ্রামে জনজাতিদের ভূমিকাকে সম্মান জানানোর পাশাপাশি

জনজাতি অধ্যুষিত এলাকার আর্থ সামাজিক মান উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়। আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে জনজাতি গৌরব দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষনে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা:) মানিক সাহা একথা বলেন। জনজাতি গৌরব দিবস উদযাপনের পাশাপাশি রাজ্যে আজ বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা ও প্রতি ঘরে সুশাসন ২.০ অভিযানেরও আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। উল্লেখ্য, ভগবান বিরসা মুণ্ডার জন্মদিন উদযাপন উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আজ ঝাড়খণ্ড থেকে সরকারি প্রকল্প সমূহের তথ্য সমৃদ্ধ ভ্রাম্যমান প্রচার বাহনের যাত্রার মধ্য দিয়ে দেশব্যাপী 'বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা' কর্মসূচির সূচনা করেন। এই সংকল্প যাত্রা আগামী ২৬ জানুয়ারি, ২০২৪ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বীরসা মুন্ডার জন্মদিনে ধলাইয়ে ভার্চুয়ালে

জনজাতি গৌরব দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে অংশ নিলেন রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আমবাসা, ১৫ নভেম্বর।। রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নান্নু আজ ভার্চুয়ালি ধলাই জেলার জেলাশাসকের কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে জনজাতীয় গৌরব দিবস উদযাপন, বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রার সূচনা ও প্রতি ঘরে সুশাসন ২.০ অভিযানের শুভারম্ভ অনুষ্ঠানে অংশ নেন। জেলাশাসক কার্যালয়ে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল বলেন, আজ ভগবান বীরসা মুন্ডার জন্মদিন। বীরসা মুন্ডার জন্মদিন আমাদের দেশে জনজাতীয় গৌরব দিবস হিসেবে পালন করা হচ্ছে।

তিনি বলেন, ভগবান বীরসা মুন্ডা ছিলেন একজন জনজাতীয় নেতা ও স্বাধীনতা সংগ্রামী। দেশের স্বাধীনতার জন্য বীরসা মুন্ডা ও আরও কয়েকজন জনজাতি বীর নিজেদের জীবন বলিদান দিয়েছিলেন। অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নান্নু বলেন, বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বৃষ্টির ভ্রূকুটি

আজ থেকে রাজ্যে হলুদ সতর্কতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ নভেম্বর।। উৎসবের মরসুম শেষ হতেই বৃষ্টির ভ্রূকুটি দেখা দেবে ত্রিপুরায়। রাজ্যে বৃষ্টিপাতের হলুদ সতর্কতা জারি হয়েছে। ১৬ থেকে ১৮ নভেম্বর রাজ্যে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।

দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগর এবং তৎসংলগ্ন আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের উপর গতকালের নিম্নচাপ এলাকা পশ্চিম-উত্তর-পশ্চিম দিকে সরে গেছে। আজ ১৫ নভেম্বর তা পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগরে ১৪.৫ºএন অক্ষাংশ এবং ৮৬.৮ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভুল চিকিৎসায় রোগীর মৃত্যুর অভিযোগ নাইটেঙ্গেল নার্সিং হোমের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ নভেম্বর।। এবার ভুল চিকিৎসায় রোগীর মৃত্যুর অভিযোগ উঠল নাইটেঙ্গেল নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে। এই নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে আগেও বহুবার ভুল চিকিৎসার অভিযোগ তুলেছিল বহু রোগীর পরিবার। গলব্লাডার স্টোনের অপারেশন করতে গিয়ে মৃত্যু হল এক রোগিণীর।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, গলব্লাডার স্টোন এবং পিত্তনালীতে স্টোন হওয়ায় গত ১৩ নভেম্বর এই নার্সিংহোমে ভর্তি করানো হয় খুকু রানী রায় নামে ৪০ বছর বয়সি এক মহিলাকে। তার বাড়ি উদয়পুর রাজারবাগ এলাকায়। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ আশ্বাস দিয়েছিল বহিঃরাজ্য চিকিৎসকরা এসে রোগীর গলব্লাডার স্টোন এবং পিত্তনালীতে থাকা স্টোনটি সার্জারি করে বের করবে। সে মোতাবেক রোগীর পরিবার রাজি হয়। এক লক্ষ ৩০ হাজার টাকার বিনিময়ে মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাতটার নাগাদ সার্জারি হয় নার্সিংহোমে। সার্জারির পর কর্তব্যরত ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

৭ জানুয়ারি বাংলাদেশে নির্বাচন

মনির হোসেন

ঢাকা, ১৫ নভেম্বর : বাংলাদেশে তীব্র রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যেই সাধারণ নির্বাচন ঘোষণা হয়েছে। সে-দেশের জাতীয় নির্বাচন কমিশন ৭ জানুয়ারি বাংলাদেশে ভোটের নির্ঘন্ট ঘোষণা দিয়েছে। ব্যালট পেপারে ৩০০ আসনে ভোট হবে। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আউয়াল বাংলাদেশের দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন।

বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, এই নির্বাচনে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া যাবে। সেই মনোনয়ন পত্র স্ক্রুটিনি হবে ১ থেকে ৪ ডিসেম্বর। মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের অন্তিম তারিখ ১৭ ডিসেম্বর নির্ধারিত হয়েছে। তার তিন সপ্তাহ পর হবে ভোটগ্রহণ। এদিকে, প্রার্থী পদ প্রত্যাহারের পর ১৮ ডিসেম্বর প্রতীক বরাদ্দ হবে। সেক্ষেত্রে মনোনয়নপত্র জমার জন্য ১৪ দিন সময় দেওয়া হয়েছে এবং প্রচারের জন্য ১৯ দিন সময় রয়েছে। সেক্ষেত্রে ১৮ ডিসেম্বর থেকে ৫ জানুয়ারি পর্যন্ত ভোটের প্রচার চালানোর সুযোগ থাকবে।

প্রসঙ্গত, বাংলাদেশে একাদশ সংসদের যাত্রা শুরু হয়েছিল ২০১৯ সালের ৩০ জানুয়ারি। সেই সংসদের মেয়াদ আগামী বছরের ২৯ জানুয়ারি শেষ হচ্ছে। ফলে, ২০২৪ সালের ২৯ জানুয়ারির আগের ৯০ দিনের মধ্যে নতুন নির্বাচনের সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা রয়েছে। সে অনুসারেই আজ ভোটের বিজ্ঞপ্তি ঘোষণা করছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন।

এদিকে, বর্তমানে বাংলাদেশে চরম রাজনৈতিক অস্থিরতা চলছে। সরকারের পদত্যাগ এবং নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে সারা দেশে অবরোধের কর্মসূচি পালন করছে বিএনপিসহ সমভাবাপন্ন দলগুলো। অন্যদিকে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সংবিধান অনুযায়ী বর্তমান সরকারের অধীনে নির্বাচন করার অবস্থানে অনড় রয়েছে।

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৭০ ◻ সংখ্যা ৪০ ◻ ১৬ নভেম্বর ২০২৩ ইং◻ ২৯ কার্তিক ◻বৃহস্পতিবার ◻১৪৩০ বঙ্গাব্দ

আজ জাতীয় প্রেস ডে

বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ ভারতে গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ সংবাদ মাধ্যমের গুরুত্ব অপরিসীম। গণতন্ত্রকে সমৃদ্ধ করিতে গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিয়া চলিতেছে। ইহা দেশের রাষ্ট্রনায়ক হইতে শুরু করিয়া বিভিন্ন রাজ্যের নেতা মন্ত্রী বিধায়কসহ সকলেই স্বীকার করেন। কিন্তু বাস্তবে গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভের অস্তিত্ব বিপন্নের পথে। সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা দিনের পর দিন ক্ষুন্ন হইতেছে। সংবাদ মাধ্যমগুলি আর্থিক দিক দিয়া ক্রমশ দুর্বল হইয়া পড়িতেছে। সংবাদ মাধ্যমের কর্মরত সাংবাদিক ও অন্যান্য সংবাদ কর্মীরা আর্থিক দৈনতায় কঙ্কালসার অবস্থায় পরিণত হইতেছে। বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশে ইহা খুবই দুর্ভাগ্যের ও দুঃখজনক। এই পরিস্থিতি হইতে উত্তরণের জন্য সরকার ও দেশের সংবিধানকে যথাযথ দায়িত্ব পালন করিতে হইবে। ১৬ নভেম্বর জাতীয় প্রেস ডে এসব বিষয় নিয়া আত্মসমীক্ষার দিন। প্রতি বছর ১৬ নভেম্বর ন্যাশনাল প্রেস ডে পালিত হয়। ১৯৬৬ সালে আজকের দিনেই প্রেস কাউন্সিল অব ইন্ডিয়ার পথ চলা শুরু হইয়াছিল। বর্তমানে প্রেস কাউন্সিল অব ইন্ডিয়ার শীর্ষে রহিয়াছে সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এবং ২৮ জন সদস্য, যার মধ্যে ২০ জন মিডিয়ার। এই দিনের গুরুত্ব অপরিসীম। গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ যে স্রেফ কথার কথা নয়, তাহা প্রমাণ করিবার তাগিদ রহিয়াছে ছোট বড় সব মিডিয়ার কাছেই ।বছর কুড়ি আগেও সাংবাদিকতা একটি আলাদা পেশা ছিল যখন স্নাতক বা স্নাতকোত্তর স্তরে সাংবাদিকতা পড়ার সুযোগ অনেকটাই অল্প ছিল। বর্তমানে পরিস্থিতি বদলাইয়াছে, সাদা কালো কাগজের জমানা পার হইয়া এখন সোশ্যাল মিডিয়া জ্বলজ্বল করিতেছে আধুনিক সাংবাদিক। কিন্তু গুরুত্ব বাড়িয়াছে কি? যাহারা সারাদিন নেতা মন্ত্রীদের এক ঝলক ছবির জন্য ক্যামেরা হাতে অপেক্ষা করেন আর কোন দুরূহ ধূ ধূ প্রান্তরে দুর্নীতির বিরুদ্ধে নিভৃতে লড়াই করিতে চাওয়া কলমধারী সাংবাদিকের ভূমিকা কি একই? বাস্তবের জমিতে, আজ ভীষণ আকাল বিষয় । ফলস্বরূপ আজকের এই স্বাভাবিক আবার মানিতে না পারা বিবর্তন। কমবেশি সব সম্পাদকরা একই অভিযোগ করেন, চাইলেও অনেক কিছু কাগজে লেখা যাইতেছে না বা টিভিতে দেখানো যাইতেছেন না। সরকারের বিষনজরে পড়িবার ভয় যেমন রহিয়াছে, তেমন রহিয়ায়েছে আর্থিক আনুকূল্য থেকে বঞ্চিত হওয়ার ভ্রুকুটিও। সংবাদপত্র বা টিভি বা নিদেনপক্ষে পোর্টালকে যদি দিনের শেষে সরকারি টাকার মুখাপেক্ষী হতে হয়, তখন নিরপেক্ষতা অন্ধকারে হারাইয়া যায়। তবে ভারতের সাংবাদিক মণ্ডলে সবটাই যে একপেশে এমন নয়! তরুণ তুর্কিরা আজ এমন বিষয় নিয়া অগ্রসর হইতেছে যাহা নিয়া প্রতিবাদ করিবার সাহস দেখায়নি আগের কোন প্রজন্ম। এছাড়া রহিয়াছে ইন্টারনেটের আশীর্বাদ - তাই সত্যি কখনো চাপা থাকিতেছে না। অনেকেই ব্লগে লিখছেন, নিজের ইউটিউব চ্যানেল বানাইয়া অগ্রসর হইতেছেন, তাই সাংবাদিকের লড়াই জারি আছে সর্বোচ্চ স্তরে ।অর্থনীতির পৃথিবীতে আজ সবচেয়ে কঠিন প্রশ্ন হইল মিডিয়া হাউসকে বাঁচাইয়া রাখিবার নিদান। শুধু ভারত কেন, সর্বত্র এই ফর্মুলা খোঁজার লড়াই চলিতেছে। এর সাথে রয়েছে পেইড নিউজ এর পশ্চিমী ঝঞ্ঝা, যাহা অনেকটাই নবজাতককে জোর করিয়া ওষুধ খাওয়ানোর মতো! এছাড়া অতিরিক্ত তথ্যের দাপাদাপি তথ্য বিস্ফোরণ নেহাত অমূলক চিন্তা নয়। ব্যাক্তি আক্রমণ থেকে দেশ বিরোধী উস্কানি, সমস্যা রহিয়াছেই আনাচে কানাচে। এছাড়া বৈচিত্রের অভাবও ভীষণ ভাবে প্রকট। খবরের সিংহভাগ জুড়িয়াই শহরের মানুষের ভাবনা, গ্রামের বা প্রান্তের জেলার মানুষের কথা বা আশা আখাঙ্খার কথা অনেক সময়েই বলিবার কেউ থাকিতেছেন না। কোভিড পরবর্তী সময়ে অনেক মিডিয়া তাহাদের জেলার সাংবাদিককে অস্থায়ী ভিত্তিতে এগিয়ে যাওয়ার তেতো কথা বলিতেছেন। আর সাংবাদিকের উপর আক্রমণের নজির কম নাই।

হরিয়ানার কুরুক্ষেত্রে দু’টি গাড়ির সংঘর্ষে মৃত ৫, গুরুতর আহত ৩ জন

কুরুক্ষেত্র, ১৫ নভেম্বর (হি.স.): হরিয়ানার কুরুক্ষেত্র জেলায় দু’টি গাড়ির সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন ৫ জন। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন ৩ জন। মঙ্গলবার রাতে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে কুরুক্ষেত্র জেলার টিকরি গ্রামের কাছে। পুলিশ জানিয়েছে, ডিভাইডারে ধাক্কা মারার পর একটি গাড়ি ধাক্কা মারে অপর একটি গাড়িতে। তাতেই ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে।

পুলিশ স্টেশন ইনচার্জ মনীশ কুমার বলেছেন, খবর পাওয়া মাত্রই আমরা দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছে যাই। গাড়ি কেটে সকলকে উদ্ধার করা হয়। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর ৫ জনকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা, ৩ জনের চিকিৎসা চলছে। পুলিশ জানিয়েছে, পেহোয়ার দিক থেকে আসা গাড়ির চালক গাড়ির উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডিভাইডারে ধাক্কা মারে এবং তারপরে রাস্তার অপর পাশ থেকে বিপরীত দিক থেকে আসা অন্য একটি গাড়িকে ধাক্কা মারে।

১০২-বছরে জীবনাবসান, প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী ও সিপিআই (এম) নেতা শঙ্করাইয়া প্রয়াত

চেন্নাই, ১৫ নভেম্বর (হি.স.): প্রয়াত হয়েছেন প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী ও সিপিআই (এম) নেতা শঙ্করাইয়া। বুধবার ১০২ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি। ঠাণ্ডা ও জ্বরের অসুস্থতায় ভুগছিলেন প্রবীণ এই সিপিআই (এম) নেতা, চিকিৎসাধীন ছিলেন চেন্নাইয়ের অ্যাপোলো হাসপাতালে। সেখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি।

বুধবার সকালে শঙ্করাইয়ার দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ১০২ বছর বয়সে চেন্নাইয়ের হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী ও সিপিআই (এম) নেতা শঙ্করাইয়া। ঠাণ্ডা ও জ্বরের চিকিৎসা চলছিল তাঁর। হাসপাতাল থেকে তাঁর মরদেহ দলীয় কার‍্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, সেখানেই তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানানো হয়। পর দেহ নিয়ে যাওয়া হবে নিজ বাসভবনে।

বীরভূমে চলন্ত ট্রেনে আগুন-আতঙ্ক; ভয়ে তটস্থ যাত্রীরা, খতিয়ে দেখার আশ্বাস রেল কর্তৃপক্ষের

বীরভূম, ১৫ নভেম্বর (হি.স.): এবার বীরভূমে চলন্ত ট্রেনে আগুন-আতঙ্ক! বুধবার সকালে আমোদপুর স্টেশনে ঢোকার মুখে হাওড়াগামী মালদহ ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসের ডি থ্রি কামরায় ধোঁয়া দেখা যায়। ধোঁয়া দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন যাত্রীরা। মিনিট পনেরো দাঁড়িয়েছিল ট্রেন, মেরামতির পর ট্রেনটি ফের হাওড়ার উদ্দেশে রওনা দেয়।

রেল সূত্রের খবর, ব্রেক শু্য থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছিল। কী কারণে এই ঘটনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। যাত্রীরা জানিয়েছেন, আমোদপুর স্টেশনে ঢোকার মুখে ট্রেনের কামরায় ধোঁয়া দেখা যায়। যান্ত্রিক ত্রুটি সারানোর পরে ট্রেনটি ফের হাওড়ার উদ্দেশে রওনা দেয়। ব্রেক শু্য থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছিল বলে রেল কর্তৃপক্ষের দাবি। তবে, কী কারণে এই ঘটনা খতিয়ে দেখা হবে বলে জানিয়েছেন উর্ধতন কর্তৃপক্ষ।

অফুরন্ত রৌদ্রের তিমির

তখনও কীর্তিনাশা পদ্মার গর্ভে নিজেকে বিসর্জন দেয়নি বিক্রমপুরের গাউপারা গ্রাম। তখনও সে সবুজ, ডগমগ। সেই গ্রামের বর্ধিষ্ণু পরিবার মুনশি বাড়ি। মুনশি বাড়ির এক জনকে নিয়ে গাঁয়ের বড়ই কৌতূহল। তিনি এক পরি-পাওয়া লোক! যাঁকে জোছনা রাতে মাঠের উপর দিয়ে উড়িয়ে নিয়ে যেত জিন! ভোরের আলোয় তাঁকে আবার পাওয়া যেত শিশির-ঝলমল ধানখেতের পাশের ঘাসে।

দিব্যি আরামে শুয়ে আছেন। ঠোঁটের কোণে এক অদ্ভুত হাসি আধফোটা হয়ে ঝুলে রয়েছে। যেন তিনি কিছু দেখে ফেলেছেন, যা অজ্ঞেয়, যা তিনি কাউকে বলে বুঝিয়ে উঠতে পারেননি রাতে। নিজেই তাই মজে রয়েছেন। তাঁর সেই ঘাসবিছানায় ছড়ানো থাকত কাঁচা লবঙ্গ, এলাচ, দারুচিনি। এক অলৌকিক নির্জন স্বর্গ থেকে তিনি জেগে উঠতেন, আচমকা অতর্কিত অট্টহাস্য করে উঠতেন কখনও! তাঁর সেই হাসির মর্ম কেউ বুঝতে পারত না। আড়ালে ফিসফিস করে আলোচনা চলত। তিনি কিন্তু নির্বিকার। অপেক্ষা করতেন, আবার কখন চাঁদে ভাসবে চরাচর। অথবা বুড়ি হয়ে যাওয়া চাঁদ বেনোজলে ভেসে যাওয়ার পর গভীর নিশুতিতে তিনি বেরোবেন চুপি চুপি। কোনও জিনপরি এসে ডেকে নেবে তাঁকে। সেই সব রাতে চাঁদের আলোর নীচে নাকি অদ্ভুত প্রহরীরা ঘিরে থাকত মুনশি বাড়ির এই পরি-পাওয়া পূর্বপুরুষটিকে।

এই পরি-পাওয়া মানুষটির এক উত্তরপুরুষ, গাউপারা গ্রামের মুনশি বাড়ির দাশগুপ্ত পরিবারের সর্বানন্দ দাশগুপ্ত কার্যোপলক্ষে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে চলে এলেন বরিশাল। অনেক পরে যাঁর বড় নাতির দৌলতে ধানসিড়ি নদীর দেশ বলে যে বরিশালকে চিনবে কবিতাভুবন। সর্বানন্দ সেখানেই বিবাহ করে থিতু হন। ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করেন। হয়ে ওঠেন বরিশাল ব্রাহ্ম সমাজের প্রথম যুগের নেতৃস্থানীয়। কালক্রমে তাঁর পৈতৃক গাউপারা গ্রাম জলে ভেসে যায়। কিন্তু সেই পরি-পাওয়া মানুষটির স্মৃতি জলে ভেসে গিয়েও যেন ফিরে ফিরে আসে। সর্বানন্দের দ্বিতীয় সন্তান সত্যানন্দ। যিনি শিশিরে স্নান করতে করতে অতি ভোরে ঔপনিষদিক শ্লোক শোনাতেন তাঁর ছেলেমেয়েদের। বিছানায় শুয়ে শুয়ে যা শুনতেন তাঁর বালক পুত্র জীবনানন্দ।

জীবনানন্দের বোন সুচরিতা দাশের জবানিতে, “সেই শিশির ঝরা ধানের গন্ধে ভরা হেমন্তের রাতে গাছের পাতারা যখন হলুদ হয়ে এসেছে, জোনাকির আলোয় দূরের মাঠ বন যখন ঝিলমিল, তখন নতুন করে সেই পুরনো গল্পের পাণ্ডুলিপির আয়োজন চলছে আজ। আজ আর আমাদের পূর্বপুরুষেরা সেই গল্পের নায়ক নন, তাঁরা জোছনা মোছা রাতে শিশিরে ধানের দুধে ভিজে ভিজে হাওয়ায় শরীরে স্বপ্নময় পরীদের হস্তগত, আজ যিনি, তিনি পৃথিবীর ভালবাসায় চিরতরে যতি টেনে স্বপ্নের পরীদের হাতে নিঃশেষে তুলে দিলেন নিজেকে, তাঁর শয্যায় কাঁচা লবঙ্গ, এলাচ, দারুচিনি থাকবে না ছড়ানো, থাকবে তাঁর কাব্যে দূরতর সায়াহ্নের সমীপবর্তী সবুজার্দ দ্বীপের দারুচিনি লবঙ্গ এলাচের বনের রহস্যময় ধূসর ইশারা।”

সেই রহস্যময় ধূসর ইশারা, জীবনানন্দ এক অনন্ত কার্পেটের মতো আজও প্রসারিত করে যাচ্ছেন দিগন্ত ছাড়িয়ে আরও নতুন নতুন দিগন্তের দিকে।

ডিজিটাল প্রযুক্তির সর্বব্যাপী ব্যবহারের যে যুগলক্ষণ আমরা টের পাচ্ছি প্রায় এক দশক ধরে, তারও বেশ কিছু আগে থেকেই একটি কথা খুবই কানে কানে ঘুরত প্রবীণ কবিতা-পাঠকদের মধ্যে। বাংলা কবিতা নাকি পাঠক হারাচ্ছে। ক্রমশ সে নির্জন ও দুর্বোধ্য হয়ে পড়ছে। এমনটাও মনে করা হয়েছিল, ক্রমশ মনোযোগ সঙ্কোচনশীল আজকের এই মনোভূমিতে, কবিতাশিল্পের দরজায় তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হবে। কবিতা পাঠ, তা যে কোনও ভাষারই হোক না কেন, তা যে দীর্ঘ মনোযোগ এবং একাগ্রতা দাবি করে, তা দেওয়ার পাঠক-পাঠিকা কমে আসছে। সে বেছে নিচ্ছে অন্যান্য চটজলদি বিনোদন।

কিন্তু দেখা গেল, নতুন প্রযুক্তিমাধ্যমকে বাহন করে কবিতা লেখা হচ্ছে ভীমবেগে। সামাজিক মাধ্যম আসার ফলে কেউ কেউ নন, সকলেই আজ কবি! অজস্র নতুন বাংলা কবিতার বই প্রকাশিত হচ্ছে। প্রকাশকরা কাগজের এই দুর্মূল্য সত্ত্বেও কবিতার বই ছাপছেন। বিভিন্ন বয়সের ক্রেতা তা কিনছেনও। অনলাইনে পড়ে ফেলা যাচ্ছে প্রাচীন কবির পঙ্ক্তি। এ সবের ভাল মন্দ দু’টি দিকই রয়েছে, কিন্তু সে আলোচনা আপাতত নিষ্প্রয়োজন।

উল্লেখ থাক এটুকুই যে, আজকের কৃত্রিম মেধার দিকে ক্রমশ হাত বাড়ানো সময়েও জীবনানন্দ দাশ খুবই প্রয়োজনীয় এবং অত্যাগসহন হয়েই রয়ে গিয়েছেন। তাঁর কবিতা এবং দীর্ঘ দিন ট্রাঙ্কবন্দি থাকা উপন্যাস-গল্প নিয়ে নতুন নতুন জানলা খোলার শব্দ কিছু কম শোনা যাচ্ছে না এই হেমন্তেও। নতুন সহস্রাব্দে যে সব কবি লিখতে এলেন, তাঁরাও কখনও না কখনও, এইখানে সরোজিনী শুয়ে আছে, জানি না সে এইখানে শুয়ে আছে কিনা” অস্তিত্বের এই অনির্ণেয়তার দিকে সম্ভ্রম এবং বিস্ময়ের সঙ্গে তাকিয়েছেন। কারণ জীবনানন্দ আজকের যুবক বা যুবতীটির অস্তিত্বের থেকেও, একেবারে বিচ্ছিন্ন কোনও মুহূর্ত তৈরি করেন না। বরং বিদ্যুতের মতো আহিত করেন অস্তিত্বের এমন প্রদেশ, যা সব সময় যুক্তির শাসন মানে না। যুক্তির ফাঁকের মধ্যে সে ঝাঁপ দেয়। শুধু নির্জনতাই তাঁর কবিতার ভূষণ, এই অতিকথাটি এ বার সরিয়ে দেওয়ার সময় এসেছে বলে মনে হয়। তিনি আজকের যুক্তিপরম্পরার বাইরে দাঁড়িয়ে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ মুচকি হাসি হেসে যান পাঠকের দিকে চেয়ে... আহা, ঠোঁটচাপা সেই রহস্যময় হাসিটি! তাঁকে ঘিরে তৈরি নির্জনতার মিথকে খানখান করে দেয় তাঁরই বর্ণিত মোটরকার গাড়লের মতো কেশে। অস্থির, জটিল, যুদ্ধের মুখে দাঁড়ানো সন্ত্রাসী সময়ের সামনে দাঁড়ানো সে যেন ক্যাকোফনি এক। তথ্যপ্রযুক্তির পরম বিস্ফোরণের পর প্রতি অণুমুহূর্তে আমাদের উপর কামানের গোলার মতো তথ্য, ছবি, টেক্সট এসে খুঁড়ে দেখার সময় ও প্রয়োজন দু’টিই কমিয়ে দিচ্ছে। তার থেকে বেরিয়ে এক উড়োনদীর দেশে নিয়ে যায় জীবনানন্দের কবিতা আজকের পাঠককেও। নিয়ে যাচ্ছে সেখানে, যেখানে “মহীনের ঘোড়াগুলি ঘাস খায় কার্তিকের জোছনার প্রান্তরে।” সেইখানে “যেখানে হাড়হাভাতে ও হাড় এসে জলে/ মুখ দেখে যতদিন মুখ দেখা চলে।”

কিছু শেখার জন্য আর কবিতার কাছে যে যাওয়ার দরকার নেই, তার জন্য যে দুর্দমনীয় গণমাধ্যম এবং অজস্র ডিজিটাল মঞ্চ আঙুলের ডগায়, তা আমরা জেনে গিয়েছি। তবুও “ধূসর পাণ্ডুলিপি” অথবা “বনলতা সেন” বা “সাতটি তারার তিমির”-এর সামনে গিয়ে আজও আহিত হচ্ছে কেন যুবক বা যুবতী পাঠক? আসলে ওই কবিতাবাহিত একটি স্পেল তাকে নিজের অস্তিত্বের নগ্ন মুহূর্ত, অসহায়তা, ভয়ের সামনে সটান দাঁড় করাচ্ছে। যে কোনও তাতণিকতা, সমাজবিজ্ঞানের স্পর্শদূরত্বের গবেষণা, ক্রমশ রহস্য ঝরিয়ে ফেলা যৌনতার অবিশ্রান্ত উৎসবের থেকে বেরিয়ে আসা স্পেল। “অন্ধকারের উৎস হতে উতারিত আলো”তে তাঁর বাপ-দাদারা বিশ্বাস করেছেন। কিন্তু আজকের পাঠকও জীবনানন্দে পৌঁছে দেখছেন, আলোর উত হতে অন্ধকারকে। যা তাঁর সমসাময়িক ক্ষত এবং স্বপ্নের মুখোমুখি দাঁড়ানোর মতোই। কোনও সার্চ এঞ্জিনে যাকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। যা আসলে পাঠকের চেতনারই সম্প্রসারণ। জীবনানন্দের রেখে যাওয়া অজস্র অক্ষর ইশারা থেকে পাঠকের নিজস্ব নির্মাণের এক সূচনাপর্ব।

আলোচনার এই পর্বে থমকে গিয়ে তাঁর “ইতিহাসযান” কবিতার অংশটি নিজের মনে এক বার পড়ে দেখি। “সময় কোথাও/ পৃথিবীর মানুষের প্রয়োজন জেনে বিরচিত নয়, তবু/ সে তার বর্হিমুখ চেতনার দান সব দিয়ে গেছে বলে/ মনে হয়, এরপর আমাদের অন্তর্দীপ্ত হবার সময়।”

মনে রাখতে হবে, আজকের উন্মুখ পাঠক বা পাঠিকাটির কাছে কোনও খেলাই আর অজানা নয়। ভুবনায়নের ছোট্ট বারান্দাটিতে বসে পাশে কফির কাপ আর হাতে স্মার্টফোন নিয়ে পা দোলাচ্ছেন তিনি। তিনি ঘুরে এসেছেন দু’টি বিশ্বযুদ্ধ। রাষ্ট্রপুঞ্জের সাফল্য ও ব্যর্থতা, বিপ্লব ও বোহেমিয়ানা, দিনবদলের আশা ও আশাভঙ্গ, দেশভাগ ও আজ পর্যন্ত গড়িয়ে চলা ধর্মীয় ঘৃণার আলকাতরা, কার্বনক্লান্ত বুড়ি পৃথিবীর মায়া। তিনি পেরিয়ে এসেছেন গুলাগ, কনসেনট্রেশন ক্যাম্প, ইজরায়েল-প্যালেস্টাইন, কেজিবি-সিয়া-র ঠান্ডা যুদ্ধ। হাজার বছর ধরে পথে হেঁটেছে সেই আগ্রহী পাঠক বা পাঠিকাটিও আজকের অনন্য প্রযুক্তির প্রসাদে। এ বার তার সময় এসেছে নিজের দিকে তাকানোর। ধ্বংস এবং সৃষ্টির বীজ ও দ্বন্দ্বকে নিজের ভিতর থেকে বুঝে নেওয়ার। অর্থাৎ “অন্তর্দীপ্ত” হওয়ার। যাকে শঙ্খ ঘোষ জীবনানন্দ প্রসঙ্গেই “অন্তর্যানী” নামে ডেকেছেন। আত্মার লেজুড় হয়ে থাকা হর্ষ ও বিষাদ, ধ্বংসের বীজ, কাম ও নিষ্ঠুরতা না জানলে আর বর্হিবিশ্ব তাঁকে নতুন করে কী দিতে পারবে? জীবনানন্দের “মাল্যবান” উপন্যাসটি নিয়ে আলোচনাসূত্রে তাঁর “দণ্ডিত জীবনের সাক্ষ্য” নিবন্ধে যে কথাগুলি বলছেন সাহিত্যিক রবিশংকর বল, “মানুষের জীবনের অনেক বড় বড় ঘটনা সূর্য, চাঁদ, অনেকানেক গ্রহ, চারপাশের প্রকৃতি, ইতিহাস সবই এসেছে বাংলা উপন্যাসে। কিন্তু মানব জীবনের একেবারে অণু-পরমাণু স্তরের তার আকাঙ্ক্ষা-কামনা-স্বপ্নের যে বাস্তবতা, যাকে খালি চোখে দেখা যায় না, এমনকী অণুবীক্ষণেও ধরা যায় না সম্পূর্ণত, তাকেই আমরা দেখলাম জীবনানন্দের এই উপন্যাসে।... জীবনানন্দের রচনা এ কারণেই আমার কাছে বাংলা সাহিত্যের কোয়ান্টাম বিপ্লব, সে আমাকে আমার কাছেই ফিরতে বলে, ফিরে ফিরে দেখতে বলে আমার নিজের ভিতরেই, আমার স্বপ্ন-কামনা-আকাঙ্ক্ষার ভিতরে, যার স্বরূপ না বুঝলে আমি নিজেকে বুঝতে পারব না, কোনও সমাজদর্শন, রাজনৈতিক তত্ত্ব আমাকে সাহায্য করতে পারবে না। অথচ আমার অস্তিত্বের এই কোয়ান্টাম জগতএখনও কত ধোঁয়াশা, যার বেশিরভাগ প্রশ্নেরই উত্তর আমরা জানি না, তাই আমরা দণ্ডিত হয়ে জীবনের শোভা দেখে যাই/ চারিদিকে মহাপুরুষের উক্তি কোলাহল করে।” এই সূত্রেই আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলা হচ্ছে নিবন্ধে। "এ সেই দণ্ড, যা আমাকে সবসময় মুখশ্রী থেকে মুখোশের কাছে নিয়ে যায়? নাকি এই দণ্ড একইসঙ্গে আমার সভ্যতাজাত, যে কেবলই আমাকে নিজের সব কথা লুকিয়ে রাখতে বলে, আমাকে জোসেফ কে বা রাসকলনিকভের নিয়তির দিকে ঠেলে দেয়।”

আজকের এই ছন্ন জটিল অনিশ্চিত সময়ে দাঁড়িয়ে বিশ্বব্যাপী মন্দা আর অসুখের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাবের মধ্যে বাস করে, অতীতের গ্রামজীবনের ছায়াঘেরা শহুরে কৌম জীবন থেকে নির্বাসিত একলা মানুষটির কানের কাছে এসে জীবনানন্দ ফিসফিস করে বলেন নিজের কথা বলো। বলো সেই সব শীতরাতের কথা, যখন "আলো-অন্ধকার, সূর্য শিকরে বাজ, গণিকাগণ, উতলার অট্টহাসি, সমুদ্রশব্দ, রক্তশব্দ, অফুরন্ত শীত রাতের প্রবাহের রোল” শোনা যায়। এখানে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিকে সঙ্কেত করেছেন কবি ও প্রাবন্ধিক শঙ্খ ঘোষ। জীবনানন্দের কবিতায়, উপন্যাসে গল্পে "সময়" শব্দটি ঘুরেফিরে আসে। কিন্তু এই সময় কোন সময়? শঙ্খের কথায়, "আমরা বেঁচে আছি আমাদের সমকালীন অভিজ্ঞতার মধ্যে, এও এক সময় কিন্তু এ হল এক ব্যক্তিকাল। জীবনানন্দের শব্দ ব্যবহার করে বলা যায়, আরো একটু অন্তর্যানী হয়ে ওঠে যখন আমাদের মন, তখন এই ব্যক্তিকালকে দেখি অন্য একটা সময়ের মধ্যে ভাসমান, তাকে বলা যায় মানবকাল... সে হল এক ইতিহাস। কিন্তু আরো একটু অন্তর্যানী হলে তবেই শুধু অনুভব করা যায়, অনুভব করতে হয় বিশ্বজাগতিক অনাদ্যন্ত কালপ্রবাহের মধ্যে আমাদের বিস্ব অবস্থান ভঙ্গুর, ভারাতুর, ভীতিময়, আবার একইসঙ্গে রঞ্জিত রহস্যাতুর রতিময় আবার তার ধারক সেই প্রবাহ হল এক বিশ্বকাল।”

জীবনানন্দ এই তিনটি সময়ের মধ্যেই বসবাস করেন স্বচ্ছন্দে। নিবিষ্ট পাঠককেও করান। এবং উল্লেখযোগ্য তাঁর নিজেরই কথায়, ওই তিন কালের মধ্যে কেউই কাউকে ছাপিয়ে বিশেষ মুখ্য হয়ে ওঠে না। মহাবিশ্বের ইশারার থেকে উৎসারিত সময় চেতনার সঙ্গেই থাকে থ্যাঁতলানো ইঁদুরের অথবা লাশকাটা ঘরে শুয়ে থাকার তাতণিকতা। এই তিন সময়ের মধ্যেই এই দণ্ডিত অস্তিত্বটির খেলা শেষ পর্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণও বটে। বড় ঘটনার কেন্দ্র থেকে তা কবিকে সরিয়ে নিয়ে যায় মার্জিনে। কারণ এই উন্মোচনের স্বর, ঘটনার কেন্দ্রে বসে বলা যায় না, কিনার থেকেই তা দেখতে ও বলতে হয়। এই কবির নবীন পাঠকও নিজের মতো করে জেনে যান, “আমরণ কেবলই বিপন্ন হয়ে চলে/ তার পর যে বিপদ আসে/ জানি/ হৃদয়ঙ্গম করার জিনিস,/ এর চেয়ে বেশি কিছু নয়।” সে ঘুমিয়ে পড়ার আগে জেগে ওঠে “অফুরন্ত রৌদ্রের তিমিরে।”

১৩৪৭ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণে “পরিচয়” পত্রিকায় রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষের “আধুনিক বাংলা কবিতা” প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধটি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ “আধুনিক কবিতা” শব্দদ্বয় যে এর পর হয়ে উঠবে শঙ্কর-জয়কিষাণ, বা লক্ষ্মীকান্ত-প্যারেলালের মতোই অবিচ্ছেদ্য! বস্তুত সেই প্রবন্ধটিতেই নির্দেশ পাওয়া গেল যে, ঐতিহ্য এবং সমসময়ের সচেতনার মধ্যে সংযোগ বিরোধ দ্বন্দ্ব ও সংরাগে বাংলা কবিতার সিদ্ধি। এই সময়েই প্রকাশিত হল, “আধুনিক বাংলা কবিতা” সঙ্কলনগ্রন্থটি। সম্পাদক আবু সয়ীদ আইয়ুব ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। এই নাম থেকেই “আধুনিক কবিতা” নামটি পাকাপোক্ত হয়ে গেল। আজও যা বহমান, আধুনিকতার মাত্রা, স্তর এবং লক্ষণের পরিবর্তন সত্ত্বেও।

সম্পাদকদ্বয় আবু সয়ীদ আইয়ুব ও হীরেন্দ্রনাথ দু’টি পৃথক ভূমিকায় ততর হয়েছিলেন আধুনিকতার চরিত্র ও যুগলক্ষণ বোঝাতে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল, ওই বইয়ে দুই সম্পাদকের আলোচনাতেই উল্লেখযোগ্য ভাবে বাইরে (মার্জিনের) থেকে গিয়েছেন জীবনানন্দ দাশ, যাঁর কবিতা থেকেই কিনা স্বাধীনতা-পরবর্তী কাব্যস্বর নির্ণীত হয় আজ। জীবনানন্দের কবিতাকে কোনও ফ্রেমেই বাঁধানো সম্ভব হয়নি তখন। ওই বইয়ের প্রথম প্রকাশের চোদ্দো বছর পরে আধুনিক বাংলা কবিতার নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হল বুদ্ধদেব বসুর সম্পাদনায়। রবীন্দ্র-পরবর্তী আধুনিক কবিতা তত ক্ষণে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। সামাজিক অস্থিরতা, রাজনৈতিক বিতর্ক, স্বাধীনতার স্বপ্ন এবং স্বপ্নভঙ্গ, মননধর্মিতার মতো চিহ্নগুলি ক্রমশ ফুটে উঠছে কবিতার ত্বকে। সেখানে সগৌরবে জায়গা করে নিয়েছেন জীবনানন্দ।

জীবনানন্দের কাব্যজীবনের আঁতুড়ঘর, বাল্য, কৈশোর ও যৌবন, পরিণত মননের বেলা অবেলা কালবেলাকে একটু দেখে নিতে হবে এখন। পৃথিবীব্যাপী মহাসমর করাল মুখ দেখাচ্ছে, ভারতের আকাশে নেমে এসেছে মন্বন্তরের ছায়া। এই মিশ্র অভিঘাত, এই সময়ের কবিতাকে কম বেশি প্রভাবিত করেছে। চল্লিশের দশকের কবিদের একটা বৃহৎ অংশকে তাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে রাজনীতিতে। আবার এই বৃহৎ অংশের বৃহৎ অংশকে চুম্বকের মতো টেনেছে বামপন্থী রাজনীতি। ১৯৪০-এর গোড়ায় অর্থাৎ স্বাধীনতার সাত বছর আগে জগদীশ ভট্টাচার্যকে তাঁর পত্রিকা “বৈজয়ন্তী”র প্রাপ্তি জানিয়ে জীবনানন্দ লিখেছিলেন, “আজকালকার হৃদয়হীন দলাদলির দিনে আপনারা নিজের বুকের উপর হাত রেখে সাহিত্যবিচার করতে সচেষ্ট দেখে আমি প্রীত হয়েছি।”

জীবনানন্দের শ্মশানযাত্রীদের মধ্যে এক জন, কবি অরবিন্দ গুহ লিখেছিলেন, শ্মশানে যাওয়ার পথেই নাকি পড়েছিল সেই জায়গাটি, যেখানে দুর্ঘটনা ঘটেছিল। ট্রামলাইনের সেই জায়গা জুড়ে ঘাস শান বাঁধানো কলকাতায় তাঁর মৃত্যুর মঞ্চ প্রস্তুত করেছিল। যে ঘাসের প্রতি তাঁর টান ছিল আমরণ।

১৯৫৪ সালের ১৪ অক্টোবর দেশপ্রিয় পার্কের কাছে বালিগঞ্জমুখী একটি ট্রামের ধাক্কায় গুরুতর ভাবে আহত হওয়ার আগে পর্যন্ত জীবনকালে সাতখানি কাব্যগ্রন্থে সাকুল্যে ১৬২টি কবিতা জীবনানন্দ গ্রন্থবদ্ধ করে গিয়েছিলেন। ১৯৬১-তে তাঁর নতুন বই প্রকাশিত হচ্ছে, “বেলা অবেলা কালবেলা”। যার মুখপাতে অশোকানন্দ লেখেন, ১৯৩৪ থেকে ১৯৫০-এর কবিতা নিয়ে কবি নিজেই পাণ্ডুলিপি তৈরি করে গিয়েছিলেন এবং গ্রন্থনামটিও নিজের দেওয়া। আগের বা মধ্যকালের লেখা থাকলেও “সাতটি তারার তিমির”-এর উত্তরপর্বের কাব্য পরিণাম রয়েছে এতে। আরও আট বছর পরে ১৯৬৯-এ সিগনেট প্রেস মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত “মহাপৃথিবী”র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন। এই বইতে থাকে নতুন কবিতা। বাংলা কবিতার পঁচাত্তর বছরের যাত্রাপথের এই উতস্থল যে এখনও শুকিয়ে যায়নি, তা এই গ্রন্থের কবিতা থেকে বোঝা সম্ভব।

“পালক”, “ধূসর পাণ্ডুলিপি”, “বনলতা সেন”, “মহাপৃথিবী” পার হয়ে “সাতটি তারার তিমির”-এ পৌঁছলেন জীবনানন্দ। স্বাধীনতার বয়স তখন এক। এক মহাঘোর সময়ের কবিতা সঙ্কলিত হল এই পরম আশ্চর্য গ্রন্থটিতে। অন্ধকার থেকে মানবচেতনার আলো খুঁজতে একটি নিষ্কম্প প্রদীপ হাতে লেখা হল এই বই। আধুনিক মানুষের নিজের অর্জন করা ব্যর্থতা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালি থেকে উঠে দাঁড়াল অক্ষর “আমাদের হাড়ে এক নির্ধুম আনন্দ আছে জেনে/ পঙ্কিল সময়স্রোতে চলিতেছি ভেসে।” সময়-যন্ত্রণাকে শনাক্ত করে এঁকে ফেললেন জীবনানন্দ। মোটরকারের গাড়ল-কাশির কথা আগেই বলা হয়েছে। আমরা লিবিয়ার অরণ্যসদৃশ এক কলকাতার ছবি এ বার পাচ্ছি। “রাত্রি” কবিতায় হাইড্র্যান্ট এবং কুষ্ঠরোগী এই দুই প্রতীকের মাধ্যমে চিরপ্রশান্তির জগতে ভয়াবহ ধাক্কা দিলেন তিনি, যে প্রশান্তি বয়ে এসেছিল বিগত শতকের নবজাগরণ থেকে।

আর সেই “সাতটি তারার তিমির” কাব্যগ্রন্থে বাংলা কবিতার এমন এক শীর্ষবিন্দু রচনা করলেন এই কবি, যা তার আগে পর্যন্ত সম্ভব ছিল না। মরুভূমির মধ্যে দাঁড়িয়ে এক পিরামিড গড়লেন যেন। হাহাকার থেকে ঠোঁট-টেপা এক নৈঃশব্দ্যে পৌঁছলেন যেন। সেই বহমান পঙ্কিল সময়ের গরল আর অমা ভিতরে নিয়ে, কলকাতা শহরের নিশি-চলচ্চিত্র অক্ষরবৃত্তে ঢালাই করলেন যেন। যেখানে সুস্থতা নেই, লাবণ্য নেই, বিকার আছে। মায়াবী গ্যাস-বালবের অস্পষ্ট আলোয় ফিয়ার্স লেন, বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটে পৌঁছল তাঁর কবিতা। বহু অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান এবং বাইরে থেকে আসা নারী, যারা গলিত হতে হতেও উর্বশী হয়ে থেকে যেত সেই কলকাতায়। শিকার ও শিকারীর পারস্পরিক উত্তেজনায়, শ্বাসাঘাতে ভরে উঠছে তখন বাংলা কবিতা তাঁর হাতে।

জীবনানন্দের চল্লিশ দশকের কলকাতার সঙ্গে উনিশ শতকীয় প্যারিসের হয়তো কিছু সাদৃশ্য ছিল। কলকাতা তখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় নগরী ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কারণে কসমোপলিটান। কিছু উজবুক ভাগ্যান্বেষী, কতিপয় সন্দেহভাজন অন্যদেশি, বেশ কিছু আমেরিকান সেনার গোলমেলে উপস্থিতিতে এই শহর জীবনানন্দকে অন্য রকম সন্দর্ভের সন্ধান দিল যা তাঁর পূর্ববঙ্গের মফস্সল বরিশাল অর্থাৎ “রূপসী বাংলা”-র নয়। বরিশালে তাঁর স্থায়ী আশ্রয় ও গৃহ ছিল, কিন্তু কলকাতায় তাঁর আশ্রয় কখনও উত্তরের মেসবাড়িতে কখনও দক্ষিণের ভাড়াবাড়িতে।

সত্যজিতরায় যে ভাবে লীলাকে কলকাতা শহর দিয়ে প্রতিস্থাপিত করেছেন “অপরাজিত”তে, জীবনানন্দের শহর সে রকম নয়। তা আলোকপ্রাপ্তির বহু দূরে; এক ধরনের নিরবচ্ছিন্ন ভীতিতরঙ্গ। উপনিষদ বলেছিল অমৃতময় প্রবাহের কথা। কিন্তু জীবননানন্দ বললেন, রণদর্পী অ্যাটিলা থেকে মুসোলিনি হিটলার তোজো-র যাত্রাপথের কথা। বললেন, সভ্যতার শত্রু এবং পণ্য হয়ে যাওয়া নারীদের কথা, ফিরিঙ্গি যুবক ও লোল নিগ্রোর কামকলা। ১৯৩০ থেকে ১৯৪৫ সালের সার্বিক নগরপতনের সামনে দাঁড়িয়ে জীবনানন্দ রাত্রির আঁধারের জান্তবতাকে দেখলেন। “কবিতার কথা” গ্রন্থের “সত্য বিশ্বাস ও কবিতা” প্রবন্ধে বললেন, “সে রকম বিপ্লব পৃথিবীর কোনো জায়গায় এক আধটা ঘটে থাকলেও তারাও খুব ভালো করে শেষরক্ষা করতে পারে নি...আমরা এখনো কোনো বিপ্লবের যুগে বাস করছি না...।”

আর তাই শহর হয়ে উঠছে লিবিয়ার জঙ্গলের মতো, রাস্তা হয়ে উঠছে খোলা হাইড্র্যান্ট। এই বিপুল অন্ধকার পাঁজরে নিয়ে ভাষার এক অনন্য শতজল ঝরনার ধ্বনি শোনাতে লাগলেন তিনি। যে ভাষা নির্মমতার ভাষা, কখনও নৈঃশব্দ্যেরও। লোরকার যেমন নিউ ইয়র্ক, বোদল্যেয়রের প্যারিস, দান্তের ইনফার্নো তেমনই জীবনানন্দের কলকাতাকে আমরা মুখর হয়ে উঠতে দেখলাম এই বইয়ে। এমন এক শহর তিনি লিখলেন, যা তাঁর সমকালীন অ-পশ্চিমি দুনিয়ায় কেউই লেখেননি। “হৃদয়, অনেক বড়ো বড়ো শহর দেখছো তুমি” এই শহর এক উত্থিত ভীতিতরঙ্গ; কোনও নির্দিষ্ট ভূগোল নয়, বাস্তব-অতিরিক্ত এক পরিবেশ তিনি গড়ে তুললেন।

“সাতটি তারার তিমির” কাব্যগ্রন্থে “বিভিন্ন কোরাস” কবিতায় জীবনানন্দ বলছেন, “বিকেলের বারান্দার থেকে সব জীর্ণ নরনারী/ চেয়ে আছে পড়ন্ত রোদের পারে সূর্যের দিকে/ খণ্ডহীন মণ্ডলের মতো বেলোয়ারি।” জীবনানন্দ এই সব “জীর্ণ নরনারী”দের সূর্য এবং সূর্যোদয়-শাসিত জীবনের গল্প বলতে গিয়ে ক্রমশ বুঝতে পারলেন যে, প্রবাহিত অন্ধকারকে বাদ রেখে মানব গল্পের কোনও সার্থকতা নেই। কবি জহর সেনমজুমদার তাঁর “বাংলা কবিতা: মেজাজ ও মনোবীজ” গ্রন্থে আলোচনা প্রসঙ্গে বলছেন, এই অনিবার্য ঘুম এবং জাগরণ হয়ে উঠছে তাঁর সৃষ্টির দ্বন্দ্ব। অনুভবের প্রক্রিয়ায় বার বার পাশাপাশি এসে দাঁড়াচ্ছে তারা। আধুনিক সমাজের ভাঁড় বিদ্রোহ, নষ্ট শসা চালকুমড়োর পরিণতি যে জীবনের, সেখানে ঘুমকে তিনি বার বার ব্যবহার করেছেন অস্ত্র হিসাবে। তাঁর কবিতায় “রক্তিম গির্জার মুণ্ড” দেখতে পাই যার অন্তরালে রয়েছে লাশকাটা ঘরের সেই ভয়াবহ ঘুমের আমন্ত্রণ। থেকে যাচ্ছে পেঁচার জাগরণ, সতর্কতার উষ্ণ অনুরাগ। মৃতের গল্প শোনাতে শোনাতে জীবনানন্দ পেয়ে যাচ্ছেন জীবনের প্রচুর ভাঁড়ারের সন্ধান। চার পাশে আবছায়া নৃমুণ্ড, নরকের মেঘ, শাঁখচুন্নি ভিখারির তুড়ি। এই সবের মধ্যে আধো জাগরণের মতো তাঁকে দু’দণ্ড শান্তি দিচ্ছে নাটোরের বনলতা সেন! এই মহাপৃথিবীতে জীবনানন্দ নিজের সত্তার দিকে ফিরে প্রশ্ন তুলতে বাধ্য হন, “অনেক গহন ক্ষতি/ আমাদের ক্লান্ত করে দিয়ে গেছে হারায়েছি আনন্দের গতি;/ ইচ্ছা, চিন্তা, স্বপ্ন, ব্যথা, ভবিষ্যত বর্তমান এই বর্তমান/ হৃদয়ে বিরস গান গাহিতেছে আমাদের বেদনার আমরা সন্তান?”

সত্তর বছর আগের এক হেমন্তসন্ধ্যায় নিয়তিতাড়িত একটি ট্রাম রাসবিহারী অ্যাভিনিউয়ের ঘাস চিরে এগিয়ে এসেছিল। দেশপ্রিয় পার্ক পেরিয়ে হঠাত সে রূপান্তরিত হয় ইতিহাসযানে। প্রাবন্ধিক সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় লেখেন, ...এ ভাবে এক দিন দিনাবসানে এক রেস্তোরাঁয় জঁ ককতোর অরফিউস জিজ্ঞেস করেছিলেন “আমার কী করা উচিত? আমি কি মারপিট শুরু করব?” একজন ভক্ত সবিনয়ে অনুরোধ করে “বিস্মিত কর আমাদের।” জীবনানন্দ “শেলী কাফে”র সামনে কিয়স্কের পাশে থ্যাঁতা ইঁদুরের মতো রক্তমাখা ঠোঁটে পড়ে থেকে আমাদের বিস্মিত করে রেখে গেলেন চিরদিনের মতো। লেখক সত্যবাদী, সত্যনিষ্ঠ, কিন্তু তিনি সন্ন্যাসী নন। আমার মনে হয় ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের মতোই স্বর্গাভিযান তাঁর। যখন যুধিষ্ঠির পাশা খেলায়, তখন তিনি মোহে আচ্ছন্ন। ভাষাশিল্পীও সে রকম শাপগ্রস্ত। সত্য আর নিয়তি, বলা ভাল, মৃত্যু আর স্বপ্নের মধ্যে ভূতগ্রস্ত তিনি সর্বনাশের আশায়
চেয়ে থাকেন।”

জীবনানন্দের শ্মশানযাত্রীদের মধ্যে এক জন, কবি অরবিন্দ গুহ লিখেছিলেন, শ্মশানে যাওয়ার পথেই নাকি পড়েছিল সেই জায়গাটি, যেখানে দুর্ঘটনা ঘটেছিল। ট্রামলাইনের সেই জায়গা জুড়ে ঘাস শান বাঁধানো কলকাতায় তাঁর মৃত্যুর মঞ্চ প্রস্তুত করেছিল। যে ঘাসের প্রতি তাঁর টান ছিল আমরণ। দমফাটা অট্টহাসি ঠোঁটে চেপে শুয়ে, পরি-পাওয়া তাঁর পূর্বপুরুষের মতো যেখানে তিনি শুয়ে ছিলেন হেমন্তের রাতে। যেখানে হাজার বছর খেলা করছে অন্ধকারে। জোনাকির মতো।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বুধবার আগরতলা রাজবাড়ির সামনে অল ইন্ডিয়া জন অধিকার সুরক্ষা কমিটির উদ্যোগে শহীদ বিরসা মুন্ডাকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন জানানো হয়।

সহারা গ্রুপের স্রষ্টা, উদ্যোগপতি সুব্রত রায় প্রয়াত

মুম্বই, ১৫ নভেম্বর (হি.স.) : সহারা ইন্ডিয়ার স্রষ্টা সুব্রত রায় প্রয়াত। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। দীর্ঘ দিন ধরেই ক্যানসার-সহ একাধিক শারীরিক সমস্যায় ভুগছিলেন তিনি।

১৯৪৮ সালের ১০ জুন বিহারের আরারিয়াতে জন্মগ্রহণ করেন সুব্রত। গোরক্ষপুর টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট থেকে তিনি মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক হন। ১৯৭৬ সালে ধুকতে থাকা চিটফান্ড সংস্থা 'সহারা ফিনান্স'কে অধিগ্রহণ করেন। ১৯৭৮ সালে সেটি নাম বদলে হয় 'সহারা পরিবার'। ক্রমেই ভারতের মানচিত্রে নিজেকে এক জন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন তিনি। তাঁর হাত ধরেই আর্থিক প্রতিষ্ঠান, আবাসন শিল্প, সংবাদমাধ্যম এবং হোটেল ব্যবসা-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিল সহারা। ১৯৯২ সালে 'রাষ্ট্রীয় সহারা' নামে হিন্দি সংবাদপত্রের সূচনা করেন তিনি। গত ১২ নভেম্বর শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটায় তাঁকে মুম্বইয়ের কোকিলাবেন ধীরুভাই অম্বানী হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছিল। সেখানেই মঙ্গলবার রাতে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। রেখে গেলেন তাঁর স্ত্রী স্বপ্না রায়, দুই পুত্র সুশান্ত এবং সীমান্ত রায়কে।

সহারা ইন্ডিয়া পরিবারের পক্ষে বিবৃতি দিয়ে সুব্রতর মৃত্যুর খবর জানানো হয়। বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১০টা নাগাদ তাঁর মৃত্যু হয়েছে। বহু দিন ধরেই ক্যানসার, উচ্চ রক্তচাপ, শ্বাসকষ্ট, মধুমেহ ছাড়াও হৃদযন্ত্রের সমস্যায় ভুগছিলেন তিনি। তাঁর মৃত্যুতে সমাজমাধ্যমে শোকপ্রকাশ করেছে সমাজবাদী পার্টি (সপা)। নয়ের দশকের মাঝতর্বে সুব্রত রায় হাত দেন তাঁর স্বপ্নের প্রকল্পে। পুণেতে ১০ হাজার একরেরও বেশি জায়গা জুড়ে শুরু করেন 'অ্যাম্বি ভ্যালি প্রকল্প'। এর পরে তিনি একটি টিভি চ্যানেলও চালু করেন। লন্ডনের গ্রসভেনর হাউস হোটেল এবং নিউ ইয়র্কের প্লাজা হোটেলের মতো নামী হোটেলও অধিগ্রহণ করেন তিনি।

আংশিক পরিবর্তন অসম মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিক পরীক্ষার রুটিনে

গুয়াহাটি, ১৫ নভেম্বর (হি.স.) : অসম মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ (সেকেন্ডারি এডুকেশন বোর্ড অব আসাম) সংক্ষেপে 'সেবা' পরিচালিত হাইস্কুল শিক্ষান্ত বা মাধ্যমিক পরীক্ষার রুটিনে আংশিক পরিবর্তন করা হয়েছে।

সেবা-র পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (কন্টোলার অব এগজামিনেশন) নয়নজ্যোতি শর্মা এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে সংশোধিত রুটিন প্রকাশ করেছেন। সংশোধিত রুটিন অনুযায়ী, ইংরেজি বিষয়ের পরীক্ষা ১৬ ফেব্রুয়ারি (২০২৪ সাল) সকাল ৯:০০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত, ২০ ফেব্রুয়ারির সমাজ বিজ্ঞান পরীক্ষা ১৯ ফেব্রুয়ারি সকাল ৯:০০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত, ২৬ ফেব্রুয়ারির সাধারণ বিজ্ঞানের পরীক্ষা ২৭ ফেব্রুয়ারি সকাল ৯:০০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত এবং ২৭ ফেব্রুয়ারির ঐচ্ছিক বিষয়ের পরীক্ষাগুলি ওইদিনই বেলা ১:৩০ থেকে ৪:৩০টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। শেষ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে ৪ মার্চ, ২০২৪-এ। উল্লেখ্য, গত অক্টোবর মাসে ২০২৪ শিক্ষাবর্ষের মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য সেবা যে রুটিন প্রকাশ করেছিল তাতে কিছু অসংগতি ছিল। কেননা, পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত তিনদিন ছিল সরকারি ছুটি। পূর্ববর্তী রুটিন অনুযায়ী ২০ ফেব্রুয়ারি নির্ধারণ করা হয়েছিল সমাজ বিজ্ঞানের পরীক্ষা। সরকারি ছুটির তালিকায় এদিন কারবি জনগোষ্ঠীর উৎসব কারবি ডেহাল কাসির ডম।

এই দিন অসম সরকার রেস্ট্রিকটেড হলিডে হিসেবে ঘোষণা করেছে। সেভাবে ২৬ ফেব্রুয়ারি ছিল সাধারণ বিজ্ঞানের পরীক্ষা। এই দিনও অসম সরকারের রেস্ট্রিকটেড হলিডে। ছুটির দিন অনুষ্ঠেয় পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে শিক্ষক-অভিভাবক এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হলে সম্বিৎ ফিরে আসে সেবা কর্তৃপক্ষের। ফলে পূর্ববর্তী রুটিনে কিছু সংশোধন করে নতুন সময়সূচি জারি করতে বাধ্য হয়েছে সেবা।

আদানিকে নিয়ে দ্বিচারিতা চলছে, তৃণমূলকে তোপ দিলীপ ঘোষের

কলকাতা, ১৫ নভেম্বর (হি.স.): শিল্পপতি আদানি ও তৃণমূল নেত্রী মহুয়া মৈত্র প্রসঙ্গে রাজ্যের শাসক দলকে বুধবার একহাত নিলেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। বুধবার সকালে নিউটাউন ইকোপার্কে প্রাতঃভ্রমণে এসে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হন তিনি।

দিলীপবাবু বলেন, ''আদানিকে নিয়ে দ্বিচারিতা চলছে। আদানির বিরুদ্ধে মহুয়া তোপ দাগছে। অথচ শিল্প মন্ত্রী বলছেন আদানি আসন্ন শিল্প সম্মেলনে (বিজিবিএস) আসবেন। এটা দ্বিচারিতা। কংগ্রেস সরকার চলে এমন রাজ্যে তাঁকে ডেকে ডেকে শিল্পের বরাত দেওয়া হচ্ছে। উনি সফল শিল্পপতি। তাঁর থেকে সুবিধা নেব। আবার তাঁকেই গালাগাল দেব?

দিলীপবাবু বলেন, আদানিকে না ডাকলে সম্মেলন হবে না। বন্দরের কাজ হবে না। মানুষ এগুলো বোঝে। পাত্তা দেয় না। ভোটের আগে স্টান্ট দেওয়ার জন্য এগুলো ভালো। একে গালাগাল দিয়ে কার লাভ হচ্ছে? যারা টাটা কে তাড়িয়ে দেয়, তারা এসব বলে। এসব দিয়ে আর চলবে না। ভারতবর্ষ পাল্টে গিয়েছে।'''

বোসের রাজ্যপাল পদের বর্ষপূর্তি, আড়াই লাখে ৫টি বই ছাপছে রাজভবন

কলকাতা, ১৫ নভেম্বর (হি.স.): পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল পদে বর্ষপূর্তি হতে চলেছে প্রাক্তন আমলা তথা রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের। ২০২২ সালের ১৭ নভেম্বর রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু তাঁকে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল হিসেবে নিযুক্ত করেন । তাই এবছর ২৩ নভেম্বর তাঁর রাজ্যপাল পদে এক বছর পূর্ণ হবে ।

এই উপলক্ষে আগামী ২৫ নভেম্বর রাজভবনে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে । সূত্রের খবর, এই দিন ৫টি বইয়ের আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করা হবে। তার মধ্যে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের নিজের লেখা কবিতা, সাহিত্যও থাকবে।

গত একবছরে রাজ্য সরকারের সঙ্গে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের সম্পর্ক খুব একটা সুখকর হয়নি। বাংলায় হাতেখড়ি কিংবা অন্য অনুষ্ঠানে এ রাজ্যে তাঁর শুরুটা স্মৃতিমধুর হলেও বছরভর নানা বিষয়ে সংঘাতেই জড়িয়েছেন তিনি।

রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস বছরভর যে সব কাজ করেছেন, সেই খবরগুলির পেপার কাটিংয়ের বইও ছাপা হবে। সব মিলিয়ে ৫টি বই ছাপাতে প্রায় ২.৫ লাখ টাকা খরচ করা হবে। দিনটি স্মরণে রাখতে ২৫ নভেম্বর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গের তো বটেই, ভিন রাজ্যের বিশিষ্টরাও উপস্থিত থাকতে পারেন।

পশ্চিমবঙ্গের প্রতিষ্ঠা দিবস, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ, পঞ্চায়েত ভোটের দিনে জেলায় জেলায় পরিদর্শনে সমান্তরাল প্রশাসন চালানোর অভিযোগ উঠেছে সিভি আনন্দ বোসের বিরুদ্ধে। যদিও সেই সব বিতর্কের খবর নিউজ ক্লিপিংয়ের বইয়ে উল্লেখ থাকবে না বলেই সূত্র মারফত জানা গিয়েছে।

কংগ্রেস মানেই ধ্বংস, দুর্নীতি, নৃশংসতা ও ব্যভিচার : জে পি নাড্ডা

রায়পুর, ১৫ নভেম্বর (হি.স.) : ছত্তিশগড়ে বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানালেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডা। বুধবার ছত্তিশগড়ের রায়পুরে জেলার আড়ং বিধানসভা এলাকায় আয়োজিত এক জনসভায় ভাষণ দেওয়ার সময় নাড্ডা বলেছেন, 'এই নির্বাচনে একদিকে রয়েছে বিজেপি, অন্যদিকে রয়েছে কংগ্রেস। কংগ্রেস মানে ধ্বংস, দুর্নীতি, নৃশংসতা, ব্যভিচার এবং মানুষের অধিকার হরণ। বিজেপির অর্থ - উন্নয়ন, প্রগতি, জনগণের সরকার, উন্নয়নের সরকার, এমন সরকার যা মহিলাদের ক্ষমতায়ন করে, এমন সরকার যা কৃষকদের স্বার্থ রক্ষা করে এবং এমন সরকার যা তফসিলি উপজাতির ভাই ও বোনদের মূল স্রোতে নিয়ে আসে।'

নাড্ডা বলেছেন, 'ভূপেশ বাঘেল হাতে গঙ্গা জল নিয়ে বলেছিলেন, আমরা এখানে মদ বন্ধ করব। অথচ তাঁরা আবগারি কেলেঙ্কারি, গৌথান কেলেঙ্কারি, শিক্ষক বদলি কেলেঙ্কারি এবং আরও কত কী ক্ষমতার স্বার্থে জল্পনা-কল্পনায় লিপ্ত হয়েছে।' নাড্ডা কটাক্ষ করে বলেছেন, 'তিনি (মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেল) বিদ্যুৎ বিল অর্ধেক করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কিন্তু করেননি। বেকার ভাতা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও, তা দেওয়া হয়নি। মহিলাদের ৫০০ টাকা দেওয়ার কথা বলা হলেও, তাও দেওয়া হয়নি। এবার তাঁদের ঘরে বসতে হবে।'

পেটে যন্ত্রণা নিয়ে হাসপাতালের পথেই মৃত যুবক, মারধরের অভিযোগ

কলকাতা, ১৫ নভেম্বর, (হি.স.): পেটে যন্ত্রণা নিয়ে হাসপাতালে যাওয়ার পথে মৃত্যু হল এক যুবকের। তাঁকে মারধর করা হয়েছিল বলে জানতে পেরেছে পুলিশ। তবে মৃতের পরিবারের তরফে এখনও কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়নি। এই রহস্যমৃত্যুকে কেন্দ্র করে হইচই মানিকতলা এলাকায়।

মানিকতলা থানা এলাকার বিডন স্ট্রিটের বাসিন্দা অনিল রাজাক (৪৭)। স্থানীয় একটি গাড়ির গ্যারাজে মিস্ত্রি হিসাবে কাজ করতেন তিনি। বুধবার সকাল ৮টা নাগাদ খবর পেয়ে অনিলের বাড়িতে যায় মানিকতলা থানার পুলিশ। তাঁকে আরজি কর থানায় নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।

পুলিশ আত্মীয়দের জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে জানতে পারে, গত রাতে পেটে যন্ত্রণায় কাবু হয়ে পড়েছিলেন অনিল। তাঁকে রাতেই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু পথেই যুবকের মৃত্যু হয়। আবার দেহ বাড়িতে ফিরিয়ে আনেন পরিবারের সদস্যেরা। সকালে খবর পায় পুলিশ।

তদন্তে পুলিশ জানতে পারে, মঙ্গলবার অনিলের মৃত্যুর খবর শুনে তাঁর বাড়িতে এসেছিলেন গ্যারাজের মালিক এবং সহকর্মীরা। তাঁরাই জানান, সকালে দু'জন অনিলকে মারধর করেছিলেন। তাঁদের নাম শিবকুমার এবং শিবা। তখনই অনিলের চোট লেগে থাকতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

এই মারধরের বিষয়টি মৃতের পরিবারের তরফে পুলিশকে কিছু জানানো হয়নি। পুলিশ এই ঘটনায় অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করেছে। কী ভাবে যুবকের মৃত্যু হল, তাঁকে শারীরিক নিগ্রহ করা হয়েছিল কি না, এখনও স্পষ্ট নয়। পুলিশ জানিয়েছে, দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হবে। তার পরেই মৃত্যুর আসল কারণ জানা যাবে।

অসম : শৌচাগারের ট্যাংক থেকে উদ্ধার মহিলার মৃতদেহ

দরং (অসম), ১৫ নভেম্বর (হি.স.) : দরং জেলার অন্তর্গত সিপাঝাড়ের বানেকুচিতে একটি শৌচাগারের ট্যাংক থেকে জনৈক মহিলার মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় সংশ্লিষ্ট এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। এ খবর লেখা পর্যন্ত মৃতদেহটি শনাক্ত করতে পারেনি পুলিশ কিংবা স্থানীয় মানুষজন। এদিকে কী করে মহিলার মৃত্যু হয়েছে, বা কীভাবেই-বা তিনি শৌচাগারের ট্যাংকে পড়লেন, তাকে খুন করে ট্যাংকে ফেলা হয়েছে কি না ইত্যাদি কোনও বিষয়ে তথ্য পাওয়া যায়নি। ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলে পুলিশ গিয়ে প্রাথমিক তদন্ত শুরু করেছে। তদন্তকারী পুলিশ অফিসারের দাবি, খুব শীঘ্রই ঘটনার রহস্য উদ্ঘাটন হবে।

বিজেপি যা বলেছে, তা করেও দেখাবে; ছত্তিশগড়ে নির্বাচনী প্রচারে বার্তা অমিত শাহের

বেমেত্রা (ছত্তিশগড়), ১৫ নভেম্বর (হি.স.) : বিজেপি যা বলেছে, তা করেও দেখাবে; ছত্তিশগড়ে বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে বললেন বিজেপি নেতা তথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বুধবার ছত্তিশগড়ের বেমেত্রা জেলার সাজা বিধানসভা কেন্দ্রের নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে অমিত শাহ বলেছেন, 'ভূপেশ কাক্কাও বলেন তাঁরা গ্যারান্টি দেবেন। যাদের নিজের কোনও গ্যারান্টি নেই তাদের গ্যারান্টি দিয়ে কি লাভ? যেখানে আমাদের ইস্তেহার নরেন্দ্র মোদীর গ্যারান্টি। আমরা যা বলেছি, তা করেও দেখাব।'

অমিত শাহ জোর দিয়ে বলেছেন, 'আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, বিজেপি সরকার ৫ বছরের জন্য ছত্তিশগড়ের প্রতিটি মাতা-কে ৫০০ টাকায় গ্যাস সিলিন্ডার দেওয়ার কাজ করবে। এখানে, বিজেপি সরকার প্রতিটি বিবাহিত মহিলাকে প্রতি বছর চেকের মাধ্যমে ১২ হাজার টাকা দেবে। সমস্ত মাহাতারির কাছে আমার অনুরোধ এই যে বিজেপি কর্মীরা এই প্রকল্পের জন্য ফর্ম পূরণ করছেন, আপনি ফর্মটি পূরণ করুন এবং নিজেকে নিবন্ধিত করুন।' অমিত শাহ আরও বলেছেন, 'আপনারা একদম চিন্তা করবেন না।

৩ ডিসেম্বর এখানে বিজেপি সরকার গঠন হতে চলেছে। মোদীজি আপনাদের গ্যারান্টি দিয়েছেন, বিজেপি সরকার একইসঙ্গে ১ লক্ষ সরকারি পদে স্বচ্ছ নিয়োগের কাজ করবে। এই গ্যারান্টি অক্ষত থাকবে।'

ফের ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল পাকিস্তান, কম্পনের মাত্রা ৫.২

ইসলামাবাদ, ১৫ নভেম্বর (হি.স.): বুধবার ফের ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল পাকিস্তান। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৫.২। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজির তরফে জানানো হয়েছে, বুধবার ভোর ৫টা ৩৫মিনিট নাগাদ কম্পন অনুভূত হয় পাকিস্তানে। কম্পনের উৎসস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠ থেকে ১৮ কিলোমিটার গভীরে।

এখনও পর্যন্ত হতাহতের কোনও খবর মেলেনি। চলতি মাসের ১১ তারিখও ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে পাকিস্তানের মাটি। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৪.১। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজির তরফে জানানো হয়, সন্ধ্যা ৬টা ৬ মিনিটে কেঁপে ওঠে পাকিস্তান। কম্পনের উৎসস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠ থেকে ১০ কিলোমিটার গভীরে।

পুণ্যার্থীদের জন্য বন্ধ হয়ে গেল কেদারনাথ মন্দির, দ্বার রুদ্ধ যমুনোত্রীরও

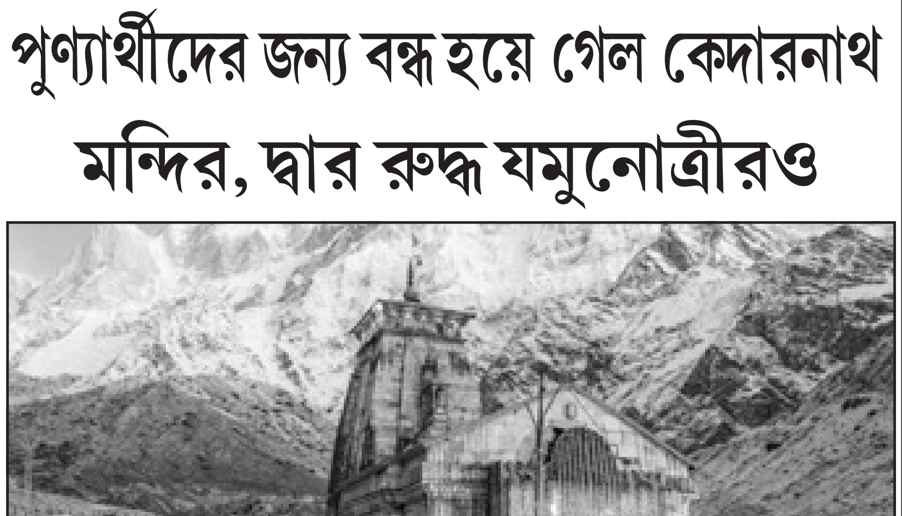

দেহরাদূন, ১৫ নভেম্বর (হি.স.) : গঙ্গোত্রী মন্দির বন্ধ হয়ে গিয়েছে ১৪ নভেম্বর, আর বুধবার (১৫ নভেম্বর) বন্ধ হয়ে গেল কেদারনাথ মন্দির, ভাইফোঁটার দিন বন্ধ হয়ে গিয়েছে যমুনোত্রী মন্দিরও। শীতের মরশুমের জন্য বন্ধ হয়ে গেল কেদারনাথ, গঙ্গোত্রী ও যমুনোত্রী মন্দির।

পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী, বুধবার ভাইফোঁটার দিন যমুনোত্রী ধামের দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছে পুণ্যার্থীদের জন্য। এদিনই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে কেদারনাথ মন্দিরও।

বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে পূজার্চনার পর সকাল ৮.৩০ মিনিট নাগাদ কেদারনাথ মন্দির ভক্তদের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়। এবার ১৯ লক্ষ ৫৭ হাজারেরও বেশি ভক্ত কেদারনাথ মন্দির দর্শন করেছেন এবং এই বছরই ৭ লক্ষেরও বেশি ভক্ত যমুনোত্রী ধাম দর্শন করেছিলেন।

প্রেসিডেন্সি জেলে পড়শি পার্থ, মানিক, দেখা করতে নারাজ জ্যোতিপ্রিয়

কলকাতা, ১৫ নভেম্বর (হি. স.) : প্রেসিডেন্সি জেলের একই ওয়ার্ডে থাকা সত্ত্বেও জেলবন্দি পার্থ চট্টোপাধ্যায়, মানিক ভট্টাচার্যদের সঙ্গে দেখা করতে নারাজ জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। জেল সূত্রে খবর, পয়লা বাইশ ওয়ার্ডে ঢোকার সময় আপত্তি জানান প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী।

প্রেসিডেন্সি জেল সূত্রে খবর, পয়লা বাইশের সাত নম্বর সেলে রয়েছেন জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। ২ নম্বর সেলে রয়েছেন নিয়োগ দুর্নীতিতে ধৃত প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। এছাড়া এই পয়লা বাইশেই রয়েছেন মানিক ভট্টাচার্য, জীবনকৃষ্ণ সাহারা।

জেলের তরফে পার্থ চট্টোপাধ্যায়, মানিক ভট্টাচার্যদের সঙ্গে দেখা করে কথা বলার প্রস্তাব দেওয়া হয়। তাতে অনীহা প্রকাশ করেন মন্ত্রী। জেল সূত্রে খবর, মোবাইল ফোনের জন্য বারবার আবদার করেন জ্যোতিপ্রিয়। জেল আধিকারিকদের ওপর প্রভাব খাটাতে একাধিকবার রাজ্যের এক

আন্দোলনে নামলেন এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সাফাইকর্মীরা

কোচবিহার, ১৫ নভেম্বর (হি.স.): কাজ করেও বেতন মিলছে না। প্রতিবাদে কাজ বন্ধ করে দিয়ে আন্দোলনে নামলেন এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সাফাইকর্মীরা। বুধবার কাজ বন্ধ করে আন্দালনে নামেন সাফাইকর্মীরা।

তাঁদের অভিযোগ, নিয়মিত বেতন মিলছে না। কোনও সময় মাসের শেষে আবার কোনও সময় পরের মাসে বেতন মেলে। সামনে ছটপুজো থাকায় গত মাসের বেতন তাঁদের খুবই প্রয়োজন। কিন্তু ১৫ তারিখ হয়ে গেলেও এখন পর্যন্ত বেতন মেলেনি। কর্তৃপক্ষের কাছে বারবার দাবি জানিয়েও লাভ না হওয়ায় বুধবার কাজ বন্ধ করে দেন সাফাইকর্মীরা। তাঁরা কাজ না করায় হাসপাতালের বিভিন্ন জায়গায় আবর্জনা জমে থাকতে দেখা যায়। সেই আবর্জনার মাঝেই রোগীদের পরিষেবা দেওয়া হয়েছে। জানা গিয়েছে, এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ৫৯ জন সাফাইকর্মী রয়েছেন। তাঁরা ঠিকাদারের অধীনে কাজ করেন। সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার প্রেমাংশু চক্রবর্তী বলেছেন, 'অফিস বন্ধ থাকার জন্য ওয়ার্কিং লিস্ট এখনও পাইনি। সেজন্যই বেতন দিতে সমস্যা হয়েছে। বৃহস্পতিবার অফিস খুলে যাবে। দু-একদিনের মধ্যেই তাঁদের বেতন হয়ে যাবে।'

জম্মু ও কাশ্মীরের ডোডায় খাদে বাস পড়ে মৃত ৩৬, আহত ১৯ জনের মধ্যে ৬ জন সঙ্কটজনক

শ্রীনগর, ১৫ নভেম্বর (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের ডোডা জেলায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গভীর খাদে পড়ে গেল যাত্রীবোঝাই একটি বাস। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৩৬ জন যাত্রীর। এছাড়াও আরও ১৯ জন যাত্রী আহত হয়েছেন বলে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে। তাঁদের মধ্যে ৬ জনের অবস্থা সঙ্কটজনক। পুলিশ জানিয়েছে, ডোডা জেলার আসার এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।

পুলিশ জানিয়েছে, বুধবার যাত্রীবোঝাই একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গভীর খাদে পড়ে যায়। এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৩৬ জনের এবং ১৯ জন আহত হয়েছেন। আহতের সংখ্যা কমপক্ষে ১৯ বলে জানা যাচ্ছে। সকলকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আহতদের মধ্যে ৬ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। ডোডা-র ডিসি হরবিন্দর সিং বলেছেন, মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় ৩০ জনেরও বেশি যাত্রীর মৃত্যু হয়েছে। আমি ঘটনাস্থলে আছি। দুর্ঘটনাস্থল থেকে ৩০টিরও বেশি মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।'

জেকে ০২ সিএন-৬৫৫৫ নম্বরের বাসটিতে পঞ্চাশের বেশি যাত্রী ছিলেন বলে জানা গিয়েছে।

ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় গভীর দুঃখপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী ত্রাণ তহবিল থেকে মৃতদের নিকটাত্মীয়দের জন্য ২ লক্ষ টাকা এবং আহতদের ৫০ হাজার টাকা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী।

টিটাগড় পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান হঠাৎ ইডি দফতরে

উত্তর ২৪ পরগনা, ১৫ নভেম্বর (হি.স.) : টিটাগড় পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রশান্ত চৌধুরী বুধবার সকালে হঠাৎ ইডি দফতরে যান। তিনি জানান, আবার তাঁকে কবে হাজিরা দিতে হবে, তা জানতে গিয়েছিলেন। ইডি আধিকারিকেরা তাঁর সঙ্গে কথাও বলেন।

পুরসভায় নিয়োগ 'দুর্নীতি'র তদন্ত করছে ইডি। তাদের নজরে রয়েছে কলকাতা-সহ রাজ্যের একাধিক পুরসভা। সেই তদন্তের স্বার্থেই টিটাগড়ের প্রাক্তন প্রধানকে ডেকে পাঠিয়েছিল কেন্দ্রীয় সংস্থা।

এর আগে দু'দিন তিনি সল্টলেকের ইডি দফতরে হাজিরা দিয়ে এসেছেন। তাঁর বাড়িতেও তল্লাশি চালানো হয়। বুধবার সকাল ১০টার পর ইডি দফতরে পৌঁছন প্রশান্ত। কিছু ক্ষণ পরে বেরিয়েও আসেন।

জয়নগর প্রসঙ্গে শাসক দলের উদ্দেশে আক্রমণ শানালেন দিলীপ ঘোষ

কলকাতা, ১৫ নভেম্বর (হি.স.) : জয়নগরের ঘটনা প্রসঙ্গে শাসক দলের উদ্দেশে আক্রমণ শানালেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। বুধবার সকালে নিউটাউন ইকোপার্কে প্রাতঃভ্রমণে এসে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হন্য

দিলীপবাবু বলেন, ''উপদ্রুত এলাকায় এখনও কোনও দলকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি, রাজ্যে এই ঘটনা নতুন নয়। নানুর লালগড় সহ একাধিক জায়গায় হয়েছে। সিপিএম এর আমলে হয়েছে। তারপরেও চলছে। নেতারা যাচ্ছেন। ফটো তুলছেন। ঘটনাগুলো কেনও বন্ধ করা যাচ্ছে না? সেটা নিয়ে কেউ ভাবছে? তৃণমূল সেই একই রাজনীতি করছে। নিরীহ মানুষ ঘর ছাড়া। চাপান উতর চলছে। এর পরিবর্তন হবে কি? এগুলি খবর হিসেবে ভালো। কিন্তু মানুষ এভাবে কতদিন মার খাবে?''

৩ দিন ধরে গ্রামছাড়া দোলুইখাঁকির মানুষ। সেই নিয়েও দুঃখ প্রকাশ করেছেন বিজেপি সাংসদ। এই প্রসঙ্গে নিজের দলের নেতা কর্মীদের কথা টেনে এনে তিনি বলেন, '''আপনি ৩ দিন বলছেন? ৩ বছর ধরে আমাদের কত লোক গ্রাম ছাড়া?

হরেকরকম

হরেকরকম
হরেকরকম

ক্যানসারের গবেষণায় “বিজ্ঞানের অস্কার”

পার্কিনসন্স ফাউন্ডেশনের সাম্প্রতিক সমীক্ষায় উঠে এসেছে বিশ্বে এক কোটির বেশি মানুষ এই রোগে আক্রান্ত। অথচ ১৮১৭ সালে চিকিতক জেমস পার্কিনসন্স চিহ্নিত এই রোগ সম্পর্কে দু'দশক আগেও মানুষের ধারণা তেমন ছিল না। বর্তমানে শুধু প্রবীণ নয়, কমবয়সি পার্কিনসন্স আক্রান্তের সংখ্যাও চিন্তার কারণ।

ক্যানসারের মতোই বেড়ে চলেছে এই রোগে আক্রান্তের সংখ্যা। যদিও এর গবেষণা চলেছে নিরন্তর। যার স্বীকৃতি মিলল আন্তর্জাতিক স্তরে। স্বীকৃতি পেয়েছে ক্যানসার থেরাপির গবেষণাও।

২০২৪ সালের ব্রেকথ্রু প্রাইজ ফাউন্ডেশন মূলত পার্কিনসন্স ডিজিজ, কার টি সেল (সিএআর টি, এটি মলিকিউলার জেনেটিক কোডিং) ক্যানসার থেরাপি এবং সিস্টিক ফাইব্রোসিসের গবেষণাকে সম্মান জানাতে আট জন বিজ্ঞানীর নাম ঘোষণা করেছে। বিজ্ঞান ক্ষেত্রে অস্কার মানা হয় এই পুরস্কারকে। আগামী বছরের ১৩ এপ্রিল আমেরিকার লস অ্যাঞ্জেলেসে দেওয়া হবে পুরস্কার। পার্কিনসন্স রোগের ঝুঁকিবাহক জিনকে তাঁদের গবেষণায় চিহ্নিত করে পুরস্কৃত হলেন ইউনিভার্সিটি অব টুবিংএনের স্নায়ুবিজ্ঞানী টমাস গ্যাসার, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অন এজিংয়ের নিউরোজেনেটিসিস্ট অ্যান্ড্রু সিঙ্গলটন এবং ন্যাশনাল হিউম্যান জিনোম রিসার্চ ইনস্টিটিউটের জেনেটিসিস্ট অ্যালেন সিনড্রেনস্কি। পুরস্কার পাচ্ছেন ইউনিভার্সিটি অব পেনসিলভানিয়ার ইমিউনোলজিস্ট কার্ল জুন, মেমোরিয়াল স্লোয়ান ক্যাটারিং ক্যানসার সেন্টারের ইমিউনোলজিস্ট মিশেল স্যাডেলেন। কার্ল এবং মিশেল পুরস্কার পেলেন কার টি সেল ইমিউনোথেরাপির আরও উন্নয়নের গবেষণায়। সিস্টিক ফাইব্রোসিসের চিকিতায় সংমিশ্রিত ওষুধ আবিষ্কার করে পুরস্কৃত হলেন ভার্টেক্স ফার্মাসিউটিক্যালসের গবেষক সাবিন হাদিদা, পল নেগুলেস্কু এবং ফ্রেডরিক ভন গুর।

পার্কিনসন্স রোগের ঝুঁকিবাহক জিনকে চিহ্নিত করার গবেষণা শুরু হয়েছিল অন্য ভাবে। শিশুরোগ চিকিতক অ্যালেন সিনড্রেনস্কি তখন জিনগত বিরল রোগ গোশের নিয়ে গবেষণায় বুঁদ। একটি মাত্র জিন, জিবিএ ওয়ানের গোলমাল কী ভাবে যকৃত প্লীহা এবং অস্থির মতো গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গে থাবা বসাতে পারে, সেটাই আকর্ষণ করেছিল সিনড্রেনস্কিকে। এমন পরিস্থিতিতে সিনড্রেনস্কির কাছে ফোন আসে সহকর্মীর। যিনি এমন এক রোগীর মস্তিষ্ক থেকে টিসু সংগ্রহ করেছিলেন, যাঁর গসার এবং পার্কিনসন্স দু'টিই আছে। মোট তিনটি নমুনা তিনি পাঠান সিনড্রেনস্কিকে। গাড়ির ঝাঁকুনিতে নমুনার লেবেল পড়ে যায়। ফলে কোনটা কোন নমুনা নিশ্চিত হতে সিনড্রেনস্কি এনজাইমের কাজ মাপার সিদ্ধান্ত নেন।

পরে ডিএনএ পরীক্ষায় দেখা যায়, একটি নমুনায় মিউটেড জিবিএ ওয়ান জিনের দু'টি অনুলিপি ছিল। কিন্তু বাকি দু'টি নমুনায় মিউটেড জিবিএ ওয়ান জিনের একটাই অনুলিপি। যা দেখে ৫০ জনেরও বেশি পার্কিনসন্স রোগীর পোস্টমর্টেমে মস্তিষ্কের নমুনা থেকে ডিএনএ বিশ্লেষণ করে দেখেন, ১২ জন জিবিএ ওয়ান মিউটেশন বহন করছেন। ওই সময়েই, অর্থাৎ ২০০২ সালে টমাস গ্যাসার এবং অ্যান্ড্রু সিঙ্গলটন খুঁজছিলেন পার্কিনসন্স রোগের জিনগত সূত্র। যা মিলিত ভাবে গবেষণার দরজা খুলে দেয়।

সিনড্রেনস্কি বলছিলেন, “কেন বিরল রোগ নিয়ে গবেষণা করা হয়, তার এটি উদাহরণ। গবেষণার ফল বিরল রোগের জন্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনই সাধারণ জটিল রোগের ক্ষেত্রেও দৃষ্টান্তমূলক ফলাফল আনতে পারে।”

দীর্ঘ বছর ধরে গবেষণাগারে টি কোষের ভূমিকায় শান দিয়ে তাকে আরও উন্নত করায় ব্যস্ত থেকেছেন জুন এবং স্যাডেলেন। টি কোষ হল রোগপ্রতিরোধ ব্যবস্থার এক দক্ষ সৈনিক। টি সেল রিসেপ্টর (টিসিআর) ক্যানসারের কোষে অ্যান্টিজেন খুঁজে বার করে তাকে আটকে রাখে। সাম্প্রতিক কালে সেল থেরাপির এই চিকিতা নিয়ে চর্চা চলছে। যদিও গত শতাব্দীর নব্বইয়ের দশকে যখন স্যাডেলেন ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজিতে পোস্ট-ডক্টরাল ফেলো হিসেবে যোগ দেন, তখন সেল ইঞ্জিনিয়ারিং নতুন ক্ষেত্র। ক্যানসারের গবেষণায় টি কোষ নজর কেড়েছে বহু পরে। দীর্ঘ গবেষণার ফল দেখে ২০১৭ সালে প্রথম বার এফডিএ অনুমোদন দেয় কিছু ক্ষেত্রে শিশু এবং কমবয়সি লিম্ফোব্লাস্টিক লিউকোমিয়ায় আক্রান্তদের সিএআর টি সেল থেরাপি করার।

অন্য দিকে, সিস্টিক ফাইব্রোসিসের জন্য দায়ী জিনকে ১৯৮৯ সালেই চিহ্নিত করা হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তী দশকে বিজ্ঞানীরা মূলত প্রোটিন চিহ্নিত করেন এবং কী ভাবে ওই জিনের মিউটেশনে প্রোটিনের গঠনে ত্রুটি হচ্ছে, সেটাই তুলে ধরেন। কোষে ত্রুটিপূর্ণ প্রোটিন যথাযথ কাজ না করায় লবণ ও জলের ভারসাম্য নষ্ট হয়। ফলস্বরূপ আঠালো শ্লেষ্মা তৈরি হয়, যা প্যাথোজেনিক ব্যাক্টেরিয়া এবং ভাইরাসের আশ্রয়স্থল হয়। সিস্টিক ফাইব্রোসিস এমন রোগ, যা শরীরের যে কোনও অঙ্গে হতে পারে। তাই গবেষণা দল সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, মুখে নেওয়ার মতো কোনও ওষুধ আনতে হবে, যা সব অঙ্গকে প্রভাবিত করতে পারবে। সেই ত্রুটি সমাধানের পথ খুঁজতে বিজ্ঞানীদের পেরোতে হয়েছে ২০ বছর।

কম বয়সেই বাড়ছে আর্থ্রাইটিসের সমস্যা

প্রতি ৩ জন ব্যক্তির মধ্যে ১ জন আর্থ্রাইটিসের সমস্যায় ভুগছেন। গাঁটের ব্যথা, জয়েন্ট ফুলে যাওয়ার মতো একাধিক হাড়ের সমস্যা দেখা যাচ্ছে। আগে মানুষের ধারণা ছিল, বয়স বাড়লে হাড়ের ক্ষয় হয় এবং সেখান থেকে এই ধরনের সমস্যা জন্ম নেয়। কিন্তু এখন কম বয়সেও মানুষ আর্থ্রাইটিসে ভুগছেন। অল্পবয়সীদের মধ্যে আর্থ্রাইটিসের কারণ মূলত অস্বাস্থ্যকর জীবনধারা। একটানা দীর্ঘক্ষণ বসে থাকা, শারীরিকভাবে সক্রিয় না থাকাই হাড়ের সমস্যা বাড়িয়ে তুলছে। তার সঙ্গে পুষ্টির ঘাটতি রয়েছে। কিন্তু একবার দেহে আর্থ্রাইটিসের সমস্যা দেখা দিলে, তা সহজে পিছু ছাড়তে চায় না। ব্যথা কমানোর জন্য মুঠো-মুঠো পেইনকিলার খেয়েও খুব বেশি লাভ হয় না।

স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, জয়েন্টের ফোলাভাব, গাঁটের ব্যথা, অস্থিসন্ধির নমনীয় দূর করার জন্য রোজের জীবনধারার উপর নজর দিতে হবে। শরীরচর্চার পাশাপাশি খাদ্যতালিকায় জোর দিতে হবে। এতে জয়েন্টের প্রদাহ কমবে এবং হাড় শক্তিশালী হবে। এমনকী আপনার দেহে রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা বাড়বে। কোন-কোন খাবার খেলে আর্থ্রাইটিসের কষ্ট কমতে পারে, রইল টিপস।

পালং শাক: পালং শাক হল সুপারফুড। এই শাকের মধ্যে উচ্চ পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে, যা শারীরিক প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে। পাশাপাশি ব্যথা-যন্ত্রণা থেকেও মুক্তি দেয়। কম বয়সিদের মধ্যে অস্টিওআর্থাইটিসের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে পালং শাক। শাক চচ্চড়ি ছাড়াও বিভিন্ন উপায়ে আপনি পালং শাক খেতে পারেন। তাই এই সবজিকে রাখুন ডায়েটে।

ফ্যাটি মাছ: সামুদ্রিক মাছের মধ্যে তেল পাওয়া যায়। এটি ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিডে সমৃদ্ধ। ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড প্রদাহের সঙ্গে লড়াই করতে এবং গাঁটের ব্যথা কমাতে সাহায্য করে। তাছাড়া সামুদ্রিক মাছের মধ্যে ভিটামিন ডি পাওয়া যায়। এটি হাড়ের স্বাস্থ্য বজায় রাখতে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে।

বাদাম: সকালবেলা এক মুঠো বাদাম খান। আখরোট, পেস্তা, আমন্ড সব রাখুন একসঙ্গে। এসব বাদামের মধ্যে ক্যালশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, ভিটামিন ই, প্রোটিন, ও আলফা-লিনোলেনিক রয়েছে। এগুলো ইমিউনিটি বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। তাছাড়া আখরোটের মধ্যে ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড রয়েছে, যা রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস ও অস্টিওআর্থারাইটিসের ব্যথা কমায়।

রসুন: রসুনের মধ্যে একাধিক স্বাস্থ্য উপকারিতা পাওয়া যায়। রসুন দেহে দীর্ঘস্থায়ী রোগের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে। পাশাপাশি এর প্রদাহ-বিরোধী উপাদান গাঁটের ব্যথা-যন্ত্রণা কমায়। এছাড়া অস্টিওআর্থারাইটিসের উপসর্গকে দূর করে। লেবু জাতীয় ফল: দেহে রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা বাড়িয়ে তুলতে ভিটামিন সি জরুরি। মুসাম্বি লেবু, পাতিলেবু, বাতাবিলেবু, কমলালেবু ইত্যাদির মধ্যে উচ্চ পরিমাণে এই ভিটামিন সি পাওয়া যায়। ভিটামিন সি দেহে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট হিসেবে কাজ করে। এটি আর্থারাইটিসের প্রদাহ এবং জয়েন্টের যন্ত্রণা কমাতে সাহায্য করে।

ডায়াবেটিস থাকবে বশে, মস্তিষ্ক দৌড়াবে কম্পিউটারের মতো, শুধু পান করুন এই বিশেষ দুধ

সুস্থ থাকা আমাদের সকলের কাম্য। তবে বয়স বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে শরীরের নানা সমস্যা দেখা দিতে থাকে। আমাদের স্বাস্থ্য কিন্তু কিছুটা আমাদের হাতেও। কারণ আপনার জীবনধারার উপরই নির্ভরশীল শরীর। সবার আগে এর জন্য নজর দেওয়া প্রয়োজন ডায়েটে। জানেন কি আমাদের রান্নাঘরে এমন অনেক মশলা রয়েছে যা সঠিকভাবে ব্যবহার করলে স্বাস্থ্যের জন্য অনেক উপকার হয়। এমনই একটি মশলা হল দারুচিনি। দুধে দারুচিনি মিশিয়ে পান করলে অনেক রোগ দূরে থাকে। আপনি চাইলে দুধে হলুদ এবং আদাও যোগ করতে পারেন। এই সোনালি দুধ ক্লান্তি ও দুর্বলতা দূর করতে সাহাশ্য করে। সবচেয়ে বেশি উপকার পাবেন দারুচিনির সঙ্গে দুধ মিশিয়ে খেলে। আসুন জেনে নেওয়া যাক এর উপকারিতা

মস্তিষ্ক তীক্ষ্ণ করে:

'মেডিকেল নিউজ টুডে'তে প্রকাশিত একটি রিপোর্ট অনুযায়ী, এই বিশেষ দুধ খেলে মস্তিষ্ক তীক্ষ্ণ হয়। এটি স্মৃতিশক্তিকে তীক্ষ্ণ করে তোলে। দুধে দারুচিনি যোগ করলে এর মস্তিষ্কের কার্য্যক্ষমতা বাড়ে। প্রতিদিন এই দুধ খেলে মানুষের মানসিক স্বাস্থ্যও ভাল থাকে।

কথায় কথায় সব ভুলে যাওয়ার রোগের দাওয়াই কয়েক টুকরো চিজ

গোটা শরীরকে পরিচালনা করে মস্তিষ্ক। কারও ডাকে সাড়া দেওয়া থেকে কোনও জটিল অঙ্কের সমাধান সবের মূলেই রয়েছে মাথা। তাই মস্তিষ্কের কর্মকাণ্ড সচল রাখতে চিকিতকেরা শারীরিক ভাবে সক্রিয় থাকার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। তবে জাপানের একদল গবেষকের সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে উঠে আসা তথ্য বলছে, মস্তিষ্কে স্নায়ুর জটিল রোগ ডিমেনশিয়ার মতো সমস্যা নিয়ন্ত্রণে রাখতে নিয়মিত চিজ খাওয়া জরুরি।

বয়স বাড়লে স্মৃতি লোপ পাওয়া অস্বাভাবিক নয়। তবে নিজের নাম, বাড়ির ঠিকানা, পরিচিত মানুষদের চিনতে না পারার মতো লক্ষণ একেবারেই সাধারণ নয়। মস্তিষ্কের স্নায়ুর জটিল রোগই কারও কারও ক্ষেত্রে মারাত্মক আকার ধারণ করলে এই ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। চিকিতা পরিভাষায় যাকে ডিমেনশিয়া বলা হয়। এই ডিমেনশিয়া আবার বিভিন্ন পর্যায় রয়েছে। সময় বিশেষে যা পার্কিনসন্স বা অ্যালঝাইমার্সের মতো আকার ধারণ করে।

চিকিৎসকেরা বলছেন, মস্তিষ্কের স্নায়ুর এই ধরনের রোগ ঠেকিয়ে রাখা গেলেও তা একেবারে সারিয়ে তোলা প্রায় অসম্ভব। জাপানে ষাটোর্ধ প্রায় দেড় হাজার মানুষের খাবার অভ্যাস এবং জীবনযাপনের ভিত্তিতে করা সমীক্ষা শেষে দেখা গিয়েছে, যাঁরা নিয়মিত চিজ বা পনিরের মতো খাবার খান তাঁদের কগনিটিভ কার্যকারিতা অন্যদের তুলনায় অনেকটাই উন্নত। দুগ্ধজাত খাবারের সঙ্গে মস্তিষ্কের কার্যকারিতার সংযোগের এই বিষয়টি “নিউট্রিশান” পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। গাঁও রিসার্চ সেন্টারের প্রধান গবেষক হানকিং কিম বলছেন, নিয়মিত চিজ, পনিরের মতো দুগ্ধজাত খাবার খেলে মস্তিষ্কের কগনিটিভ কার্যকারিতা উন্নত হয়। তবে এ বিষয়ে নিশ্চিত হতে গেলে আরও বিশদ গবেষণা প্রয়োজন।

কোন উপসর্গ দেখলেই শরীরচর্চা বন্ধ করতে হবে ?

মোটা হলেই শরীরে বাসা বাঁধে হাজারটা অসুখ। তাই চিকিৎসকরা বার বার ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখার পরমার্শ দেন। তাই ইদানীং ভুঁড়ি বাড়লেই সচেতন মানুষ ভিড় জমাচ্ছেন জিমে গিয়ে। চটজলদি ওজন ঝরাতে ভারী ওজন নিয়ে দেদার চলছে শরীরচর্চা। পুজোর আগে তরুণদের মধ্যে শাহরুখ খান, হৃতিক রোশনের মতো “সিক্স প্যাক” বানানোর হিড়িক ওঠে প্রতি বারই।

শরীর বানানোর তাগিদে পাড়ার জিমে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘাম ঝরানো, ফিটনেসবিদের পরামর্শ ছাড়াই মুড়িমুড়কির মতো সাপ্লিমেন্ট খাচ্ছেন কেউ কেউ। কিন্তু শরীরের উপর বাড়তি চাপ দেওয়া কখনওই উচিত নয়।

ফিটনেসবিদেরাও কিন্তু সপ্তাহে পাঁচ-ছ'দিন শরীরচর্চা করার পরামর্শ দেন। এ ছাড়া, শরীরে কিছু অস্বস্তি থাকলেও কিন্তু জিমে যাওয়া বন্ধ করতে হবে। জেনে নিন, কোন কোন শারীরিক অসুবিধা নিয়ে জিমে গেলে হিতে বিপরীত হতে পারে।

১) অফিসের কাজের চাপে রাতে দেরিতে ঘুমোতে যাচ্ছেন আর সকালে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ছেন? দিনের পর দিন ঘুম কম হলে শরীরে এমনিতেই ক্লান্তি আসে। সারা দিন অতিরিক্ত ধকলের পর ক্লান্ত শরীর নিয়ে জিমে না যাওয়াই ভাল।

২) অনেকের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত শরীরচর্চার করলে ঋতুচক্রের উপর তার প্রভাব পড়ে। তাই নির্দিষ্ট সময়ের পরেও ঋতুস্রাব না হলে জিমে যাওয়া কিছু দিনের জন্য বন্ধ করে দেখতে পারেন।

৩) প্রথম ক'দিন জিমে গেলে কিংবা দীর্ঘ দিন পর জিমে গেলে পেশিতে ব্যথা হতে পারে। তবে নিয়মিত জিম করার পর হঠাতকোনও দিন পেশিতে ব্যথা হলে একটু সতর্ক হোন। তখন না যাওয়াই শ্রেয়। বড় কোনও চোট আঘাত লাগলেও জিম থেকে কয়েক দিনের বিরতি নেওয়াই ভাল। এ ছাড়া, পেটে ব্যথা, জ্বর, সর্দি-কাশিতে ভুগলে জিম এড়িয়ে যাওয়াই শ্রেয়। পেটখারাপ কিংবা ডায়েরিয়া হলে শরীর থেকে অনেকটা জল বেরিয়ে যায়, তাই শরীরে জলের ঘাটতি হয়। এ সময়েও জিম এড়িয়ে চলাই ভাল।

৪) আগের রাতে অতিরিক্ত মদ্যপান করলে পরের দিন সকালে শরীরে জলের ঘাটতি হয়, মাথা ঝিমঝিম করে, এই পরিস্থিতি হলে সেই দিনটা জিম থেকে ছুটি নিয়ে নিন। চোট-আঘাত লাগার আশঙ্কা অনেক বেড়ে যায়।

৫) বুকে ব্যথা, হাতে ব্যথা, ঘাড়ে ব্যথার মতো উপসর্গ দেখলে সেই দিন জিমে যাবেন না। এ ছাড়া, নিঃশ্বাস নিতে সমস্যা হচ্ছে, মাথা ভার হয়ে আছে, হৃদস্পন্দন বেড়ে যাচ্ছে এমন সমস্যা হলেই সতর্ক হোন। সেই দিন ভুলেও জিমে যাবেন না।

রাতে ঘুমোনোর আগে কেন কেশর দুধ খাবে

বিরিয়ানি হোক কিংবা ফিরনি রান্নার স্বাদ ও গন্ধ বাড়াতে জাফরান বা কেশরের কোনও তুলনা নেই। সামান্য কেশর যে কোনও খাবারে এনে দিতে পারে বাদশাহি আমেজ। দাম অনেকটা বেশি হলেও এর চাহিদা কম নয়। শুধু স্বাদ নয়, কেশর পুষ্টিগুণেও ভরপুর।

রোজ রাতে গরম দুধে কেশর মিশিয়ে খেলে শরীর চাঙ্গা থাকে। এ ছাড়া, রোজ কেশর চা খেলেও বেশ উপকার পাওয়া যায়। জেনে নিন রোজ নিয়ম করে কেশর খেলে কী লাভ হয় শরীরের।

১) ঋতুঃস্রাব চলাকালীন অনেকের পেটেই অসহ্য যন্ত্রণা হয়। এ ক্ষেত্রে কেশর চা দারুণ আরাম দেয়। দেহে হরমোনের ভারসাম্য রক্ষা করতেও এই পানীয় দারুণ উপকারী।

২) কেশর অ্যান্টি-অক্সিড্যান্টে ভরপুর। অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট শরীর থেকে টক্সিন পদার্থগুলি বার করে দেয়। যখন জলে কেশর মিশিয়ে খাওয়া হয়, তখন পানীয়টি ত্বককে আর্দ রাখতে এবং ত্বকের জেল্লা ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করে। ব্রণ, ত্বকের অন্যান্য সমস্যা থেকে দূরে রাখে।

৩) কেশর হল ক্রোসিন, সাফরানাল এবং পিক্রোক্রোসিনের মতো অ্যান্টি-অক্সিড্যান্টের একটি শক্তিশালী উৎস, যা অনিদ্রার মতো সমস্যাগুলি থেকে মুক্তি দিতে পারে। মানসিক ক্লান্তি দূর করতেও কেশরের তুলনা নেই।

৪) শরীরের বিপাকক্রিয়া বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে এই পানীয়। আর বিপাকক্রিয়া বাড়লেই মেদ কম জমে। তাই পুজোর আগে ওজন কমাতে চাইলে রোজ কেশর চা খেতেই পারেন।

৫) ক্যানসার সৃষ্টিকারী কোষগুলি ধ্বংস করতে কেশর ভীষণ উপকারী। এ ছাড়া, রক্তের শর্করা মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে এবং দৃষ্টিশক্তি বাড়াতেও এই পানীয়টির জবাব নেই।

ভাই ফোঁটা

দীপক রঞ্জন কর

বাঙালির আরেক খুশির পরব
ভ্রাতৃ দ্বিতীয়ায় বোনদের গৌরব ,
যমের দুয়ারে বিছিয়ে কাঁটা
বোনেরা দেয় ভাইকে ফোঁটা।

নতুন বস্ত্রে বসবে আসনে
ভাই-রা সেদিন বোনের
শাসনে,
মঙ্গল ঘট,সাজিয়ে প্রদীপ শিখা
ভাইয়ের কপালে দেয় চন্দন
টিকা।

ভাই বোনের প্রীতির মিলন
ভাইফোঁটার এ আয়োজন।
মিষ্টিমুখ নানাবিধ আহারে
আশীর্বাদ রকমারি উপহারে।
গরিব ধনী সকলের ঘরে
চলে পরব সাধ্য অনুসারে,
কাঁটা দিয়ে যমের দুয়ার
ঘরে ঘরে খুশির জোয়ার।

চলতি বছরে উষ্ণতম গ্রীষ্মকাল কাটাল পৃথিবী

চলতি বছর উষ্ণতম গ্রীষ্মকাল কাটাল পৃথিবী। এই তথ্য সামনে এনেছে আমেরিকার মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা এবং ন্যাশনাল ওশানিক অ্যান্ড অ্যাটমোস্ফিয়ারিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এনওএএ)। তাদের দাবি, এই বছরের জুন থেকে অগস্ট মাস পৃথিবীর উষ্ণতম সময় ছিল। এটাই ছিল উত্তর গোলার্ধে সবচেয়ে উষ্ণ গ্রীষ্মকাল ও দক্ষিণ গোলার্ধে সবচেয়ে উষ্ণ শীতকাল। নাসার অ্যাডমিনিস্ট্রেটর বিল নেলসন বলেছেন, “এই রেকর্ড তাপমাত্রা শুধুমাত্র একটি সংখ্যা নয়। এটি বাস্তবে বিশ্বের ভয়াবহ পরিণতির কথা জানাচ্ছে। আমেরিকা ও কানাডায় দাবানল এবং ইউরোপ ও এশিয়ায় বন্যা হয়েছে। চরম আবহাওয়া বিশ্ব জুড়ে জীবন ও জীবিকাকে বিপন্ন করেছে।” জুন, জুলাই এবং আগস্ট মাসে নাসার রেকর্ডে আগের যে কোনও গ্রীষ্মের তুলনায় এ বার ০.২৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি তাপমাত্রা ছিল। অগস্টের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে ১.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি ছিল। এনওএএ-র প্রধান বিজ্ঞানী সারাহ ক্যাপনিকের আশঙ্কা, “মনে হচ্ছে, সামনের বছরগুলিতে এই সব রেকর্ড ভেঙে যাবে।”

ফ্যাটি লিভারের সমস্যা জানান দেবে পায়ের মাধ্যমে

ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপের মতোই আজকাল ঘরে-ঘরে দেখা দিচ্ছে ফ্যাটি লিভারের সমস্যা। আর এই সমস্যার অন্যতম কারণই হল অনিয়ন্ত্রিত ও অস্বাস্থকর জীবনযাপন। ফ্যাটি লিভার আবার দু'ধরনের অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার ও নন- অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার। অর্থাৎ মদ্যপান করার কারণেও ফ্যাটি লিভারের সমস্যা হতে পারে আবার মদ্যপান না করার কারণেও এই সমসা দেখা দিতেই পারে। কীভাবে বুঝবেন আপনিও ফ্যাটি লিভারের শিকার? বিশেষজ্ঞদের মতে, ফাটি লিভার হলে তা পায়ের পাতার মধ্যে কিছু পরিবর্তনের দ্বারা জানান দেয়। কী সেগুলি? আসুন জেনে নেওয়া যাক-

পায়ের পাতা ফোলা:- পায়ের পাতা ফোলা বা হাঁটার সময় ব্যথা হওয়া একটি সাধারণ সমস্যা। কিন্তু এটি উপেক্ষা করলেই বিপদ। কারণ ফ্যাটি লিভারের সমস্যা হলে পায়ের পাতা ফুলে যায়।

পায়ের পাতা গরম হওয়া:- বেশি হাঁটাহাঁটি করি তখন পায়ের পাতা গরম হয়ে যায়, আবার কেউ-কেউ অনেকক্ষণ জুতো পরে থাকলেও তাঁদের পা গরম হতে থাকে। এটিকে সাধারণ ঘটনা ভেবে এড়িয়ে গেলে হবে না। কারণ এটা ফ্যাটি লিভারের অনতম লক্ষণ।

পায়ের পাতায় চুলকানি:- অনেকসময়ই পায়ের পাতা চুলকায়। তবে এটি সাধারণ নয়, কারণ বিশেষজ্ঞদের মতে, ফ্যাটি লিভার হলেও অনেকসময় এই ধরনের চুলকানির সমস্যা হয়।

পায়ে দৃশ্যমান পুরু শিরা:- অনেকেরই পায়ে নীল-বেগুনি রঙের শিরা দেখা যায়। পায়ের তলাও দেখা দিতে পারে এই ধরনের শিরা। অত্যধিক ইস্ট্রোজেন ক্ষরণের ফলে এমনটা হয়। লিভার কাজ করা বন্ধ করে দিলে শরীরে ইস্ট্রোজেন হরমোন বেড়ে যায়। তাই এমনটা হলে বুঝতে হবে লিভারের সমস্যা হচ্ছে।

পায়ের পাতায় দাগ:- অনেকের পায়ের পাতায় দাগ দেখা যায়। এর মানে হল আপনার শরীরে রক্ত চলাচল ঠিকমতো হচ্ছে না। এর কারণে লিভারের কাজ বন্ধ হয়ে যেতে পারে এবং পায়ে ব্যথা বাড়তে পারে।

দেবাশিস তেওয়ারী'র দুটি কবিতা

মহাজিজ্ঞাসার মুখে

মহাজিজ্ঞাসার মুখে মহানদী মহা-অন্ধকার
মিটিয়ে অন্ধধ্বনি সুর তোলে অবক্ষয় তীরে
দিনান্তের স্মৃতি নিয়ে যদি হাসি আমার কাকার
বেদনা শান্ত হয়, নত হয়, শরীরের শিরে

শিরোনাম নামহীন মহানাম নামাবলী নিয়ে
গাছে গাছে জল দেয় কীর্তনিয়া গৌরাঙ্গ গোঁসাই
মহাপরিচ্ছেদ শেষে মহাপরিচালক চিনিয়ে
আদিগন্ত তুলো ওড়ে, জল খোঁজে ফরমাসের ফাই

এভাবে ব্যস্তদিন মহাদিন দিনাতিদিনের
রথে রথে ঘুরে মরে আলাপন অন্ধকার ধ্বনি
বজরায় টানে না দাঁড় শিবাশিস জানে না মীনের
কোথায় লুকিয়ে থাকে গঞ্জহারা অন্ধের খঞ্জনী

রথী টিপছাপ

বাদকে বাদ দাও, আরে বিবাদ প্রবাদ
আখেরে শ্রীবাদতুল্য প্রথাগত ভেরী
কাঞ্চন কমলবর্ণ তার কোনও নাদ
থাকতে থাকতে গঙ্গা পায় ও-মা তো ভাগেরই

মায়া ভাগে, মায়া ভাগে যাতনার যম
জ্বালাপোড়া ধরে নেয় শরীরের কাদা
শরীর ওজনদরে খেতে চায় না ওম
কোথায়, কখন, কবে রাঁধা ছিল বাধা

বাঁধ ভাঙে বাধাহীন উপচে পড়ে জল
উথলে পড়ে ছোট ছোট ফড়িঙের আয়ু
নবতিবর্ষের শয্যা এখন দূর্বল
কোথায়, কখন, কবে ছিটকে পড়লে বায়ু

খবর গড়বে দেশ শব্দের বিলাপ
রথী ভাসে রতিহীন... রথী টিপছাপ...

মহিলা, কৃষক ও যুবসমাজ-সহ ৪টি অমৃত স্তম্ভের উন্নয়নেই হবে দেশের প্রকৃত প্রগতি : প্রধানমন্ত্রী মোদী

খুন্তি, ১৫ নভেম্বর (হি.স.) : মহিলা, কৃষক ও যুবসমাজ-সহ ৪টি অমৃত স্তম্ভের উন্নয়নেই হবে দেশের প্রকৃত প্রগতি। জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বুধবার ঝাড়খণ্ডের খুন্তি জেলায় জনজাতীয় গৌরব দিবসের বক্তৃতায় প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'অমৃত কাল''-এর আগামী ২৫ বছরে আমরা যদি নিজেদের দেশকে উন্নত করতে চাই, তাহলে আমাদের চারটি ''অমৃত স্তম্ভ''-কে শক্তিশালী করতে হবে। উন্নত ভারতের চারটি ''অমৃত স্তম্ভ'' হল দেশের নারী, দেশের কৃষক, দেশের যুবসমাজ এবং নব্য-মধ্যবিত্ত ও দেশের দরিদ্র মানুষ। এই চারটি স্তম্ভের উন্নয়ন হলেই দেশ উন্নত হবে। এই ''অমৃত স্তম্ভ'' গড়ে তোলার জন্য গত ১০ বছরে যে পরিমাণ কাজ করা হয়েছে, তা আগে কখনও করা হয়নি।'

প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'আজ ভগবান বিরসা মুণ্ডার জন্মবার্ষিকীতে ''বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা''-র সূচনা করা হয়েছে। এই যাত্রা ২০২৪ সালের ২৬ জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে। এই যাত্রা চলাকালীন, সমস্ত সুবিধাভোগীদের কাছে বেশ কয়েকটি প্রকল্প পৌঁছে যাবে। এ জন্য প্রস্তুতি নেওয়া হবে।' প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেছেন, 'বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা একভাবে দেশের দরিদ্র, মা-বোন, যুবক ও কৃষকদের জন্য মোদীর গ্যারান্টি। মোদীর গ্যারান্টি মানেই প্রতিটি গ্যারান্টি পূরণের নিশ্চয়তা।' প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, 'আগের সরকারগুলি শুধু তথ্য যোগ করার কাজ করত। কিন্তু আমি শুধু পরিসংখ্যান যোগ করে বসে থাকতে চাই না, আমি জীবন যোগ করতে চাই, প্রতিটি জীবনে জীবনদান করতে চাই, প্রতিটি জীবনে নতুন আবেগ পূরণ করতে চাই।

এই লক্ষ্য নিয়ে আজ থেকে শুরু হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী জনমন মহা অভিযান। এই মহা অভিযানে ভারত সরকার ২৪ হাজার কোটি টাকা খরচ করতে চলেছে।'

প্রাক্তন সাংসদ সালখন মুর্মু গৃহবন্দী, ঘোষিত কর্মসূচি স্থগিত

জামশেদপুর, ১৫ নভেম্বর (হি.স.) : আদিবাসী সেঙ্গেল অভিযানের জাতীয় সভাপতি এবং প্রাক্তন সাংসদ সালখন মুর্মুকে তার কদমায় বাড়িতে গৃহবন্দী করেছে কদমা থানার পুলিশ। সালখন মুর্মু বলেন, বুধবার ভগবান বিরসা মুণ্ডার জন্মবার্ষিকীতে সাকচিতে ভগবান বিরসার মূর্তির সামনে তাদের দাবিতে চাপ দেওয়ার জন্য শান্তিপূর্ণ অনশনে বসার পরিকল্পনা করেছিল আদিবাসী সেঙ্গেল অভিযান।

পুলিশ তার বাড়ি ঘিরে রেখেছে। তাদের বাড়ি থেকে কোথাও যেতে দেওয়া হচ্ছে না। এই পুরো ঘটনার প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে সালখন মুর্মু বলেন, তার পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচি অনুসারে, সাকচিতে ভগবান বিরসার মূর্তির সামনে শান্তিপূর্ণ অনশনে বসার পরিকল্পনা করেছিল আদিবাসী সেঙ্গেল অভিযান, কিন্তু তার আগেই আমাদের গৃহবন্দী করা হয়েছিল। এই কারণে আমরা আজকের কর্মসূচি স্থগিত করতে বাধ্য হচ্ছি। পুলিশের এই পদক্ষেপ প্রশাসনের নেতিবাচক ও আদিবাসী বিরোধী মনোভাবের পরিচয় দেয়। প্রধানমন্ত্রী যখন ভগবান বিরসা মুণ্ডার মূর্তি ও জন্মস্থানে শ্রদ্ধা জানাতে পারেন, আমরা তা পারি না।

আমিন পাঠান যোগ দিলেন কংগ্রেসে, প্রধানমন্ত্রী মোদীকে কটাক্ষ অশোক গেহলটের

জয়পুর, ১৫ নভেম্বর (হি.স.): আমিন পাঠান যোগ দিলেন কংগ্রেসে, আমিন পাঠান হলেন রাজস্থান সংখ্যালঘু মোর্চা ও রাজস্থান হজ কমিটির প্রাক্তন বিজেপি রাজ্য সভাপতি। বুধবার জয়পুরে রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ও রাজস্থানে কংগ্রেসের ভারপ্রাপ্ত নেতা সুকজিন্দর সিং রান্ধাওয়ার উপস্থিতিতে আমিন পাঠান যোগ দিয়েছেন কংগ্রেসে।

কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার প্রাক্কালে আমিন বলেছেন, 'বিগত ২৫ বছর ধরে, আমি একজন কর্মী, কাউন্সিলর, বিজেপির বিভিন্ন বোর্ডের চেয়ারম্যান হয়েছি। মনে হচ্ছে গুজরাটের কিছু মানুষ এবং শিল্পপতিদের প্রচার করা হচ্ছে, এটা সেই বিজেপি নয়।

এখন অটল বিহারী বাজপেয়ী এবং ভৈরন সিং শেখাওয়াতের মতো নেতা নেই, মনে হচ্ছে বিজেপি নিজ প্রতিশ্রুতি থেকে বিচ্যুত হয়েছে।'

এদিকে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ''মূর্খের সর্দার'' মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেছেন রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট। তিনি বলেছেন, 'এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। প্রধানমন্ত্রীর পদ মর্যাদার অধিকারী... যতই সমালোচিত হয়, ততই মর্যাদা কমে যায়। একজন মানুষ যদি মর্যাদার পদে অধিষ্ঠিত হন, কিন্তু এই ধরনের কথা বলেন, তাঁর কাছ থেকে আপনারা কী আশা করতে পারেন?'

৫ রাজ্যের ভোটেই হারবে বিজেপি : সঞ্জয় রাউত; রাহুলকে বললেন জনপ্রিয় নেতা

মুম্বই, ১৫ নভেম্বর (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ''মূর্খের সর্দার'' মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করলেন উদ্ধব ঠাকরে ঘনিষ্ঠ শিবসেনা সাংসদ সঞ্জয় রাউত। কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীকে ''জনপ্রিয়'' নেতা আখ্যা দিয়ে সঞ্জয় রাউত বলেছেন, ৫ রাজ্যের ভোটেই হারবে বিজেপি। বুধবার সকালে এক সাংবাদিক সম্মেলনে শিবসেনা সাংসদ সঞ্জয় রাউত বলেছেন, 'রাহুল গান্ধী এখন গোটা দেশে জনপ্রিয় এবং বিজেপি পাঁচটি রাজ্যে (রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, তেলেঙ্গানা এবং মিজোরাম) বিধানসভা নির্বাচনে হারতে চলেছে।'

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ''মূর্খের সর্দার'' মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করে সঞ্জয় রাউত বলেছেন, 'তিনি (প্রধানমন্ত্রী মোদী) জানেন তিনিই (রাহুল গান্ধী) ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী হবেন। তাই তাঁকে তিনি ভয় পাচ্ছেন।'

সঞ্জয় রাউত জোর দিয়ে বলেছেন, 'রাহুল গান্ধী এখন গোটা দেশে জনপ্রিয়।'

নেহরুর ভাবনার কড়া সমালোচনায় তথাগত রায়

কলকাতা, ১৫ নভেম্বর (হি.স.) : নেহরুর পুঁজিবাদী ভাবনার করা সমালোচনা করলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়। বুধবার তথাগতবাবু এক্স হ্যাণ্ডেলে লিখেছেন, ‘‘সচিবালয়ের বাবুদের হাতে না দিয়ে যদি শুধুমাত্র শিল্পকে ব্যক্তিগত হাতে ছেড়ে দেওয়া যেত, তাহলে আমরা জার্মানি, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া বা সিঙ্গাপুরের মতো একই অবস্থানে থাকতে পারতাম। নেহরুর ব্যর্থ সোভিয়েত মডেলের অন্ধ ব্যবহার, একত্রে ‘ক্রনি ক্যাপিটালিজম’ (১৯৫০-এর দশকের প্রযুক্তি মরিস এবং ফিয়াট গাড়ি ১৯৮০-এর দশক পর্যন্ত বিড়লা এবং ওয়ালচাঁদ উৎপাদন হয়েছিল) আমাদের তৃতীয় বিশ্বের বিভাগে ফেলে দিয়েছিল। নেহরু ভেবেছিলেন এইচইসি রাঁচি, হিন্দুস্থান শিপইয়ার্ড ভাইজাগ, হিন্দুস্থান স্টিল ইত্যাদি ‘ভবিষ্যতের মন্দির’। কিন্তু এসবের রক্তচোষা রাজকোষ শুকিয়ে গেছে।‘‘

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে আদিবাসী সম্প্রদায়ের বিরাট অবদান রয়েছে : মীনাক্ষী লেখি

নয়াদিল্লি, ১৫ নভেম্বর (হি.স.): আদিবাসী সমাজের অবিসংবাদী নেতা, স্বাধীনতা আন্দোলনের বীর সৈনিক ভগবান বিরসা মুন্ডাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে নমণ করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মীনাক্ষী লেখি। বুধবার সকালে সংসদ ভবন কমপ্লেক্সে ভগবান বিরসা মুন্ডাকে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন মীনাক্ষী লেখি। পরে তিনি বলেছেন, 'ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে আদিবাসী সম্প্রদায়ের বিরাট বড় অবদান রয়েছে।' মীনাক্ষী লেখির কথায়, 'স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় আদিবাসী সম্প্রদায়ের সমস্ত কাজ আমাদের সকলের জন্য গর্বের বিষয়... আদিবাসী সম্প্রদায়ের কাজ সম্পর্কে মানুষকে জানাতে জনজাতি গৌরব দিবস উদযাপন করা হচ্ছে। আদিবাসী সম্প্রদায়ের উন্নয়নের জন্য বেশ কিছু কর্মসূচি ও পরিকল্পনাও শুরু করা হয়েছে।'

জন্মবার্ষিকীতে ভগবান বিরসা মুন্ডাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়, লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা প্রমুখ।

আনন্দপুরের বেসরকারি কলেজের হস্টেল থেকে উদ্ধার তরুণীর দেহ

কলকাতা, ১৫ নভেম্বর (হি.স.) : আনন্দপুরে এক ছাত্রীর রহস্যমৃত্যু হয়েছে। বেসরকারি কলেজের হস্টেল থেকে উদ্ধার হয় তাঁর দেহ। নিহত সাবানা, বোকারোর বাসিন্দা। হেরিটেজ কলেজে বিএ অনার্সের ছাত্রী ছিলেন তিনি। কলেজের হস্টেলে থাকতেন ওই তরুণী। সহপাঠী ছুটিতে থাকায় ওই ছাত্রী একাই ছিলেন হস্টেলে। বুধবার সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ হস্টেল থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার করা হয়। আনন্দপুর থানার পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায়। প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, আত্মঘাতী হয়েছেন তরুণী।

তরুণীর মৃত্যুর কারণ খুঁজতে তাঁর মোবাইল বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। খতিয়ে দেখা হচ্ছে তরুণীর কললিস্ট, মেসেজ। তরুণীর মৃত্যুর খবর তাঁর পরিজনদেরও জানানো হয়েছে। মৃত্যুর কারণ জানতে তরুণীর পরিবারের সঙ্গেও কথা বলছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে খবর, তরুণী পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা নন। তাঁর বাড়ি ঝাড়খণ্ডের বোকারোতে। ভিন্‌রাজ্য থেকে পড়াশোনার সূত্রেই তিনি কলকাতায় এসেছিলেন। কী ভাবে তাঁর মৃত্যু হল, এখনও স্পষ্ট নয়। প্রাথমিক ভাবে অনুমান করা হচ্ছে, তরুণী আত্মহত্যা করেছেন। তবে তাঁর কাছ থেকে কোনও সুইসাইড নোট এখনও পাওয়া যায়নি।

হস্টেলের ঘরে একাই ছিলেন তরুণী। তাঁর ‘রুমমেট’ বাড়ি গিয়েছেন। বুধবার সকাল ৮টার পর তাঁর ঘর বন্ধ দেখে হস্টেল কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন আবাসিকেরা। খবর দেওয়া হয় থানায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় আনন্দপুর থানার পুলিশ।

ভাইফোঁটায় দাদার কাছে আসার সময় বোনকে পিষে দিল ট্র্যাক্টর

বীরভূম, ১৫ নভেম্বর (হি.স.) : বুধবার ভাইফোঁটার সকালে একটি ট্র্যাক্টরের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক মহিলার। তাঁর মাথা পিষে দিয়ে গেল ট্র্যাক্টরের চাকা। ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের নলহাটিতে। ঘাতক ট্র্যাক্টরটিকে আটক করেছে পুলিশ। যদিও ট্র্যাক্টরের চালক পলাতক।

পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতার নাম রীতা সাহু। বীরভূমের মাড়গ্রাম থানার ছোচৌকির বাসিন্দা রীতাকে তাঁর শ্বশুরবাড়ি থেকে বাপের বাড়ি নিয়ে যেতে এসেছিলেন দাদা। ভাইফোঁটার সকালে ভাই-বোন মিলে ঝাড়খণ্ড যাওয়ার পথে দুর্ঘটনা হয়। মিষ্টি কিনে রাস্তা পার করছিলেন বোন। রাস্তার ওপারে মোটরবাইক নিয়ে অপেক্ষায় দাদা কুশেন সাহু। পিছন থেকে বোনের ওপর চড়াও হয় ট্র্যাক্টর। তাতে প্রাণ হারান রীতা। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ওই যুবতীর।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানাচ্ছেন, বীরভূমের নলহাটির রামমন্দিরের কাছে দুর্ঘটনাটি হয়। বোনকে হারিয়ে বাক্‌রুদ্ধ দাদা কিছুই বলতে পারছেন না। বলছেন, বাড়িতে গিয়ে কী বলবেন! কুশেন জানান, তাঁদের বাড়ি ঝাড়খণ্ডের মহেশপুর থানার কানিঝারা গ্রামে। বোনকে নিয়ে তিনি সেখানে যাচ্ছিলেন।

গঙ্গার ঘাটে রাতভর বসে পরিবার, দুই ছাত্রের খোঁজে তল্লাশি জারি

মুর্শিদাবাদ, ১৫ নভেম্বর (হি.স.) : রাতভর গঙ্গার ধারে অপেক্ষার পর সকালেও ঠায় বসে আছেন দুই শিশুর অভিভাবকেরা। এর পর তল্লাশি চালাতে আনা হয় দুই ডুবুরিকে।

স্থানীয় সূত্রে খবর, মঙ্গলবার দুপুরে মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ান পুরসভা ছয়ঘড়িয়া এলাকার ২ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা সাব্বির শেখ এবং এনায়েত শেখ নামে দুই বালক গঙ্গার ধারে খেলছিল। পরে ঘাটে পোশাক খুলে সাঁতারে নামে দু'জন। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানাচ্ছেন, উল্টো স্রোতের টানে ভেসে গিয়েছে দু'জন। তাদের চেষ্টা করেও উদ্ধার করা যায়নি। সাবির এবং এনায়েত দু'জনেই তৃতীয় শ্রেণির পড়ুয়া।

ত্রিবেণীসঙ্গমে স্বামীর অস্থি বিসর্জন দিয়ে বাড়ি ফেরা হল না স্ত্রীর

বাজারিছড়া (অসম), ১৫ নভেম্বর (হি.স.) : প্রয়াগরাজের ত্রিবেণী সঙ্গমে স্বামীর অস্থি বিসর্জন দিয়ে আচমকা অসুস্থ হয়ে বৈকুণ্ঠধামে গমন করেছেন স্ত্রী। অপ্রত্যাশিত এই ঘটনায় গোটা লোয়াইরপোয়া এলাকা শোকে ভেঙে পড়েছে।

জানা গেছে, গত বছর রোগাক্রান্ত হয়ে নিজের বাড়িতে মারা গিয়েছিলেন করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত হাতিখিরা গ্রাম পঞ্চায়েতের কড়িখাই সিলিং এলাকার বাসিন্দা ফণীন্দ্র নাথ।

রেখে গিয়েছিলেন স্ত্রী সুপ্রভা নাথ, তিন কন্যা, এক পুত্র পার্থ সহ বহু গুণমুগ্ধকে। দিন-কয়েক আগে প্রয়াত ফণীন্দ্র নাথের অস্থি বিসর্জন সহ গয়ায় পিণ্ডদান এবং তীর্থ ভ্রমণের উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হয়েছিলেন স্ত্রী সুপ্রভা নাথ ও পুত্র পার্থ নাথ।

ট্রেনে করে তাঁরা প্রথমে যান উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজে। সেখানে ত্রিবেণী সঙ্গমে প্রয়াতের অস্থিদান করেন শনিবার দুপুরে। পরে সেখান থেকে গয়া এবং চলে যান বৃন্দাবনে।

বৃন্দাবনে বাঁকেবিহারী মন্দির দর্শন করে বেরিয়ে আসার সময় আচমকা পেটে ব্যথা অনুভব করেন প্রয়াত ফণীন্দ্রবাবুর স্ত্রী সুপ্রভা নাথ।

সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে সেখানকার একটি সরকারি হাসপাতালে নিয়ে ভরতি করেন তীর্থসঙ্গী পুত্র পার্থ।

কিন্তু চিকিৎসাধীন অবস্থায় সোমবার দুপুরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন সুপ্রভাদেবী।

পরে মৃতদেহ বাড়িতে আনার জন্য ব্যবস্থা করেন এলাকার বিধায়ক কৃষেন্দু পাল এবং স্থানীয় কয়েকজন সজ্জন ব্যক্তি।

বুধবার দুপুরের দিকে অ্যাম্বুলেন্সে করে প্রয়াত সুপ্রভা নাথের মৃতদেহ বাড়িতে আসে।

এতে কান্নার রোল পড়ে মৃতার বাড়িতে।

এদিনই স্থানীয় শ্মশানে প্রয়াতার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে।

ভগবান বিরসা মুণ্ডার গাঁথা প্রতিটি দেশবাসীকে অনুপ্রেরণায় পূর্ণ করে : মোদী

খুন্তি, ১৫ নভেম্বর (হি.স.): আদিবাসী সমাজের অবিসংবাদী নেতা, স্বাধীনতা আন্দোলনের বীর সৈনিক ভগবান বিরসা মুন্ডাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে নমণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বিরসা মুন্ডাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, জনজাতীয় গৌরব ও সংগ্রামের প্রতীক ভগবান বিরসা মুণ্ডার গাঁথা প্রতিটি দেশবাসীকে অনুপ্রেরণা দিয়ে পূর্ণ করে। ঝাড়খণ্ডের প্রতিটি প্রান্ত এমন মহান ব্যক্তিত্ব, তাঁদের বীরত্ব এবং পরিশ্রমের সঙ্গে জড়িত। ভগবান বিরসা মুন্ডার জন্মদিনটি বুধবার দেশজুড়ে জনজাতীয় গৌরব হিসাবে পালিত হয়েছে। উপজাতীয় অধিকারের প্রতি তাঁর নির্ভীক চেতনা এবং উৎসর্গ প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করে চলেছে।

বুধবার সকালে রাঁচিতে ভগবান বিরসা মুন্ডা মেমোরিয়াল পার্ক ও ফ্রিডম ফাইটার মিউজিয়াম পরিদর্শন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সঙ্গে ছিলেন ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন, কেন্দ্রীয় উপজাতি বিষয়ক মন্ত্রী অর্জুন মুন্ডা এবং ঝাড়খণ্ডের রাজ্যপাল সিপি রাধাকৃষ্ণনও। এরপর প্রধানমন্ত্রী পৌঁছন ভগবান বিরসা মুণ্ডার জন্মস্থান উলিহাতু গ্রামে। সেখানে তিনি ভগবান বিরসা মুণ্ডার মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। নরেন্দ্র মোদীই দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে উলিহাতু গ্রাম সফর করলেন।

খুন্তিতে আয়োজিত এক অনুষ্ঠান থেকে প্রধানমন্ত্রী এদিন ''বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা'' এবং প্রধানমন্ত্রী বিশেষ করে দুর্বল আদিবাসী গোষ্ঠী উন্নয়ন মিশনের সূচনা করেন। এছাড়াও পিএম-কিশান-এর অধীনে ১৫-তম কিস্তির প্রায় ১৮ হাজার কোটি টাকা প্রদান করেছেন। পাশাপাশি ৭,২০০ কোটি টাকা মূল্যের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'আজকের দিন সৌভাগ্যে ভরপুর। আমি সবেমাত্র ভগবান বিরসা মুণ্ডার জন্মস্থান উলিহাতু থেকে ফিরে এসেছি। তাঁর পরিবারের সঙ্গেও খুব মনোরম কথা হয়েছে। সেই পবিত্র মাটি আমার কপালে লাগানোর পরম সৌভাগ্য আমারও হয়েছে। আমি ভগবান বিরসা মুন্ডা মেমোরিয়াল পার্ক এবং ফ্রিডম ফাইটার মিউজিয়াম দেখার সুযোগও পেয়েছি। আজ থেকে দুই বছর আগে এই মিউজিয়ামটি দেশকে উৎসর্গ করার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার।

আমি আদিবাসী গৌরব দিবসে সমস্ত দেশবাসীকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই।' প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'আজ ঝাড়খণ্ডের এই পুণ্যভূমি থেকে শুরু হতে চলেছে দু''টি ঐতিহাসিক অভিযান। বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা, যা সরকারের লক্ষ্য পূরণের একটি মাধ্যম হয়ে উঠবে। বিলুপ্তির দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকা আদিবাসীদের রক্ষা ও ক্ষমতায়ন করবে প্রধানমন্ত্রী উপজাতি ন্যায়বিচার মহা অভিযান।'

পরিবারতান্ত্রিক রাজনীতি ও দুর্নীতিই কংগ্রেসের পরিচয় : অনুরাগ ঠাকুর

বিলাসপুর, ১৫ নভেম্বর (হি.স.): কংগ্রেসের আবারও সমালোচনা করলেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর। বুধবার ছত্তিশগড়ের বিলাসপুরে কংগ্রেসের সমালোচনা করে অনুরাগ সিং ঠাকুর বলেছেন, 'পরিবারতান্ত্রিক রাজনীতি ও দুর্নীতিই কংগ্রেসের পরিচয়।' অনুরাগ এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেছেন, 'যেখানে দুর্নীতি, সেখানেই কংগ্রেস সরকার। এখন যখন তাঁরা রাজস্থান এবং ছত্তিশগড়ের জনসাধারণের কাছে উত্তর দিতে পারছে না, তখন তাঁরা নত হয়ে গিয়েছে এবং অপমানজনক মন্তব্য করছে।'

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর আরও বলেছেন, 'মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেল বেশ কয়েকটি কেলেঙ্কারি ও দুর্নীতি করেছেন এবং ১৭ নভেম্বর তাঁকে ছত্তিশগড়ের জনসাধারণের কাছে জবাব দিতে হবে। এরপর তাকে কারাগারে যেতে হবে এবং আদালতেও জবাব দিতে হবে।' কংগ্রেস শাসিত রাজ্যে মহিলাদের প্রতি অপরাধ বেড়েই চলেছে বলেও দাবি করেছেন অনুরাগ। তাঁর কথায়, 'ছত্তিশগড়, রাজস্থানে কংগ্রেস সরকারের আমলে মহিলাদের প্রতি অপরাধ গগণচুম্বী। আমি ভাই এবং বোন (রাহুল গান্ধী এবং প্রিয়াঙ্কা গান্ধী) উভয়কেই প্রশ্ন করতে চাই, যখন তাঁদের দলের সরকারের অধীনে মহিলাদের উপর অত্যাচার এবং তরুণদের বেকার করে রাখা হয়েছিল তখন তাঁরা কোথায় ছিলেন?'

বাংলা বিজেপি-র সমালোচনায় ফের বিজয়বর্গীয়কে তোপ তথাগতর

কলকাতা, ১৫ নভেম্বর (হি.স.) : পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি-র নৈরাশ্যবাদী পরিস্থিতির কড়া সমালোচনা করতে গিয়ে এ রাজ্যে বিজেপি-র প্রাক্তন কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক কৈলাশ বিজয়বর্গীয়কে তোপ দাগলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।

তথাগতবাবু লিখেছেন, ‘‘যে ব্যক্তি পশ্চিমবঙ্গ বিজেপিতে অর্থ ও নারীর সংস্কৃতি রোপণ করেছেন, তিনি দৃশ্যত ইন্দোরে জয়ের পথ গাইতে চাইছেন... 'ইয়ে বন্ধন তো প্যায়ার কা বন্ধন হ্যায়'! পশ্চিমবঙ্গে বিজেপিকে অবশ্যই এর অবশিষ্টাংশের শেষ ফোঁটা থেকে পরিষ্কার করতে হবে - এবং আমি তাঁকে কুকুর বলতে চাই না।’’

প্রসঙ্গত, পশ্চিমবঙ্গে গত বিধানসভা ভোটে সময়কালের কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক কৈলাশ বিজয়বর্গীয় চলতি পর্যায়ের বিধানসভা ভোটে ইন্দোর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী হয়েছেন। তাঁর সঙ্গে আগেই তথাগতবাবুর মনোমালিন্য প্রকাশ্যে আসে।

একটি কুকুরের মুখের সঙ্গে সাদৃশ্য হিসাবে বিজয়বর্গীয়র মুখকে পেশ করেছিলেন তথাগতবাবু।

এদিনে মন্তব্যের সঙ্গেও তথাগতবাবু কুকুরের সঙ্গে বিজয়বর্গীয়র সেই বিতর্কিত ছবি যুক্ত করেছেন।

পারিবারিক বিবাদের জেরে স্ত্রীকে কুপিয়ে খুন, পলাতক অভিযুক্ত স্বামী

মালদ, ১৫ নভেম্বর, (হি.স.): পারিবারিক বিবাদের জেরে স্ত্রীকে ছুরি দিয়ে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার রাতে ঘটনাটি ঘটে পুখুরিয়া থানার শিমলা এলাকায়। ঘটনার পর থেকে অভিযুক্ত স্বামী পলাতক। দেহটি ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুখুরিয়া থানার পুলিশ। মৃত গৃহবধূর নাম সুপ্রিয়া সিংহ ওরফে দীপা (৩৫)। বাড়ি রতুয়ার মণিপুরে।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় ১১ বছর আগে রতুয়ার মুনচা এলাকার বাসিন্দা সুজিত সিংহের সঙ্গে বিয়ে হয় সুপ্রিয়ার। তাঁদের একটি পুত্র সন্তান রয়েছে। অভিযোগ, গত তিন বছর ধরে সুপ্রিয়া বাড়ি যাননি। তিনি মালদা শহরের একটি বিউটি পার্লারে কাজ করতেন। এ নিয়ে পরিবারে অশান্তি লেগেই থাকত।

কালীপুজোর রাতে সুপ্রিয়া ছেলেকে নিয়ে পুজো দিতে বাবার বাড়িতে যান। সেখানেই স্বামীর সঙ্গে দেখা হয় তাঁর। মঙ্গলবার সুপ্রিয়া শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার বদলে ছেলেকে নিয়ে মালদা শহরে ফিরছিলেন। সেই সময় সুজিত ছুরি দিয়ে সুপ্রিয়াকে একাধিক কোপ মারে বলে অভিযোগ। তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে আড়াইডাঙা গ্রামীণ হাসপাতাল ও পরে মালদা মেডিক্যালে নিয়ে আসা হয়। কর্তব্যরত চিকিৎসকরা সুপ্রিয়াকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

মৃত বধূর শাশুড়ি মিনতি সিং বলেন, 'জ্যাঠতুতো ভাই বিহার থেকে আমাদের ফোনে জানায় মেলাতে আমার বউমাকে ছুরি মেরেছে ছেলে। ছোটো বাচ্চা থাকা সত্ত্বেও গত তিন বছর ধরে সংসারে আগ্রহী ছিল না বউমার। সংসার ছেড়ে বাবার বাড়িতে থাকতে শুরু করে সে। পরে সেখান থেকে অন্য এক জায়গায় চলে যায়। আজ ছেলে বউমাকে ফোন করে ডেকেছিল নাকি বউমা নিজেই নিজের বাড়িতে জিনিসপত্র নিতে গিয়েছিল, তা জানা নেই। চিকিৎসকরা বলছেন বউমা মারা গিয়েছে।' পুখুরিয়া থানার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত স্বামীর খোঁজ চলছে। এই ঘটনায় এখনও পরিবারের তরফে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়নি। এই ঘটনার সঙ্গে বিবাহ বর্হির্ভূত সম্পর্কের যোগ থাকতে পারে বলে মনে করছেন তদন্তকারী অফিসাররা।

জলপাইগুড়ি জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের ওপর হামলা

জলপাইগুড়ি, ১৫ নভেম্বর (হি.স.) : জলপাইগুড়ির ধূপগুড়ি থানার ধীরেন দোকান এলাকায় এশিয়ান হাইওয়েতে চাঁদার জুলুমবাজি ঠেকাতে গিয়ে মাথা ফাটল খোদ অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের। মঙ্গলবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে। নেতাজি সংঘ ও পাঠাগারের একাংশ সদস্য পুলিশের ওপর প্রাণঘাতী হামলা চালিয়েছে বলে অভিযোগ। অভিযুক্তদের চিহ্নিত করতে ঘটনার তদন্ত চলছে।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার রাতে ধীরেন দোকান এলাকায় নেতাজি সংঘ ও পাঠাগারের পুজোর অনুষ্ঠান চলছিল। অনুষ্ঠান চলাকালীন ওই ক্লাবের একাংশ সদস্য এশিয়ান হাইওয়েতে গাড়ি থামিয়ে চাঁদা তুলছিল। যার জেরে সড়কে যানজট হয়। যানজটে আটকে যায় জলপাইগুড়ির অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (গ্রামীণ) ওয়াংদেন ভুটিয়ার গাড়ি। সুপারের নিরাপত্তারক্ষী গাড়ি থেকে নেমে বিষয়টি দেখতে গেলে যুবকরা তাঁর ওপর চড়াও হয়। নিরাপত্তারক্ষীকে মারধর করা হয়। বেগতিক বুঝে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার নিজেই গাড়ি থেকে নেমে আসেন।

অভিযোগ, সেই সময় আচমকাই যুবকের দল এএসপিকে পেছন থেকে মাথায় আঘাত করে। এতে পুলিশ কর্তার মাথা ফেটে গলগল করে রক্ত বের হতে থাকে। তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে ধূপগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। যুবকেরা এএসপির গাড়িতেও হামলা চালিয়েছে বলে অভিযোগ। ঘটনার জেরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। র‍্যা ফ ও পুলিশ বাহিনী নামানো হয়েছে এলাকায়।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

মুখ্যমন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর** পর্যন্ত দেশের জনজাতি অধ্যুষিত বিভিন্ন জেলা পরিক্রমা করবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ক'ষিমন্ত্রী রতনলাল নাথ, জনজাতি কল্যাণমন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা, সমবায়মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া, মুখ্যসচিব জে কে সিনহা, পুলিশের মহানির্দেশক অমিতাভ রঞ্জন ও জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের সচিব এল টি ডার্লং। অনুষ্ঠানে জনজাতি সম্পদায়ের পাঁচজন বরিষ্ঠ প্রতিনিধি মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা:) মানিক সাহাকে ঐতিহ্যবাহী রিসা পড়িয়ে সম্মাননা 'াপন করেন।

রবীন্দ্র ভবনে তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তর এবং জনজাতি কল্যাণ দপ্তর আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, সরকারি ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্প ও পরিষেবা সমূহের সুবিধা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যোগ্য সুবিধাভোগীদের কাছে পৌঁছে দিতে বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা ও প্রতি ঘরে সুশাসন ২.০ অভিযানের সূচনা করা হয়েছে। যোগ্য সুবিধাভোগীদের কাছে সরকারি প্রকল্প ও পরিষেবার সুফল সুনিশ্চিত করতে বর্তমান রাজ্য সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। প্রধানমন্ত্রীর 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস ও সবকা প্রয়াস' এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অ'লগুলির সক্রিয় অংশগ্রহণে সরকারের ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্পগুলির মাধ্যমে স্যানিটেশন সুবিধা, আবশ্যক আর্থিক পরিষেবা, এলপিজি সংযোগ, দরিদ্র অংশের জনগণের জন্য আবাসন, খাদ্য নিরাপত্তা, সঠিক পুষ্টি, নির্ভরযোগ্য স্বাস্থ্য পরিষেবা, বিশুদ্ধ পানীয়জল, গুণগত শিক্ষা ইত্যাদি মৌলিক সুযোগ-সুবিধা প্রদানে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সরকার মিশন মুডে নিরন্তর কাজ করে চলেছে। সমাজের অন্তিম ব্যক্তি পর্যন্ত সুযোগ-সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার পাশাপাশি প্রাপ্য সুবিধা এবং বিভিন্ন সুযোগ সম্পর্কে জনসচেতনতা সুনিশ্চিত করতে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।সরকারি বিভিন্ন প্রকল্প ও পরিষেবার সুফল পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যেই 'বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা' কর্মসূচির মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আজ থেকে শুরু হচ্ছে দেশব্যাপী এই অভিযান। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই অভিযান কর্মসূচির উদ্দেশ্য হল, যোগ্য অথচ এখনও পর্যন্ত যারা বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের আওতায় সুবিধা লাভ করতে পারেননি, তাদের চিহ্নিত করে সেই প্রকল্পগুলোর সুবিধা পৌঁছানো।পাশাপাশি প্রকল্পগুলির মাধ্যমে উপক'ত সুবিধাভোগীদের কাছ থেকে তাদের ব্যক্তিগত অভি'তার ভাব বিনিময় ও যোগ্য সুবিধাভোগীদের বিস্ত'ত বিবরণ সংগ্রহের মাধ্যমে তালিকাভুক্ত করাও এই অভিযানের উদ্দেশ্য। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমাদের রাজ্যেও আজ থেকে বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা শুরু হচ্ছে।একই সাথে আজ থেকে প্রতিঘরে সু-শাসনের দ্বিতীয় পর্যায়ের অভিযান শুরু হচ্ছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের কাছে সরকারের বিভিন্ন পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া। অনুষ্ঠানে তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের সচিব ড. প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী বলেন, রাজ্য সরকারের উদ্যোগে আজ জনজাতীয় গৌরব দিবস, বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা এবং প্রতি ঘরে সুশাসন ২.০-র অভিযান এই তিনটি কর্মসূচির সূচনা করা হয়েছে। আজ থেকে আগরতলার স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে ৩ দিনব্যাপী জনজাতীয় গৌরব দিবস উদযাপন করা হবে। এ উপলক্ষে নানা কর্মসূচি যেমন, স্বসহায়ক দলের উৎপাদিত পণ্যের প্রদর্শনী, আলোচনাচক্র, সাংস্ক'তিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। পাশাপাশি আজ থেকেই বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা ও প্রতি ঘরে সুশাসন ২.০ অভিযান একই সঙ্গে চলবে। তথ্য দপ্তরের সচিব বলেন, বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা ও প্রতি ঘরে সুশাসন অভিযানের মূল উদ্দেশ্য হলো যারা এখনও কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা গ্রহণ করেননি তাদের চিহ্নিত করে সুবিধা প্রদান করা। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পগুলি সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্পের তথ্য সম্বলিত পোস্টার নিয়ে বেশ কয়েকটি ভ্যানগাড়ি রাজব্যাপী ঘুরে বেড়াবে।

রাজ্যপাল

● **প্রথম পাতার পর** উপলক্ষ্যে ভ্রাম্যমান প্রচার বাহন প্রান্তিক জনপদের মানুষকে সরকারি প্রকল্প ও পরিষেবা সম্পর্কে সচেতন করবে। রাজ্যের সমস্ত অঞ্চলের মানুষ এই সংকল্প যাত্রায় সরকারি প্রকল্প ও পরিষেবার সুযোগ সম্পর্কে অবহিত হতে পারবেন। ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠানের পর রাজ্যপাল জেলাশাসক কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে জেলাশাসক এবং বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকদের সাথে জেলার বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি নিয়ে এক সভায় মিলিত হন। সভায় বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ জেলার উন্নয়ন কর্মসূচি নিয়ে বিস্তৃত তথ্য রাজ্যপালের কাছে তুলে ধরেন। সভায় বিভিন্ন দপ্তরের উন্নয়ন কর্মসূচি বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করা হয়। আলোচনা করতে গিয়ে রাজ্যপাল বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে আধিকারিকদের আরও দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে হবে। গ্রামের উন্নতি করতে হলে গরীব অংশের মানুষের কাছে বিভিন্ন সরকারি সুযোগ সুবিধা পৌঁছে দিতে হবে। প্রাণীপালনে গ্রামীণ এলাকার মানুষকে আরও বেশী করে উৎসাহিত করতে হবে। তিনি বলেন, ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিভিন্ন স্কলারশিপ সঠিক সময়ে তাদের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। ছাত্রাবাসগুলি সঠিকভাবে পরিচালনা করতে হবে। গ্রামবাসীদের জন্য স্বাস্থ্য পরিষেবা, পানীয় জল, বিদ্যুৎ, সড়ক যোগাযোগ, প্রভৃতি কর্মসূচি দ্রুত রূপায়ণের জন্য তিনি আধিকারিকদের নির্দেশ দেন। তিনি জানান, এই জেলার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি পর্যালোচনা করতে তিনি আবার আসবেন। রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নান্নু আজ ধলাই জেলা সার্কিট হাউসে পৌঁছালে জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে তাঁকে গার্ড অব অনার দেওয়া হয়। জেলাশাসক ড় সিদ্ধার্থ শিব জয়সবাল, পুলিশ সুপার অভিনাশ রাই এবং অন্যান্য আধিকারিকগণ রাজ্যপালকে স্বাগত জানান।জেলাশাসক কার্যালয়ের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ধলাই জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি অনাদি সরকার, বিধায়ক শম্ভুলাল চাকমা, রাজ্যের মুখ্য সচিব জে কে সিনহা, আমবাসা পুর পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপার্সন গোপাল সূত্রধর, কমলপুর নগরপঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন প্রশান্ত সিনহা, রইস্যাবাড়ি বিএসি'র চেয়ারম্যান প্রদীপ কুমার জমাতিয়া, দুর্গাচৌমুহনী পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সম্পা দাস, আমবাসা বিএসি'র চেয়ারম্যান পরিমল দেববর্মা, ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের জনপ্রতিনিধিগণ, ধলাই জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক বিশ্বজিৎ পাল ও জেলার বিভিন্ন ব্লকের বিডিওগণ।

রাজীব

● **প্রথম পাতার পর** সংগ্রামে অবদান এবং জনজাতি স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অবদানকে সম্মান দেওয়ার উদ্যোগ নেন। তাঁর প্রতিফলনে বীরসামুন্ডার জন্মদিনটিকে জনজাতি গৌরব দিবস হিসাবে ঘোষণা করেন। জনজাতি স্বাধীনতা সংগ্রামীকে দীর্ঘদিন সম্মান দেখানো হয়নি। সেদিকে লক্ষ্য রেখে প্রধানমন্ত্রী জনজাতি সমাজের আর্থিক, সামাজিক উন্নয়নের জন্য এবং অধিকার দেওয়ার জন্য নানান ধরনের কর্মসূচী হাতে নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। এদিনের অনুষ্ঠানে একথা বলেছেন সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সহ-সভাপতি তাপস ভট্টাচার্য, সম্পাদক অমিত রক্ষিত সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। এদিন জনজাতি গৌরব দিবস উপলক্ষ্যে দুইজন জনজাতি শিল্পীকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। পরবর্তী সময়ে প্রদেশ নেতৃত্ব এক জনজাতির বাড়িতে ভোজন করেন। তারপর তারা এলাকার খোঁজখবর নেন স্থানীয় নেতৃত্বদের কাছ থেকে।

সতর্কতা

● **প্রথম পাতার পর** ৠই দ্রাঘিমাংশের কাছে সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। বিশাখাপত্তনম (অন্ধ্রপ্রদেশ) থেকে প্রায় ৫১০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে, পারাদ্বীপ (ওড়িশা) থেকে ৬৫০ কিলোমিটার দক্ষিণ-দক্ষিণপূর্বে এবং দীঘা (পশ্চিমবঙ্গ) থেকে ৭৯০ কিলোমিটার দক্ষিণে ওই নিম্নচাপ অবস্থান করছে।

মৌসম বিভাগের অনুমান, এই নিম্নচাপ প্রাথমিকভাবে উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তারপর উত্তর-উত্তরপশ্চিম দিকে এবং ১৬ নভেম্বর সকালে অন্ধ্র প্রদেশ উপকূলে পশ্চিম মধ্য বঙ্গোপসাগরে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবে। তারপরে, এটি উত্তর-উত্তরপূর্ব দিকে ফিরে আসবে এবং ১৭ নভেম্বর সকালে ওড়িশা উপকূলে উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে এবং ১৮ নভেম্বর সকালে উত্তর ওড়িশা-পশ্চিমবঙ্গ উপকূলে পৌঁছাবে। এর প্রভাবে ১৬ থেকে ১৮ নভেম্বরের মধ্যে ত্রিপুরায় বিচ্ছিন্ন ভারী বৃষ্টিপাত সহ অনেক জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হতে পারে। মৌসম বিভাগ তাই ১৬ নভেম্বর দক্ষিণ জেলায় এবং ১৭ ০ ১৮ নভেম্বর সারা ত্রিপুরায় হলুদ সতর্কতা জারি করেছে।

"নাবালিকাকে অপহরণের চেষ্টা", রণক্ষেত্র হাওড়া

কলকাতা, ১৫ নভেম্বর (হি.স.) : ফের রণক্ষেত্র হাওড়া। এবার নাবালিকাকে অপহরণের চেষ্টার অভিযোগে তুলকালাম পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় এই জেলায়। জগৎবল্লভপুরে অপহরণের চেষ্টার অভিযোগে চলে বাইক ভাঙচুর।

হাওড়া জগৎবল্লভপুরের বুধবার সকাল এগারোটা নাগাদ এক ব্যক্তি রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় এলাকার একটি মেয়েকে বাইকে করে তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল বলে সন্দেহ। তাকে স্থানীয় মানুষজন ধরে বেধড়ক মারধর করেন এবং ওই ব্যক্তির বাইক ভাঙচুর করে রাস্তার পাশে নয়নজলিতে ফেলে দেয়। এই ঘটনার জেরে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় জগৎবল্লভপুর থানার পুলিশ ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় জগৎবল্লভপুর থানায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই ব্যক্তির নাম মুকেশ কুমার সানি। বাড়ি বিহারে। তিনি এখন জগৎবল্লভপুরের বড়গাছিয়া এলাকায় থাকেন। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানিয়েছে পেশায় মার্বেল মিস্ত্রি মুকেশ ওই মেয়েটিকে সীতাপুরে যাওয়ার রাস্তা কথা জিজ্ঞাসা করেছিল। মেয়েটি ভয় পেয়ে চিৎকার করলে পরিস্থিতি বদলে যায়। উত্তেজিত জনতা তাকে হাতেনাতে ধরে বেধড়ক মারধর করে। এর পেছনে কোনও খারাপ উদ্দেশ্য আছে কিনা তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। তাকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ।

অতীতে নানা ইস্যুতে একাধিকবার উত্তাল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে হাওড়ায়। হকার উচ্ছেদ ঘিরে, কখনও আবার রামনবমীর মিছিলকে কেন্দ্র করেও রণক্ষেত্র পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে এই জেলায়। তবে গত বছর দিল্লির বিজেপি নেত্রী নুপুর শর্মার বিতর্কিত মন্তব্য ঘিরেও উত্তেজনা ছড়িয়েছিল হাওড়ায়। আর এবার আরও একবার রণক্ষেত্রের আকার ধারণ করল হাওড়া।

দলে ঢুকতে মরিয়া শোভন, মমতাকে বাগে আনতে বান্ধবীকে নিয়ে গেলেন কালীঘাটে

কলকাতা, ১৫ নভেম্বর (হি.স.) : তৃণমূল থেকে একদা দূরে সরে থাকা শোভন চট্টোপাধ্যায়কে এবারও দেখা গেল কালীঘাটের বাড়িতে। সঙ্গে ছিলেন বান্ধবী বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়ও। এই মুহূর্তে তাঁরা সক্রিয় রাজনীতিতে নেই। কিন্তু ষোল আনা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে রয়েছেন। এই বার্তা আরও একবার স্পষ্ট করে দিলেন শোভন চট্টোপাধ্যায়। সাফ জানালেন, "মমতাদির বিরুদ্ধে চক্রান্ত হলে কলিজা দিয়ে রক্ষা করব।"

সকলের মাঝে নজর কাড়ল শোভন-বৈশাখীর উপস্থিতি। প্রতি বছরই এই দিনে শোভন চট্টোপাধ্যায়ের এখানে আসা বাধাধরা ব্যাপার। মাঝে অবশ্য এতে ভাঁটা পড়েছিল। তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে চলে গিয়েছিলেন প্রাক্তন মেয়র। দলে প্রত্যাবর্তনের পর আবার ভাইফোঁটায় 'দিদি'র বাড়ি যাওয়া নিয়মে এসে দাঁড়িয়েছে। এবছরও তিনি গেলেন ভাইফোঁটা নিতে। স্নেহের 'কানন'কে ফোঁটা দিলেন মমতা। কপালে চন্দনের টিপ পরালেন বৈশাখীকেও। উপহার বিনিময়, গল্পগুজবের পর সেখান থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শোভন চট্টোপাধ্যায় বারবারই বুঝিয়ে দিলেন, তিনি মমতার পাশে আছেন, থাকবেন। শুধুমাত্র রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর দলের সৈনিকদের আঘাত করা হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলে শোভন চট্টোপাধ্যায়ের বার্তা, "মমতাদির বিরুদ্ধে চক্রান্ত হলে, আমার মতো বাংলার বহু মানুষ নিজেদের কলিজা দিয়ে সব কিছুকে রক্ষা করবে। পরিকল্পিতভাবে যদি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দুর্বল করার চেষ্টা হয়, তাহলে বাংলার প্রভূত ক্ষতি হবে। মমতাদি পশ্চিমবঙ্গের উপর বটবৃক্ষের মতো ছায়া দিয়ে রেখেছেন। এই ছায়া যাতে কেউ কোনওভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করতে না পারে, তার জন্য আমি সবসময় তৈরি ছিলাম, এখনও আছি।"

'হিংসার' বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ', জয়নগর নিয়ে বার্তা রাজ্যপাল বোসের

কলকাতা, ১৫ নভেম্বর (হি.স.) : খুন, খুনের বদলা খুন এবং তারপর আগুন-ভাঙচুর-লুঠপাট। জয়নগরের ঘটনার ৪৮ ঘণ্টা পার। এবার হিংসার বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের বার্তা দিলেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস।

এখনও জয়নগর এলাকায় ভয়ের পরিবেশ। তৃণমূল নেতার খুনের ঘটনাতেই একজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। খুনে অভিযুক্তকে প্রকাশ্যে পিটিয়ে মারা অথবা সিপিএম কর্মী, সমর্থকদের বাড়িতে ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ, লুঠপাটের ঘটনায় অভিযুক্তরা এখনও অধরা। এই পরিস্থিতিতে বুধবার রাজভবনে সংবাদমাধ্যমের জন্য বক্তব্য রাখলেন রাজ্যপাল।

রাজ্যপাল বলেন, 'আইন আইনের পথে চলবে, রাজভবনও তার কর্তব্য পালন করবে। হিংসার বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নিতে হবে। শুধুমাত্র আইনি ব্যবস্থা নয়, সামাজিক পদক্ষেপ নিতে হবে। হিংসা বাংলার রাজনীতিকে প্রভাবিত করছে। এই হিংসার সংস্কৃতিকে বন্ধ করতেই হবে। আগুন লাগানো, হুমকি দেওয়া এগুলো সব অপরাধের অংশ। অপরাধের পরিবেশ এই রাজ্যের কিছু জায়গায় আছে।""

প্রসঙ্গথ, সোমবার অগ্নিগর্ভের চেহারা নেয় দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগরের বামনগাছি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা। বাইকে চেপে আসা দুষ্কৃতীদের গুলিতে খুন হন বামনগাছি অঞ্চল তৃণমূলের সভাপতি এবং স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামী সইফুদ্দিন লস্কর। বাঙালবুড়ি মোড়ে তৃণমূল নেতাকে গুলি করতেই, দুষ্কৃতীদের পিছু ধাওয়া করে কয়েকজন। ৫০০ মিটার দূরে, একজনকে ধরে ফেলে তারা। ভাইরাল হয় সেই সময়কার ভিডিও। সাহবুদ্দিন শেখ নামে এক অভিযুক্তকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ ওঠে স্থানীয়দের বিরুদ্ধে। বামনগাছির বাঙালবুড়ি মোড়ে যখন খুনোখুনি চলছে, ঠিক সেই সময় ৫ কিলোমিটার দূরে দলুয়াখাকি গ্রামে শুরু হয় তাণ্ডবলীলা। গ্রামবাসীদের দাবি, খুনে খবর ছড়াতেই, বেছে বেছে সিপিএম সমর্থকদের ঘরে তাণ্ডব চালানো হয়। আধঘণ্টার মধ্যেই খবর আসে, একের পর এক বাড়িতে আগুন লাগাচ্ছে দুষ্কৃতীরা। এমনকী দমকলকেও আটকে দেওয়া হয়। এই ঘটনার ৪৮ ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও এখনও থমথমে পরিস্থিতি।

ফের নাটক নিয়ে বিতর্ক, "ব্যারিকেড"-এ নিষেধাজ্ঞা নবদ্বীপ পুরসভার

নদিয়া, ১৫ নভেম্বর (হি.স.) : ২৩ জানুয়ারি নবদ্বীপের রবীন্দ্র সাংস্কৃতিক মঞ্চে মঞ্চস্থ হওয়ার কথা ছিল উৎপল দত্তের লেখা দেবেশ চট্টোপাধ্যায়ের নির্দেশিত নাটক 'ব্যারিকেড'। নাটকটি মঞ্চস্থ হওয়ার আগেই বাধা। বুধবার প্রকাশ্যে এসেছে খবরটি। এর পর থেকেই ক্ষোভ জমছে নাট্যপ্রেমীদের মনে। প্রশ্ন উঠছে, সংস্কৃতির মঞ্চে তবে কি রাজনীতি? ফের কি তবে শাসকের রোষের মুখে সংস্কৃতি?

নবদ্বীপ পৌরসভার তরফে মৌখিক ভাবে জানানো হয়েছে, নাটকটি মঞ্চস্থ করা যাবে না। নাটকটি প্রযোজনার দায়িত্বে ছিল 'চাকদহ নাট্যজন'। বাতিল করা হয়েছে সব শো। 'ব্যারিকেড' নাটকে সম্মতি মেলেনি পৌরসভার, দাবি নাট্য সংস্থার। 'নবদ্বীপ সায়ক সাংস্কৃতিক সংগঠন'-এর কর্ণধার সুমিতমোহন রায় জানান, পৌরসভা থেকে তাদের মৌখিক ভাবে জানানো হয়েছে, সে সময়ে বইমেলা চলবে। তাই নাটক মঞ্চস্থ করা যাবে না।

এই ঘটনায় খুবই বিরক্ত 'চাকদা নাট্যজন'-এর সম্পাদক সুমন পাল। সমাজমাধ্যমের পাতায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তিনি। নাটক পরিবেশনে স্থগিতাদেশ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে নাট্যব্যক্তিত্ব দেবেশ চট্টোপাধ্যায় বলেন, "কেন বেছে বেছে আমার নাটকগুলোকে টার্গেট করা হচ্ছে আমি বুঝতে পারছি না। ব্যারিকেড ফ্যাসিস্ট বিরোধী একটি নাটক। এখানে সরকারের রোষের কি আছে?" তিনি মনে করিয়ে দিলেন, এমন ঘটনা এই প্রথম নয়। সুমন তাঁর ফেসবুকের পাতায় লিখেছেন, "বার বার আঘাত নেমে আসছে। আমরা খুব বিব্রত এবং অশান্তিতে আছি। কোনও ভাবে অশুভ শক্তি আমাদের এই থিয়েটারের উপরে নজরদারি চালাচ্ছে।" আমাদের জানানো হয়েছে, "ব্যারিকেড" নাটকটি করা যাবে না। এও জানানো হয়, অন্য নাটক হতে পারে। তাই আমাদের প্রশ্ন, "উৎপল দত্তের আরও বেশ কয়েকটি নাটক এই বঙ্গে নিয়মিত অভিনয় হচ্ছে। তাহলে ব্যারিকেড বন্ধ করার কারণ কি রাজনৈতিক না অন্য কিছু? আমাদের মতন একটি দলের কাছে এই আঘাত আমাদের চলার পথে এক ভয়ঙ্কর পরিণতি ডেকে নিয়ে আসছে। কিন্তু আমরা কোনভাবেই 'ব্যারিকেড'-এর মতন নাটক বন্ধ করতে রাজি নই। আমাদের অন্যান্য প্রযোজনার পাশাপাশি ব্যারিকেড নাটকটির অভিনয় করে যেতে চাই। চাকদহ নাট্যজনের পক্ষ থেকে আপামর মানুষের কাছে আমাদের এই প্রশ্ন। আশা করি আপনারা আমাদের সঠিক পথ দেখিয়ে দেবেন।"

তবে, নবদ্বীপে শো বাতিল হওয়া প্রসঙ্গে সেখানকার পুরসভার চেয়ারম্যান বিমানকৃষ্ণ সাহা জানিয়েছেন, এই বিষয়ে তিনি কিছুই জানেন না। প্রসঙ্গত, গত ২ নভেম্বর, শহিদ মিনারে সরকারি কর্মচারীদের ডিএ আন্দোলনের মঞ্চে শিক্ষা দুর্নীতির প্রতিবাদে 'জগাখিচুড়ি' নামে একটি নাটক করে, 'চাকদহ নাট্যজন'। তার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে কল্যাণী পুরসভার পক্ষ থেকে ই-মেল করে ওই নাট্যগোষ্ঠীর 'ঋত্বিক সদন'-এর সব বুকিং বাতিল করে দেওয়া হয়।

বাবুল সুপ্রিয়কে কে মনে রেখেছে, তোপ দিলীপ ঘোষের

কলকাতা, ১৫ নভেম্বর, (হি.স.): বিজেপি সাংসদ দিলীপ ঘোষের নিশানায় প্রাক্তন বিজেপি নেতা ও বর্তমান তৃণমূল মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়। বালিগঞ্জের তৃণমূল বিধায়কের বিজেপি যোগের জল্পনা তৈরির হওয়ায় তাঁকে পালটা কটাক্ষ করেন দিলীপ ঘোষ। মঙ্গলবার বাবুল সুপ্রিয়র পোস্ট সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক বলে উল্লেখ করে বাবুলকে তীব্র কটাক্ষ করেন বিজেপি নেতা।

বুধবার সকালে নিউটাউন ইকোপার্কে প্রাতঃভ্রমণে এসে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হন বিজেপি সাংসদ দিলীপ ঘোষ। তিনি বলেন, "আমি কাউকে টার্গেট করি না। ওঁর কী প্রাসঙ্গিকতা আছে? কোনও দিন ছিল? বিজেপি ওকে মন্ত্রী বানিয়েছিল। এখানে এসে ভাষণ দিত। দলের জন্য ও কি করেছে?"

দিলীপবাবু বলেন, "আমাদের এতো কর্মী মার খেয়েছে। কারও বাড়ি গিয়েছে? কাউকে দুটো পয়সা দিয়ে সাহায্য করেছে? দিলীপ ঘোষের সঙ্গে লড়াই করতে আসবেন না। দিলীপ ঘোষ মাটিতে দাঁড়িয়ে লড়াই করেছে। এখনও করছে। আপনি করে খাচ্ছেন। নিজের সুবিধার জন্য অন্য পার্টিতে চলে গেছেন। কাল আবার অন্য পার্টিতে চলে যাবেন। ওকে কে মনে রেখেছে? যে পার্টির নেতা, সেই পার্টি এলাকায় ঢুকতে দেয় না।'

যুবকের

● **আটের পাতার পর** জানিয়েছেন, আজিজুর তাঁর সেজো ছেলে। আজিজুরের স্ত্রী ও দুই নাবালক সন্তান রয়েছে। সেজো ছেলেই সংসার খরচ চালাতেন। এলাকায় কোনও কাজ না পেয়ে সপ্তাহ দুয়েক আগে দিল্লিতে টাওয়ারের কাজে গিয়েছিলেন আজিজুর। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ফোন মারফত পরিবারের লোকজন জানতে পারেন, কর্মরত অবস্থায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে টাওয়ার থেকে পড়ে যান আজিজুর। পরে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসক। সেখানে ময়নাতদন্তের পর বুধবার দুপুরে আজিজুরের কফিনবন্দি দেহ মালদার উদ্দেশে পাঠানো হয়। বৃহস্পতিবার কাঞ্চননগর গ্রামে তাঁর দেহ এসে পৌঁছোনোর কথা। মৃত আজিজুরের স্ত্রীর জন্য বিধবাভাতা ও বিডিওকে বলে আবাস যোজনা প্রকল্পে একটি পাকা ঘর দেওয়ার ব্যবস্থা খুব শীঘ্রই করার আশ্বাস দিয়েছেন রতুয়া পঞ্চায়েত প্রধান শেখ আবু সায়েব বিলু।

হোমের বিরুদ্ধে

● **প্রথম পাতার পর** চিকিৎসক দেখা করেননি রোগীর পরিবারের সাথে। রোগীর পরিবারকে একবার রোগী দেখতে দেওয়া হলে তারা রোগীর অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক দেখেন। তখন দায়িত্বপ্রাপ্ত স্বাস্থ্যকর্মীদের সাথে কথা বলা হলে তারা জানান অপারেশন সফল হয়েছে। চিন্তার কোন কারণ নেই। কিছুক্ষণ পর রোগী কথা বলতে পারবে।

কিন্তু রাত বারোটা বাজার পর রোগীর পরিবার আবারো স্বাস্থ্য কর্মীদের কাছে জানতে চায় রোগী কথা বলবে কিনা। কিন্তু স্বাস্থ্যকর্মীদের কাছ থেকে তখন আর কোন সাড়া মেলেনি রোগীর পরিবারের। যথারীতি রোগীর পরিবার নার্সিংহোম থেকে বের হয়ে পাশেই একটি বাড়িতে রাত কাটাতে যায়। ভোর চারটা নাগাদ বাড়িতে এসে ডাকাডাকি শুরু করে নার্সিংহোমের কয়েকজন কর্মী। এবং রোগীর পরিবারকে বলা হয় রোগীর অবস্থা সংকটজনক। জিবি হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। তাৎক্ষণিক নার্সিংহোমে ছুটে এসে রোগীর পরিবার লক্ষ্য করে খুকু রানী রায় আর নেই। তখনও হাসপাতালে স্বাস্থ্যকর্মীরা বলছিলেন রোগীকে জিবি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য। কিন্তু রোগীর পরিবার ততক্ষণে বুঝে যায় রোগীর মৃত্যু হয়েছে আরো অনেক আগেই। তারপর থানায় খবর দিলে পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। রোগীর পরিবারের সদস্যের অভিযোগ অনুযায়ী কর্তব্যরত চিকিৎসকের নাম ডাঃ অমিত কুমার সিং তাদের আরো অভিযোগ রোগীর সার্জারি করার পর কর্তব্যরত চিকিৎসকের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলে কথা বলার সুযোগ পায় নি পরিবারের সদস্যরা। রোগীর পরিবার পুলিশের কাছে অভিযোগ জানায় ভুল চিকিৎসার কারণে মৃত্যু হয়েছে রোগীর। পরে মৃতদেহ নিয়ে আসা হয় জিবি হাসপাতালের মর্গে। মৃতদেহ ময়না তদন্তের পর বুধবার পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু গোটা ঘটনায় হাসপাতালের পরিষেবার উপর আঙ্গুল তুলেছেন রোগীর পরিবার। নার্সিং হোমের গাফিলতিতেই মৃত্যু হয়েছে রোগীর পরিবারের সদস্যদের এমনই অভিযোগ। ঘটনার সুষ্ঠ তদন্ত মূলে শাস্তির দাবি জানিয়েছেন পরিবারের সদস্যরা। ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে রোগীর পরিজনদের মধ্যে।

বিরাট

● প্রথম পাতার পর ব্যাটে সেঞ্চুরি হওয়ার পর সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানালেন সচিন তেন্ডুলকর নিজে। যাঁর দখলে এতদিন ছিল এই রেকর্ড। ইডেন গার্ডেনে নিজের ৩৬তম জন্মদিনে একদিনের ক্রিকেটে ৪৯ তম শতরান স্পর্শ করেছিলেন কোহলি। বুধবার বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে করলেন ৫০ তম শতরান। উল্লেখ্য, বিরাট কোহলির পর সেমিফাইনালে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে দুর্দান্ত সেঞ্চুরি করেছেন শ্রেয়াস আয়ারও।

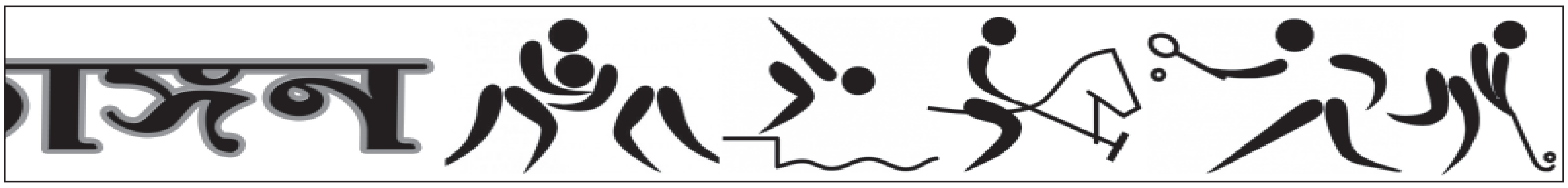

আগরতলা ক্লাব আয়োজিত একদিবসীয় ভলিবলে চ্যাম্পিয়ন বরক ইউনাটেড

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ নভেম্বর।।চ্যাম্পিয়ন হলো বরক ইউনাটেড। তীব্র উত্তেজনাপূর্ণ ফাইনালে মেলাঘরের বিড়ম্মা কালীবাড়িকে পরাজিত করে। আগরতলা ভলিবল ক্লাব আয়োজিত একদিবসীয় ভলিবল প্রতিযোগিতায়।
বুধবার উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামের সামনের ভলিবল কোটে হয় আসর। নেশা মুক্ত অভিযানকে সামনে রেখে। তাতে অংশ নিয়েছিলো ১৫ টি দল। ফাইনালে বরক ইউনাটেড ২-০ সেটে পরাজিত করে মেলাঘরের বিড়ম্মা কালীবাড়িকে। এর আগে প্রথম সেমিফাইনালে মেলাঘরের বিড়ম্মা কালীবাড়ি ২-১ সেটে মানি কিককে এবং বরক ইউনাটেড ২-১ সেটে সিক্স স্টারকে পরাজিত করে। আসরকে ঘিরে ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য্য করা গেছে। ফাইনাল শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার কার্যকরি কমিটির সদস্য অরূপ গোস্বামী এবং বিকাশ দেববর্মা।
আসরের চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স দলকে প্রাইজমানি বাবদ দেওয়া হয় যথাক্রমে ২ এবং ১ হাজার টাকা। রাজ্য ভলিবল সংস্থার কার্যকরি সচিব চন্দন সেন এখবর জানান। আসর সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হওয়ায় তিনি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

NOTICE INVITING TENDER

On behalf of the Governor of Tripura sealed cover Tender are invited in plain paper for sale of 01 No. condemned Maruti Gypsy "AS IS WHERE IS BASIS".
2, The willing bidders may collect detailed information including Terms & Conditions from the office of the Commandant, 2TM Bn TSR, R.K. Nagar on free of cost basis from 16/11/2023 to 23/11/2023 on any working day during office hours on submission of a. prayer on plain paper, Last date of submission of tender/ quotation is upto 1600 hours on 25/11/2023 and will be opened on same day at 1700 hrs.

ICA/C-3134/23
(Naryan Roy Choudhru)
Commandant
2nd Bn Tripura State Rifles

CORRIGENDUM

Due to un-avoidable circumstances the tender having Tender Id: 2023_CEDWS_43211_1 [DNIT No- 79/DNYeT/EE/DWS/BLN/2023-24] published in the website www.tripuratenders.gov.in on 18.10.2023 against PNIeT No. 18/PNIeT/EE/DWS/BLN/2023-24 circulated vide this office Memo. No. F.7(10)/EE/DWS/BLN/8987-9034, Dt.: 17.10.2023 is hereby cancelled.

FOR & ON BEHALF OF
THE GOVERNOR OF
TRIPURA.

ICA/C-3140/23
Executive Engineer
DWS Division Belonia
Belonia, South Tripura

Government of Tripura
an Department of Fisheries
Cordially invites you to the launching ceremony of the project
"PROMOTION OF CAGE CULTURE IN DUMBUR RESERVOIR AND OTHER BIG WATER BODIES OF TRIPURA"
on
17" November, 2023 (12:00 PM)
at
Narkelkunja, Gandatwisa, Dhalai District
Sri Sudhangshu Das
Hon'ble Minister, Fisheries, ARDD & SCW Department, Government of Tripura
has kindly consented to be the Inaugurator
In presence of
Sri Rebati Tripura
Hon'ble MP, East Tripura (ST) Parliamentary Constituency
Chief Guest
Sri Rajesh Tripura
Hon'ble Executive Member, Fisheries & ARDD, TTAADC
Special Guest of Honour
Smt. Nandita Debbarma (Reang)
Hon'ble MLA, 44-Raima Valley (ST) A.C.
Special Guest of Honour
Sri Bhumika Nanda Reang
Hon'ble MDC, 8-Ganganagar, TTAADC
Special Guest
Sri B. S. Mishra
Principal Secretary, Fisheries, ARDD & SCW Department, Govt. of Tripura
Special Guest
, Dr. BK. Das
Director, ICAR-CIFRI, Barrackpore, Kolkata
Special Guest
Sri Loken Das
General Manager, NABARD, Tripura
Special Guest
Sri Pradip Jamatia
Chairman, BAC, Raishyabari R. D. Block will preside over the programme

ICA/D-1278/23
Director of Fisheries

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO- 16/EE/DWS/AGT-11/2023-24
Dated 10-11-2023

The Executive Engineer, DWS Division-II, Agartala, West Tripura invites the Single Bid percentage rated e- tender from the approved and i oe Contractors/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/Central & State Sector for the works as detailed below .

Sl. No.	Name of Work with DNIe-T No.	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Bid Fee
1	Retrofitting scheme under JJM for Mohanpur PWD(DWS) Sub-Division, Mohanpur /SH: Extension of Pipeline and providing FHTC in/c other allied works etc. under different existing scheme for saturation of FHTC during the year 2023-24 (Gr-II).. DNIe-T No: 72/DNIeT/EE/DWS/AGT-II/2023-24.	₹.29,56,064.00	₹.59,121.00	180 (One hundred eighty) days.	₹.1,000.00
2	Maintenance of different schemes under RWS/RIDF/ARWS/NRWP/ SH Providing fitting fixing of electrical equipments for smooth running of DTW and SBDTW schemes under DWS Sub-Division, Badharghat during the year 2023-24. (Gr-II) DNIe-T No: 73/DNIeT/EE/DWS/AGT-II/2023-24.	₹.9,68,789.00	₹.19,376.00	90 (Ninety)days.	₹.1,000.00
3	Operation & running maintenance of different ARWS/RWS/NRDWP/RIDF/JJM Retrofitting schemes under Mohanpur Municipal Council/SH:Mtc. of leakages in the C.I, D.I & PVC pipeline, removal of deposited clouded iron from the existing C.I, D.I & PVC pipeline/ Lifting Lowering of different burnt/disordr Submersible pump motor set (DTW & SBDTW) along with column assembly/ Repairing and maintenance of electrical features/Repairing, maintenance and complete rewinding of damaged pump and burnt submersible motor (DTW & SBDTW) in/c other allied works during the year 2023-24 GP-II. DNIe-T No: 74/DNIeT/EE/DWS/AGT-II/2023-24.	₹.6,47,055.00	₹.12,941.00	90 (Ninety)days.	₹.1,000.00
4	Maintenance of different schemes under JJM/NRDWP/ARWS/RWS/RIDF / SH Lifting & Lowering of different capacity of burnt/disordr Submersible pump motor sets of existing SBDTW schemes along with column assembly and other related works within Dukli RD Block under the DWS Sub-Division Badarghat during the year 2023-24 (Gr-III).. DNIe-T No: 75/DNIeT/EE/DWS/AGT-II/2023-24.	₹9,69,362.00	₹ 27,387.00	120 (one hundred twenty) Days	₹.1,000.00
5	Retrofitting Schemes under RWS/RIDF/ARWS/NRDWP/JJM under the Jurisdiction of DWS Sub-Division, Badharghat/ SH: Constrcution of FHTC Puesa Plat Form (500 Nos.) and extention of pipe line including other allied works etc of different DTW Schemes during the year 2023-24 (Gr. No.-III) 2ND CALL. DNIe-T No: 43/DNIeT/EE/DWS/AGT-II/2023-24.	₹ 37,02,096.00	₹ 74,042.00	120 (One Hundred & eighty) Days	₹.1,000.00
6	Operation & running maintenance of different ARWS/RWS/NRDWP/RIDF/JJM Retrofitting schemes under the jurisdiction of DWS Sub-Division, Badharghat/ SH: Washing of deposited clouded iron from the existing C.I, D.I & PVC pipe line, sluice valve mtc., leakage repairing, replacement of required fittings in/c other allied works during the year 2022-23 (Group-II) 2ND CALL. DNIe-T No: 59/DNIeT/EE/DWS/AGT-II/2023-24.	₹9,99,102.00	₹ 19,982.00	90 (ninety) Days	₹.1,000.00
7	Maintenance of ARWS/RWS/NRDWP/RIDF etc. schemes under PWD (DWS) Division, Agartala-II/SH: Hiring of 1 (one) No. Maruti (EECO) with petrol driven vehicle for 1 (One) year to performing official duties for superintending Engineer under the officer of the Chief Engineer, PWD(DWS), P.N.Complex, Gurkhabasti, Agartala during the year 2023-24 2nd call DNIe-T No: 62/DNIeT/EE/DWS/AGT-II/2023-24	₹. 5,71,000.00	₹.11,420.00	365 (Three Hundred and Sixty) Five Days)	₹.1,000.00

Starting date and Time for Document Downloading and Bidding w-e-10/11/2023 at 18.00 hours.
Last date and Time for Document Downloading and Bidding-04/12/2023 upto 15.00 hours.
Date and Time for Opening of Bid-04/12/2023 up to 15.30 hours..
This detailed press notice & bid documents for the work can be seen on website i nders.gov.in as well as office of the undersigned at free of cost. The bid can only be submitted after uploading the mandatory
scanned documents as specified in this tender document on the e-Procurement website

For and owbehalf of the Governor of Tripura
(Er. D. Dasgupta)
Executive Engineer
DWS Division, Agartala-II
Agartala, West Tripura

ICA/C-3130/23

অনূর্ধ-১৯ কোচবিহার ট্রফি : চন্ডিগড়ে প্রস্তুত ত্রিপুরা, প্রথম ম্যাচ আগামীকাল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ নভেম্বর।। চন্ডিগড় ম্যাচের প্রস্তুতি শুরু করলো ত্রিপুরা। বুধবার ওই রাজ্যের সেক্টল ১৬ মাঠে হয় অনুশীলন। সকালে প্রায় ৩ ঘন্টা। ১৭ নভেম্বর মরশুমে ত্রিপুরার প্রথম প্রতিপক্ষ চন্ডিগড়। ১৭-২০ নভেম্বর হবে ম্যাচটি। অনূর্ধ-১৯ কোচবিহার ট্রফি ক্রিকেটে। দ্বীপজয় দেবের নেতৃত্বাধীন ২২ সদস্য ত্রিপুরা দল চন্ডিগড়ে পৌঁছার পর এদিন সকাল থেকেই চূড়ান্ত প্রস্তুতি শুরু করে দেন। বৃহস্পতিবার শেষ প্রস্তুতি সেরে নেবেন দেবাংশু দত্ত-রা।
এদিন শুরুতে কন্ডিশনিং, মাঝে ফিল্ডিং এবং শেষে নেটে দীর্ঘসময় ব্যাটিং প্র্যাকটিস সেরে নেন সপ্তজিৎ দাস-রা। মরশুমে প্রতিটি আসরে ত্রিপুরার ব্যাটসম্যানদের চূড়ান্ত ব্যর্থতায় হারতে হয়েছে ত্রিপুরাকে। এবারের আসরে যাতে ওই ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয় সেদিকে বিশেষ নজর দিয়েছেন কোচ ডি ভিনসেন্ট বিনয় কুমার। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থীআকর কর্তারাও বিশ্বাস করেন ৪ দিনের ওই আসরে ব্যাটসম্যান-রা স্বমহিমাঐয় ফিরবেই। আসরে নাগপুরের ২৪ নভেম্বর দ্বিতীয় প্রতিপক্ষ বিদর্ভ, গোয়ার সেনগুইমে ১ ডিসেম্বর ত্রিপুরার প্রতিপক্ষ গোয়া, ৮ ডিসেম্বর থেকে প্রতিপক্ষ মুম্বাই এবং ১৫ ডিসেম্বর থেকে প্রতিপক্ষ পাঞ্জাব।
শেষ দুটি ম্যাচ ত্রিপুরা খেলবে আগরতলায়। রাজ্য দলের ক্রিকেটাররা হলো : দ্বীপজয় দেব (অধিনায়ক এবং উইকেট রক্ষক), দেবাংশু দত্ত (সহ অধিনায়ক এবং উইকেট রক্ষক) দীপঙ্কর ভাটনগর, প্রীতম দাস, শশীকান্ত বিন, অভিক পাল, প্রিয়াঙ মিত্র, সপ্তজিৎ দাস, আয়ুষ অনিল দেবনাথ, ধৃতিমান নন্দী, দেবজিৎ সাহা, শায়ন সাহা, সম্রাট বিশ্বাস, অর্কজিৎ রায়, রাকেশ রুদ্রপাল, বিশাল সিনহা, আজহারউদ্দিন আহম্মেদ, দ্বীপায়ন দাস, সুমিত যাদব, দেবতনু পাল, তন্ময় সরকার, আকাশ রায়। দলের সঙ্গে সাপোর্ট স্টাফ হিসেবে রয়েছে কোচ: ডি ভিনসেন্ট বিনয় কুমার, সহকারি কোচ: জয়ন্ত দেবনাথ, অনুপম দে, ট্রেণার উত্তম দে, ফিজিও রাজেশ কুমার মোদক এবং ভিডিও অ্যানালাইসিস্ট শুভেন্দু ভট্টাচার্য, ম্যানেজার কাম অবজারভার জয়দেব সাহা, লজিস্টিক ম্যানেজার নারায়ণ শীল।

এশিয়ান টেনিসে তুইজিলাং সেমিতে আসর জমজমাট, আগামীকাল সমাপ্তি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ নভেম্বর।। রাজ্য ক্রীড়া জগতে দারুন খবর। ত্রিপুরার তুইজিলাং এশিয়ান টেনিসের সেমিফাইনালে।
আন্তর্জাতিক পদক জয়ের অনেকটা কাছাকাছি পৌঁছে গেছে ত্রিপুরার তুইজিলাং দেববর্মা। টেনিস জগতে ত্রিপুরার নাম উজ্জ্বল করা নক্ষত্র সোমদেব দেববর্মনের পর তুইজিলাং-এর নাম-ই বলতে হবে, যে আন্তর্জাতিক আসরে এতটুকু উঁচুতে উঠতে পেরেছে। স্টেট টেনিস কমপ্লেক্স, মালঞ্চ নিবাস ও দশরথ দেব স্পোর্টস কমপ্লেক্সে টেনিস কোর্টে অনুষ্ঠিত ২য় এশিয়ান অনূর্ধ ১৬ র‍্যাঙ্কিং টেনিস টুর্নামেন্ট ২০২৩-এ বয়েজ সিঙ্গলস ইভেন্টের কোয়ার্টার ফাইনালে ত্রিপুরার প্রতিভাবান ছেলে তুইজিলাং দেববর্মা শীর্ষ বাছাইকে কুপোকাত করে কোয়ার্টার ফাইনালে জিতে সেমিফাইনালের ছাড়পত্র ছিনিয়ে নেয়।
এশিয়ান আসরে অবাছাই তুইজিলাং দেববর্মা বিপুল স্থানীয় সমর্থনের মাঝখানে আত্মবিশ্বাসী দেখাচ্ছিলো, কারণ সে ৯০ মিনিটেরও বেশি সময় নিয়ে শীর্ষ বাছাই নিশীথ আরিমিলিকে ৬-৩ ও ৬-২-এ আধিপত্য বিস্তার করে। তুইজিলাং দেববর্মা আগামীকাল সেমিফাইনালে তৃতীয় বাছাই তেজস রবির মুখোমুখি হবে, যিনি অগ্নিব বরদলুইকে ৬-০ ও ৬-০ তে হোয়াইটওয়াশ করেছে। গার্লস সিঙ্গলস বিভাগের সেমিফাইনালে আজ, বুধবার দ্বিতীয় শীর্ষ বাছাই আকৃতি নারায়ণ সোনকুসারে, ড্রয়ে শীর্ষ বাছাই অর্ণবী দেবনাথকে সরাসরি ৬-৪ ও ৬-৩ ব্যবধানে পরাজিত করে।
ড্রয়ের নিচ থেকে, ২য় বাছাই আকাংশা ঘোষ নাবিহা মরিয়ামকে ৬-১,৬-১ ব্যবধানে পরাজিত করেন।আগামীকাল সকাল ৯টা থেকে উভয় ভেন্যুতে ম্যাচ পুনরায় শুরু হবে বলে সংবাদ সূত্রে জানানো হয়েছে।

সাফল্যের লক্ষ্যে ছত্তিশগড়ে চূড়ান্ত প্রস্তুত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ নভেম্বর।। একটু সাফল্য চাইছে ত্রিপুরার গার্লস ক্রিকেটাররা। প্রথমত, খুদে ক্রিকেটারদের অনূর্ধ ১৫ বছর বয়স। অনেকেই প্রথমবারের মতো জাতীয় আসরে রাজ্যের বাইরে খেলতে আসা। তারপরও চূড়ান্তভাবে প্রস্তুত হচ্ছে সাফল্যের লক্ষ্যে। দাদা-দিদিরা এ বছর কার্যত ব্যর্থতার রেকর্ড গড়ে বেড়াচ্ছেন। ট্র্যাডিশনাল পরাজয়ের তকমাকে ছাপিয়ে কিছু একটা সাফল্য চাইছে ত্রিপুরার খুদে ক্রিকেটারদের দল। ত্রিপুরার অনূর্ধ-১৫ গার্লস ক্রিকেটাররা এখন ছত্তিশগড়ে। বিসিসিআই আয়োজিত মেয়েদের অনূর্ধ ১৫ এক দিবসীয় ক্রিকেট টুর্নামেন্টে অংশ নেওয়ার জন্য। মঙ্গলবার রাজ্য দল বিমানে ছত্তিশগড়ে পৌঁছুলে কোচের তত্ত্বাবধানে আজ বুধবার প্রয়োজনীয় প্র্যাকটিস সেরে নিয়েছে মাঠে। জাতীয় আসরে সবচেয়ে ক্ষুদে ক্রিকেটারদের টুর্নামেন্ট। অনূর্ধ ১৫ জাতীয় গার্লস ক্রিকেট। পারমিতার নেতৃত্বাধীন ২০ সদস্যের রাজ্য দলের সঙ্গে ডেপুটি হিসেবে রয়েছে সায়ন্তিকা নমঃ দাস। সফরকারী রাজ্য দল মূলতঃ টুর্নামেন্টের গ্রুপ লীগের পুরো পাঁচটি ম্যাচ-ই খেলবে। ১৭ নভেম্বর থেকে আসর শুরু করবে ত্রিপুরা। ছত্তিশগড়ের ভিলাইতে অনুষ্ঠিত ম্যাচে ত্রিপুরার প্রথম প্রতিপক্ষ মধ্যপ্রদেশ। ১৯ নভেম্বর দ্বিতীয় প্রতিপক্ষ সৌরাষ্ট্র। তৃতীয় ম্যাচ ২১ নভেম্বর উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে। চতুর্থ ম্যাচ কেরালার বিরুদ্ধে ২৩ নভেম্বর। গ্রুপ লীগের পঞ্চম তথা অন্তিম ম্যাচ ২৫ নভেম্বর হরিয়ানার বিরুদ্ধে। রাজ্য দলের ক্রিকেটাররা হলো : পারমিতা চক্রবর্তী (অধিনায়ক) সায়ন্তিকা নমঃ দাস (সহ অধিনায়ক ও উইকেট রক্ষক) পূর্ণিমা দেবনাথ, মিষ্টু মালাকার, মধুমিতা সরকার, দীপা নমঃ দাস, অমৃতা দাস, দীপিকা পাল, অসীমা সরকার, অঙ্কিতা তাঁতি উড়িয়া, রুমা সরকার (উইকেট রক্ষক), নন্দিতা দাস, রিয়া সরকার, রেবিকা নোয়াতিয়া, ইন্দ্রা বড়ুয়া, পল্লবী মাগর, পায়েল ত্রিপুরা, সুস্মিতা তেলী, দিয়া দাস, চন্দ্রা দেব।

এশিয়ান মাস্টার্স আসর ফিলিপাইন্স ফেরৎ অ্যাথলেটেরা ক্রীড়া দপ্তর থেকে সংবর্ধিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ নভেম্বর।। উষ্ণ সংবর্ধিত এশিয়ান মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স আসরে সফল অ্যাথলেটরা। রাজ্য যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা, প্রকারান্তরে নাগরিক সংবর্ধনা বলা যেতে পারে কেননা অ্যাথলেটরা প্রত্যেকেই সংবর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানে নিজেদের অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে গিয়ে আপ্লুত কণ্ঠে এটাই বলতে চেয়েছেন যে এশিয়ান মাস্টার্স আসরে অংশগ্রহণ করতে যাওয়ার আগে থেকে রাজ্য মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স অ্যাসোসিয়েশনের ভূমিকার পাশাপাশি যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের সামগ্রিক সহযোগিতা, এমনকি পাঁচ দিনব্যাপী এশিয়ান মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স আসর চলাকালীন সময়ে প্রচার মাধ্যম যেভাবে তাঁদের প্রতিটি পদক্ষেপ এবং পদক বিজয়ের খবর রাজ্যবাসী তথা দেশবাসীর নজরে এনেছেন, প্রত্যেককে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে গিয়ে কিঞ্চিৎ ভুল করেননি ভারতীয় দলের অন্যতম প্রতিনিধি ত্রিপুরার অ্যাথলেটিক্স একাদশ। ত্রিপুরা থেকে রেকর্ড সংখ্যক ১১ জন-ই ভারতীয় দলের জার্সি গায়ে লাগিয়ে দেশের নাম উজ্জ্বল করতে পেরেছেন। লাকি রায় মাঠে প্রতিযোগিতায় পারফর্ম করতে গিয়ে চোট পেয়েছেন বলে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেনি, তবে অবশিষ্ট ১০ জন প্রায় ৩৫০০ নটিক্যাল মাইল দূরে, ফিলিপাইন্সে নিউ ক্লার্ক সিটিতে নয় দিনের জন্য ঘর থেকে বেরিয়ে অর্জন করে আনা নতুন অভিজ্ঞতা আগামী প্রজন্মের অ্যাথলেটদের কাছেও একপ্রকার পাথেয় হতে পারে। পদকজয়ী অ্যাথলেট মিতালী দেবনাথ, শেফালী বর্ধন, মমতা নাথ, অর্চনা বণিক, বিপ্লব মজুমদার-দের পাশাপাশি তপন শীল নারায়ণ ঘোষ দেবী রানী দাস জবা পাল দত্ত কবিতা দাসে ও লাকি রায়ের পারফরম্যান্সও আগামী দিনে পদক জয়ের ইঙ্গিতবাহী। সংবর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানে ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা সত্যব্রত নাথ, উপ-আধিকর্তা পাইমং মগ, স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের জয়েন্ট সেক্রেটারি অপু রায়, নিখিল সাহা, মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স অ্যাসোসিয়েশনের সচিব আশিস পাল, জয়েন্ট সেক্রেটারি অমিয় দাস সহ কোচ এবং কর্মকর্তা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বিজ্ঞপ্তি

বিলোনীয়া মহকুমা শাসকের কার্যালয়ের তরফ থেকে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নলিখিত ব্যক্তিগনের নাম বনাধিকার আইন ২০০৬ মোতাবেক পাট্টা প্রদান করা হয়েছিল। কিন্তু তদন্তক্রমে দেখা যাচ্ছে য় নিম্নে বর্ণিত ব্যক্তিগন এই এলাকায় বসবাস করে না এবং প্রদেয় পাট্টায় বর্ণিত স্থানে কোন দখল নেই।

Sl. No.	Name of Patta Holder	Father/Husband Name	Address
1.	Raj Mohan Reang	Buddhiham Reang	East Kalabaria, BC Nagar R.D. Block
2.	Dhana Joy Reang	Amar Joy Reang	East Kalabaria , BC Nagar R.D.Block
3.	Biswa Kumar Debbarma	Jogesh Debbarma	East Kalabari, BC Nagar R.D.Block
4.	Amalhari Jamatia	Jaisha Mohan	Kashari R.F, BC Nagar R.D. Block
5.	Samita Laxmi Jamatia	Birendra Jamatia	Mizir Khil, BC Nagar R.D Block
6.	Tarani Sadhan Jamatia	Golak Gobinda Jamatia	Mizir Khil, BC Nagar R.D. Block
7.	Tanushri Tripura	-	Sonaichari , Hrishyamukh R.D.Block

সবার অবগতি জন্য জানানো যাইতেছে যে, উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন থেকে ৭ (সাত) দিনের মধ্যে সমস্ত প্রয়োজনীয় নথিপত্র ও পাট্টার নকল কপিসহ বিলোনীয়া মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে যোগাযোগ করার জন্য। অন্যথায় কর্তৃপক্ষ আইন মোতাবেক উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

ICA-D-1273/23
মহকুমা শাসক
বিলোনীয়া, দক্ষিণ ত্রিপুরা

প্রেস ক্লাবের ক্রিকেট টিম গঠনের কার্যক্রম

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ নভেম্বর।। আসন্ন ক্রিকেট মরশুমে আগরতলা প্রেসক্লাবের হয়ে ক্রিকেট খেলার জন্য স্পোর্টস কমিটির উদ্যোগে একটি ক্রিকেট দল গঠন করা হচ্ছে। এতে অংশ নিতে ইচ্ছুক আগরতলা প্রেসক্লাবের সদস্য খেলোয়ারদের ২৪ নভেম্বর এর মধ্যে ক্লাবের জয়েন্ট সেক্রেটারি তথা স্পোর্টস কমিটির কনভেনার অভিষেক দে-র সঙ্গে যোগাযোগ করে নাম নথিভুক্ত করতে আহ্বান জানানো হচ্ছে। চেয়ারম্যান অলক ঘোষ-এর পৌরহিত্যে স্পোর্টস কমিটির বৈঠকে আজ, বুধবার ক্রিকেট টিম গঠনের কার্যক্রম সহ একাধিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। প্রেসক্লাবের সম্পাদক রমাকান্ত দে এক বিবৃতিতে এ খবর জানিয়েছেন।

দিল্লিতে সাব-জুনিয়র ক্যারাটে অংশ নিতে যাচ্ছে রাজ্যদল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ নভেম্বর।। জাতীয় ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নিতে যাচ্ছে ত্রিপুরা দল। আগামী ১৮ ও ১৯ নভেম্বর নিউ দিল্লির তালকোটরা ইনডোর স্টেডিয়ামে ক্যারাটে ইন্ডিয়া অর্গানাইজেশন আয়োজিত জাতীয় সাব-জুনিয়র ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপ-২০২৩ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই জাতীয় ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপে ইউনাইটেড অল স্টাইল ক্যারাটে ত্রিপুরা অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে ত্রিপুরা রাজ্য থেকে ১৪ সদস্য বিশিষ্ট ত্রিপুরা ক্যারাটে দল অংশ নিতে যাচ্ছে। রাজ্য দলের খেলোয়াররা হলো: কাশনী কর, অপেক্সা সাহা, অগ্রিমা ভট্টাচার্য, মৃন্ময়ী সূত্রধর, দাস, শিবদৃতা রায়, সমর্পিতা দেব, সঞ্চালী রায়, রাজদীপ সিং, ত্রিনা দেবনাথ, অভিলাষা দেববর্মা, সায়ন সাহা, শিবরাম গৌড় টিম কোচ, বাপন চক্রবর্তী টিম কোচ কাম ম্যানেজার। ইতোমধ্যে রাজ্য দল রেলপথে দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে। রাজ্য সংস্থার তরফ থেকে অংশগ্রহণকারী খেলোয়ারদের প্রতি শুভেচ্ছা ও শুভকামনা জানানো হয়েছে। সংস্থা থেকে এক প্রেস বিবৃতিতে এ খবর জানানো হয়েছে।

পশ্চিম জেলা স্কুল খো-খো আগামীকাল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ নভেম্বর।। পশ্চিম জেলা আসর ১৭ নভেম্বর। আন্ত স্কুল খো খো প্রতিযোগিতার। অনূর্ধ -১৭ বিভাগের। বালক এবং বালিকাদের। রাণীরবাজার স্কুল মাঠে হবে আসর। তাতে সদর মহকুমার পাশাপাশি জিরানীয়া এবং মোহনপুর মহকুমার খেলোয়াড়রাও অংশ নেবে। ওই আসর থেকে বাছাই করা হবে রাজ্য আসরের জন্য পশ্চিম জেলার দল। পশ্চিম জেলা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের যুগ্ম সচিব মদন বনিক এক বিবৃতিতে এখবর জানিয়েছেন। যথা সময়ে তিন মহকুমার খেলোয়ারদের নির্দিষ্ট মাঠে উপস্থিত হওয়ার জন্য আহবান করা হয়েছে।

আগরতলায় ভলিবলের জমজমাট আসর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ নভেম্বর।। উদ্বোধনী ম্যাচে এ ডি নগর জুনিয়র কোচিং সেন্টার খেলবে আগরতলা ভলিবল ক্লাবের বিরুদ্ধে। বুধবার সকাল সাড়ে ৯ টায় শুরু হবে ম্যাচটি। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামের সামনে ভলিবল মাঠে। আগরতলা ভলিবল ক্লাব আয়োজিত একদিবসীয় আসরে। 'নেশা মুক্তি অভিযান'-এর অঙ্গ হিসাবে ওই আসরের উদ্যোগ। আসরে অংশ নিয়েছে ১৫ টি দল। এদিন বিকেলেই হবে ফাইনাল ম্যাচ। রাজ্য ভলিবল সংস্থার কার্যকরি সচিব চন্দন সেন এখবর জানিয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

ফের যান সন্ত্রাসের বলি নিহত এক আহত চার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ নভেম্বর।। বলেরো গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হয়েছে এক ব্যক্তির ।আহত হয়েছে আরও একজন। চড়িলাম বনকুমারী এলাার সানীয় মানুষ ঘটনাটি প্রত্যক্ষ তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলেন। হাসপাতালের কতর্ব্যরত চিকিৎসক একজনকে মৃত বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী জানিয়েছেন ,গতকাল রাত সাড়ে নয়টা নাগাদ চড়িলাম বনকুমারী এলাকায় একটি বলেরো গাড়ি একটি বাইককে এসে সজোরে ধাক্কা দেয়। তাতে বাইক থাকা দুইজন ব্যক্তি রাস্তায় ছিটকে পড়ে। তাতে গুরুতর আহত হয়েছেন তাঁরা। সানীয় মানুষ বিকট শব্দ শুনতে পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছেন। সাথে সাথে তারা দমকলবাহিনীকে খবর পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু অনেকটা সময় অতিক্রম হয়ে গেলেও ঘটনাস্থলে দমকলবাহিনী পৌঁছায়নি বলে অভিযোগ। সানীয় মানুষ তাঁদেরকে উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতলে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক আহতদের মধ্যে একজনকে মৃত বলে ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি আরও জানিয়েছেন, আহত বাইক চালক উদয়পুরের বাসিন্দা হলেন দেবরাজ দেব, মৃত ব্যক্তি আগরতলার বাসিন্দা সুস্মিতা।

চন্ডিপুর ব্লক এলাকার পঞ্চম নগর এলাকায় দুটি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতরভাবে আহত হয়ে জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন এক যুবক। আহত যুবকের নাম ধনঞ্জয় দেববর্মা, তার বাড়ি রাজকান্দি এলাকায়।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, ধনঞ্জয় দেববর্মা তার বাইকের মধ্যে ওই একই এলাকার আরো দুজনকে নিয়ে ধনবিলাস এলাকায় ব্যক্তিগত কাজের উদ্দেশ্যে এসেছিল। আর সেখান থেকে ফেরার পথে পঞ্চমনগর এলাকায় উল্টো দিক থেকে একটি দ্রুত গতিতে বাইক এসে সজোরে তাকে ধাক্কা দেয়। যার ফলে রাস্তার মধ্যে ছিটকে পড়ে যায় বাইকে থাকা তিনজন লোক। যার মধ্যে ধনঞ্জয় দেববর্মা গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। স্থানীয়রা ঘটনাস্থলে এসে ভিড় জমালে সেই বাইকটি পালিয়ে যায় ঘটনাস্থল থেকে। পরবর্তীকালে খবর পাঠানো হয় কৈলাসহর অগ্নি নির্বাপক দপ্তরে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে তড়িঘড়ি ছুটে যায় দমকল কর্মীরা। কৈলাসহর অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা গিয়ে গুরুতর আহত অবস্থায় ধনঞ্জয় দেববর্মাকে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য কৈলাসহর উনকোটি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। বর্তমানে আশঙ্কাজনক অবস্থায় কৈলাসহর উনকোটি জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ধনঞ্জয় দেববর্মা। পাশাপাশি ঘটনাস্থলে ছুটে যায় কৈলাসহর থানার পুলিশ বাহিনী। তারা ঘটনার তদন্ত শুরু করছে।

কোল হ্যান্ডলিং প্ল্যান্টের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন প্রধানমন্ত্রী

রাঁচি (ঝাড়খণ্ড), ১৫ নভেম্বর (হি.স.) : বুধবার উত্তর করণপুরা এলাকায় সিসিএল-এর ৪৪২ কোটি টাকার কেডিএইচ -পূর্ণাডিহ কয়লা হ্যান্ডলিং প্ল্যান্টের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি এদিন আদিবাসী গর্ব দিবসে ভগবান বিরসা মুণ্ডার জন্মস্থান খুন্তিতে উপস্থিত ছিলেন।

এই প্রকল্পে কেন্দ্রীয় সরকারের ''প্রধানমন্ত্রী গতিশক্তি মাস্টার প্ল্যান''-এর নীতিগুলি অন্তর্ভুক্ত করে বাস্তবায়িত করা হবে। এর মাধ্যমে সিসিএল-এর কেডিএইচ এবং পূর্ণাডিহ কয়লা খনি থেকে উৎপাদিত কয়লা নিকটতম রেলওয়ে সার্কিটে পরিবহনের ব্যবস্থা করা হবে, যেখান থেকে তা সারাদেশের তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র ও অন্যান্য গ্রাহকদের কাছে নিয়ে যাওয়া হবে। বর্তমানে এই খনিগুলি থেকে কয়লা টিপারের মাধ্যমে কেডিএইচ রেলওয়ে সাইডিংয়ে সড়কপথে আনা হয়।

এই প্ল্যান্টে হপার, ক্রাশার, ১৫,০০০ টন ক্ষমতার কয়লা স্টোরেজ বাঙ্কার এবং কনভেয়ার বেল্ট রয়েছে যার সাহায্যে ৪০০০ টন স্টোরেজ ক্ষমতার সাইলো বাঙ্কারের মাধ্যমে রেলওয়ে ওয়াগনগুলিতে কয়লা স্থানান্তর করা হবে। এর ক্ষমতা প্রতি বছর ৭.৫ মিলিয়ন টন। এই প্রকল্পটি শুরু হলে ধুলাবালি ও যানবাহনবাহিত নির্গমন হ্রাস পাবে, যা এলাকার পরিবেশের গুণগত মানে উন্নতি ঘটাবে। এর নির্মাণ কাজ দুই বছরের মধ্যে শেষ করার লক্ষ্য রয়েছে।

এ উপলক্ষে সিসিএলের সিএমডি ড. বি. ভিরা রেড্ডি, সিসিএল-এর ডিরেক্টর টেকনিক্যাল (অপারেশনস) রাম বাবু প্রসাদ, ডিরেক্টর টেকনিক্যাল (প্ল্যানিং/প্রজেক্ট) বি. সাইরাম, জেনারেল ম্যানেজার এনকে, সঞ্জয় কুমার, অফিসার, ইউনিয়ন প্রতিনিধি, জনপ্রতিনিধি, সিআইএসএফ অফিসার এবং জওয়ান এবং অন্যান্য সিসিএল কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

যুবকের পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১৫ নভেম্বর।। যুবকের পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার শশুর বাড়ি এলাকা থেকে। মৃত যুবকের নাম শুভজিৎ দেবনাথ। তার বাড়ি বিশালগড়ে। কিন্তু বুধবার নাগিছড়াস্থিত সাহা পাড়া এলাকার এক জঙ্গলে তার মৃতদেহটি দেখতে পেয়েছেন স্থানীয়রা। সঙ্গে সঙ্গেই স্থানীয়রা খবর দিয়েছেন পুলিশকে। পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠায়। ঘটনার বিবরণে পুলিশ জানিয়েছেন, ময়নাতদন্তের জন্য মৃতদেহ পাঠানো হয়েছে মর্গে। তবে মৃত ব্যক্তি চেহারা পুরোপুরিভাবে নষ্ট হয়ে গেছে। পুলিশ তার আধার কার্ডের জেরক্স কপি উদ্ধার করেছে ঘটনাস্থল থেকে। যা দেখে পরিবারের লোকজনরা তাকে চিনতে পেরেছেন। তাতেই পুলিশ সনাক্ত করেছেন মৃতদেহটি শুভজিৎ দেবনাথের। তবে এই ঘটনা নিয়ে ব্যাপক রহস্যের দানা বাঁধতে শুরু করেছে। মৃতদেহের পাশ থেকে জলের বোতল এবং সিরিঞ্জ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মৃত ব্যক্তির স্ত্রী জানিয়েছেন, শুভজিৎ পেশায় রংমিস্ত্রী ছিল। গত কয়েকদিন আগে সে কাজের উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আর কাজ থেকে ফিরে আসেনি। তবে এলাকাবাসীর তরফে এটা খুন বলে ব্যাপক গুঞ্জন শুরু হয়েছে। পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা হাতে নিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

বিরসা মুন্ডার ১৪৯ তম জন্মদিবস উদযাপিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ নভেম্বর।। সারা দেশে সাথে রাজ্যেও যথাযথ্য মর্যাদায় বিরসা মুন্ডার ১৪৯ তম জন্মদিন পালিত হচ্ছে। আজ সকালে রাজবাড়ীর সম্মুখে বিরসা মুন্ডার ১৪৯ তম জন্মদিন উদযাপিত করেছে অল ইন্ডিয়া জন অধিকার সুরক্ষা ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি।

এদিন অল ইন্ডিয়া জন অধিকার সুরক্ষা ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি আহ্বায়ক মিলন দের্ববমা বলেন, বিট্রিশ ভারতের কৃষক আন্দোলনের নেতা বিরসা মুন্ডার ১৪৯ তম জন্মদিবস। আজকের দিনে বিরসা মুন্ডার জন্মদিবস পালন করার একটাই লক্ষ্য আদিবাসীদের জল, জঙ্গল, জমি অধিকারের আন্দোলনকে আরও সুসংহত করা।

অসহায় দুই শিশু কন্যার পাশে আনন্দমার্গ তুলে দেওয়া হয় কিছু আর্থিক সহায়তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৫ নভেম্বর।। আনন্দমার্গ শুধু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নয়। ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক কাজেও এগিয়ে আসে আনন্দমার্গ।গত বুধবার

চড়িলামের কড়ইমুড়া এলাকায় আগরতলা-সাব্রুমগামী রেলের নিচে কাটা পড়ে অকালে মৃত্যু হল হতভাগা এক মহিলার। জানা যায় মৃত মহিলার নাম দীপু নমঃ ।বয়স আনুমানিক ছাব্বিশ। অনেক দিন আগে পারিবারিক ঝামেলাকে কেন্দ্র করে স্বামীর বাড়ি ছেড়ে দুই নাবালিকা মেয়েকে নিয়ে একাই দক্ষিণ চড়িলাম এলাকায় বসবাস করতে শুরু করেন। কিন্তু ভগবানের কি নিষ্ঠুর বিচার। বুধবার দুই অসহায় নাবালিকার মেয়েটিকে অনাথ করে দেয় আগরতলা সাব্রুমগামী রেল। অকালে ঝরে যায় একটি তরতাজা প্রান। নিমেষেই অনাথ হয়ে যায় দুই নিষ্পাপ শিশু কন্যা।

গত বৃহস্পতিবার আনন্দমার্গ ইউনিভার্সাল রিলিফ টিম বিশালগড়ের পক্ষ থেকে একটি প্রতিনিধি দল চড়িলামের কড়ইমুড়ায় মৃতা দীপু নমঃ এর বাড়িতে যান। প্রতিনিধি দলে ছিলেন বিশালগড় আনন্দমার্গ স্কুলের চেয়ারম্যান ননীগোপাল দেবনাথ , অভিজিৎ ঘোষ ,শতদল আচার্য প্রমুখ।

তারা অবুঝ দুই শিশু কন্যার আত্মীয় স্বজনদের সাথে কথা বলে নিহতের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন এবং আনন্দমার্গ ইউনিভার্সাল রিলিফ টিমের পক্ষ থেকে তাদের হাতে কিছু আর্থিক সাহায্য তুলে দেন ।এছাড়া নাবালিকা দুই শিশু কন্যার পড়াশোনা ও ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে দুজনকেই আগরতলাস্থিত আনন্দমার্গ হোমে পাঠিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব দেন এমার্ট এর সদস্যরা। যেকোন সুবিধা অসুবিধায় আনন্দমার্গ ইউনিভার্সাল রিলিফ টিম সর্বদা শিশু দুইজনের পাশে আছে বলে প্রতিনিধি দলের তরফে জানানো হয় ।আনন্দমার্গ ইউনিভার্সাল রিলিফ টিম আগামী দিনে শিশু কন্যা দুটির উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়তে যাবতীয় সব ধরনের সাহায্যের আশ্বাস দেন ।জানা যায় দুই নিষ্পাপ শিশু কন্যার বর্তমানে তাদের বৃদ্ধ দাদু ও দিদার কাছে থাকেন।

সোনামুড়ায় বটতলীতে চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ১৫ নভেম্বর।। বাড়ির সদস্যদের অনুপস্থিতিতে চুরিকান্ড সংঘটিত হয়েছে সোনামুড়া থানাধীন বটতলী এলাকায়। এতে নগদ অর্থ ও স্বর্ণালংকার খোয়া গেছে বলেছেন জানিয়েছেন বাড়ির মালিক। নেশাগ্রস্থরা নেশার অর্থের জোগানের জন্য এলাকা জুড়ে চুরি কাণ্ডে লিপ্ত হচ্ছে প্রতিদিন। তাদের কারনে নিরপত্তাহীনতায় ভুগছে সোনামুড়া থানাধীন বটতলী এলাকার বাসিন্দারা। এবার চুরির ঘটনায় নেশাগ্রস্থদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থাগ্রহণের জন্য সুর চরালেন এলাকাবাসীরা। জানা যায় বাড়ির পাশে কালীপুজোর অনুষ্ঠানে ব্যস্ত ছিলেন সোনামুড়া থানাধীন বটতলী এলাকার বাসিন্দা পেশায় অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী মঞ্জু সূত্রধর ও তার কন্যা। আর ফাঁকা বাড়ি পেয়ে ঘরের জানালা ভেঙ্গে প্রবেশ করে সর্বস্ব চুরি করে নিয়ে যায় চোরেরা। এই চুরিকাণ্ডে নগদ ১৫ হাজার টাকা ও স্বর্ণালঙ্কার চুরি যায় বলে দাবি করেছেন মঞ্জু সূত্রধর। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গেছেন সোনামুড়া থানার পুলিশ। নেশাখোরেরাই এই কান্ড ঘটিয়েছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের ।তবে চুরির ঘটনা বৃদ্ধিতে পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন এলাকাবাসী। তাদের অভিযোগ এলাকায় নেশা কারবারী ও চোরের দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি পেলেও পুলিশ নিশ্চুপ। অবিলম্বে এলাকায় অবৈধ কাজের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহনের দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসীরা।

করিমগঞ্জে বিএসএফ-এর হাতে আটক বাংলাদেশি যুবক

করিমগঞ্জ (অসম), ১৫ নভেম্বর (হি.স.) : করিমগঞ্জে বিএসএফ-এর হাতে আটক হয়েছে এক বাংলাদেশি যুবক। মঙ্গলবার রাতে কুশিয়ারা নদী থেকে বিএসএফ আটক করেছে জকিগঞ্জের যুবককে। আটক যুবকের নাম প্রাণজিৎ রায় বলে জানা গেছে। এ ঘটনায় চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে করিমগঞ্জ শহরজুড়ে।

আজ বুধবার বিএসএফ-এর পক্ষ থেকে ধৃত যুবককে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। পুলিশ এ ব্যাপারে তদন্ত শুরু করেছে।

জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে বাংলাদেশি নাগরিক প্রাণজিৎ রায়কে।

জানা গেছে, গতকাল গভীর রাতে কুশিয়ারা নদী তীরে সন্দেহভাজন যুবকের ঘোরাফেরা দেখে সন্দেহ জাগে টহলদারী বিএসএফ জওয়ানদের। সঙ্গে সঙ্গে তাকে আটক করে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয় বাংলাদেশের নথিপত্র। এর পর বিএসএফ তাকে নিয়ে আসে স্টিমারঘাট বিওপিতে। আজ সকালে করিমগঞ্জ সদর থানায় পুলিশের কাছে তাকে হস্তান্তর করা হয়েছে।

করিমগঞ্জের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার প্রতাপ দাস জানান, বাংলাদেশের নাগরিক যুবককে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করছে। কী কারণে সে ভারতে অবৈধভাবে প্রবেশের চেষ্টা করেছিল, তা জানার চেষ্টা করেছে পুলিশের তদন্তকারী দল। তবে পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে করিমগঞ্জের বাসিন্দা তার আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা করতে নদী সাঁতরে এপারে এসেছিল বলে নাকি জানিয়েছে জকিগঞ্জের যুবক প্রাণজিৎ রায়।

২০ বিঘা জমির গাঁজা গাছ পোড়াল পুলিশ

সিতাই. ১৫ নভেম্বর (হি.স.): কোচবিহার জেলার সিতাই থানা এলাকায় অবৈধভাবে চাষ করা গাঁজা গাছ কেটে পোড়াল পুলিশ। বুধবার সিতাই থানার পুলিশ অবৈধভাবে চাষ করা গাঁজা গাছ কেটে পুড়িয়ে দিতে বিশেষ অভিযান চালায় ।এদিন সিতাই থানার আইসি প্রবীন প্রধানের নেতৃত্বে অভিযানে উপস্থিত ছিলেন আবগারি ও ভূমি দফতরের আধিকারিকরা। সিতাই ব্লকের ব্রহ্মত্তরচাতরা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ৫৩৭ সিঙ্গিমারি গ্রামে এদিন প্রায় ২০ বিঘা জমির গাঁজা গাছ নষ্ট করে দেওয়া হয়। এই অভিযান ধাপে ধাপে চলতে থাকবে বলে আইসি প্রবীন প্রধান জানান। এবিষয়ে বিজেপির সিতাই বিধানসভার আহ্বায়ক দীপক রায়ের অভিযোগ, এরাজ্যে তৃণমূল সরকার কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারেনি। বহু প্রান্তিক গরিব মানুষ বাধা হয়ে অন্নসংস্থানের তাগিদে এপথে হাঁটে। প্রশাসনের একাংশের মদতেই গাঁজা চাষ হচ্ছে।

আনন্দমার্গের উদ্যোগে ভ্রাতৃ দ্বিতীয়া উৎসব উদযাপন বিশালগড়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৫ নভেম্বর।। প্রতি বছরের মতো এবছরও আনন্দমার্গ প্রচারক সংঘ বিশালগড় উপভুক্তির দিদিদের উদ্যোগে বুধবার বিশালগড় আনন্দ মার্গ স্কুলে সম্পূর্ণ সনাতনী রীতি নীতি মেনে অনুষ্ঠিত হল ভ্রাতৃ দ্বিতীয়া উৎসব ।এদিন সকালে বিদ্যালয়ের জাগৃতি হলে প্রথমে ধর্মচক্রের মাধ্যমে শুরু হয় ভাই ফোঁটার অনুষ্ঠান। তারপর ভ্রাতৃ দ্বিতীয়ার মূল অনুষ্ঠানে দিদিরা উপসিত সকল ভাইদের কপালে চন্দনের ফোটা দিয়ে 'ভ্রাতা মেঁ চিরায়ু ভবতুঃ ' অর্থাৎ ভাই মোর চিরজীবী হোক এই মন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে তাদের দীর্ঘায়ু কামনা করে। এদিন আনন্দমার্গ মিশনের দিদিরা বিশালগড় মহকুমার প্রায় সকল সাংবাদিকদের কপালে ফোঁটা দেয়। বিশালগড় প্রেস ক্লাবের সভাপতি ভবতোষ ঘোষ সম্পাদক তাজুল ইসলাম, কোষাধক্ষ হারাধন দেবনাথ সহ বিশিষ্ট সাংবাদিকদের মধ্যে খোকন ঘোষ, গৌতম ঘোষ, জীবন সাহা, উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও বিশালগড় থানার পুলিশ আধিকারিকরা এবং আনন্দমার্গ স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকারা ভাই ফোটার এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিশালগড় আনন্দ মার্গ স্কুলের চেয়ারম্যান ননীগোপাল দেবনাথ জানান এই ধরনের কর্মসূচির মাধ্যমে সবার মধ্যে ভাতৃত্ব বোধ গড়ে তোলা সর্বোপরি সবাইকে বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব বোধে আবদ্ধ করাই হল মূল লক্ষ্য ।আরোও বলেন

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া হিন্দুসমাজে প্রচলিত একটি লোকৎসব। এর পশ্চাতে একটি পৌরাণিক কাহিনী প্রচলিত আছে। কাহিনীটি হলো: কোনো এক কার্তিক মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে যমুনাদেবী তাঁর ভাই যমের পূজা করেন এবং তার পুণ্যপ্রভাবে যমদেব অমরত্ব লাভ করেন। এ কারণে এই তিথির নামান্তর হয় যমদ্বিতীয়া। যমুনার পূজার ফলে ভাই যমের এই অমরত্বলাভের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে পরবর্তীকালে হিন্দু রমণীরাও ভাইয়ের মঙ্গল কামনায় সামান্য ভিন্ন রীতিতে এ উৎসব পালন শুরু করে। বর্তমানে বোন উপবাস থেকে কার্তিক মাসের দ্বিতীয়া তিথিতে ভাইয়ের কপালে বাঁহাতের কড়ে আঙুল দিয়ে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে তার দীর্ঘায়ু কামনা করে বলে: 'ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা,যমের দুয়ারে পড়ল কাঁটা।' এর থেকেই এ উৎসবের আরেক নাম হয় 'ভাইফোঁটা।

অনুষ্ঠানটিকে কেন্দ্র করে এদিন সবার মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা ছিল। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন অনুষ্ঠানের আহ্বায়িকা সুস্মিতা দেবনাথ সহ আনন্দমার্গ প্রচারক সংঘের বিশালগড় ইউনিটের অন্যান্য দিদিরা।

টাওয়ার থেকে পড়ে মৃত্যু রতুয়ার যুবকের

সামসী, ১৫ নভেম্বর (হি. স.) : ভিনরাজ্যে কাজে গিয়ে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল মালদার রতুয়ার এক যুবকের। মৃতের নাম আজিজুর রহমান (৩০)। বাড়ি রতুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের কাঞ্চননগর (মধ্য পাড়া) গ্রামে। মঙ্গলবার বিকেলে টাওয়ার থেকে পড়ে আজিজুরের মৃত্যু হয় বলে পরিবার সূত্রে খবর। বৃহস্পতিবার কাঞ্চননগর গ্রামে তাঁর দেহ এসে পৌঁছোনোর কথা। তাঁর মৃত্যুতে শোকের ছায়া গ্রামজুড়ে। মৃতের বাবা আব্দুল কাদির

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বোনের বাড়ি এসে মৃত্যু বাংলাদেশি নাগরিকের

গোলকগঞ্জ (অসম), ১৫ নভেম্বর (হি.স.) : ধবড়ি জেলার অন্তর্গত গোলকগঞ্জে বোনের বাড়ি বেড়াতে এসে মৃত্যু হয়েছে জনৈক বাংলাদেশি নাগরিকের। নিহত ব্যক্তিকে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী কুড়িগ্রাম (বাংলাদেশ) জেলার অন্তর্গত কসাকাটার বাসিন্দা আমজাদ হুসেন সরকার বলে পরিচয় পাওয়া গেছে।

জানা গেছে, বৈধ ভিজা নিয়ে গত অক্টোবর মাসের ২০ তারিখ পশ্চিমবঙ্গের চেংড়াবান্ধা সীমান্ত দিয়ে গোলোকগঞ্জের উত্তর টোকরেরছড়া প্রথম খণ্ড গ্রামে তাঁর খুড়তুতো বোন কদভানু বিবির বাড়ি বেড়াতে এসেছিলেন আমজাদ হুসেন সরকার।

মৃত আমজাদ হুসেনের বাবা প্রয়াত মকশেদ আলি এবং কদভানু বিবির বাবা প্রয়াত আবুল হুসেন দুই ভাই ছিলেন। দুজনের জন্ম হয়েছিল অবিভক্ত ভারতের গোলকগঞ্জের উত্তর টোকরেরছড়ায়। কিন্তু ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাজনের পর মৃত আমজাদ হুসেনের বাবা মকশেদ আলি (প্রয়াত) চলে যান পূর্ব পাকিস্তানে। সে থেকে নাড়ির টানে দুই পরিবারের সদস্যরা অসম (ভারত)-এর উত্তর টোকরেরছড়া এবং কসাকাটা (বাংলাদেশ)-য় যাতায়াত করেন।

সেই সুবাদে গত অক্টোবর মাসের ২০ তারিখ বৈধ ভিজায় পশ্চিমবঙ্গের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত চেংড়াবান্ধা দিয়ে এ-দেশে প্রবেশ করে ওই দিনই ধুবড়ি জেলার গোলকগঞ্জ থানার অন্তর্গত উত্তর টোকরেরছড়া প্রথম খণ্ডে খুড়তুতো বোনের বাড়ি এসেছিলেন আমজাদ হুসেন সরকার। কিন্তু গত মঙ্গলবার রাত প্রায় ৯-টা নাগাদ হঠাৎ অসুস্থতা বোধ করেন বাংলাদেশি নাগরিক আমজাদ হুসেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে গোলোকগঞ্জ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু কর্তব্যরত চিকিৎসকে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ডাক্তারের উদ্ধৃতি দিয়ে বোনের বাড়ির সদস্যরা জানান, হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন আমজাদ হুসেন সরকার ।ইত্যবসরে গোলকগঞ্জ থানার পুলিশ ঘটনার খবর পেয়ে হাসপাতালে গিয়ে আমজাদ হুসেন সরকারের মৃতদেহ ধুবড়ি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়ে দেয়। এদিকে প্রয়াত আমজাদ হুসেন সরকারের মৃতদেহ বাংলাদেশে তাঁর স্বগৃহে পাঠাতে ধুবড়ি জেলা প্রশাসন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করছে বলে জানা গেছে।

উৎসবের মরশুমে এনএফ রেলওয়ে চালাবে আরও কয়েকটি স্পেশাল ট্রেন

গুয়াহাটি, ১৫ নভেম্বর (হি.স.) : উৎসবের এই মরশুমে রেল যাত্রীদের বর্ধিত ভিড় এবং চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে উত্তরপূর্ব সীমান্ত (এনএফ) রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ আরও কয়েকটি উৎসব স্পেশাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই উৎসব স্পেশাল ট্রেনগুলি সময়ানুবর্তিতা বজায় রেখে গুরুত্বপূর্ণ প্রধান প্রধান গন্তব্যস্থলগুলিকে সংযুক্ত করবে। নিয়মিত ট্রেনগুলির ওয়েটিং লিস্টের যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় হ্রাস করতেও এই উৎসব স্পেশাল ট্রেনগুলি সাহায্য করবে এবং এর ফলে নির্ধারিত যাত্রার সময় তাঁদের সুবিধা বৃদ্ধি পাবে।

উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সব্যসাচী দে আজ বুধবার এক প্রেস বিবৃতির মাধ্যমে বিস্তারিত তালিকা দিয়ে জানান, ০৪৬৪০ নম্বর শ্রী মাতা বৈষ্ণদেবী কাতরা-কাটিহার উৎসব স্পেশাল ট্রেনটি একটি ট্রিপের জন্য ১৫ নভেম্বর (২০২৩) শ্রী মাতা বৈষ্ণদেবী কাতরা থেকে যাত্রা করবে। ফেরত যাত্রার সময় ০৪৬৩৯ নম্বর কাটিহার-শ্রী মাতা বৈষ্ণদেবী কাতরা উৎসব স্পেশাল ট্রেনটি একটি ট্রিপের জন্য ১৭ নভেম্বর (২০২৩) কাটিহার থেকে যাত্রা করে গন্তব্যস্থল শ্রী মাতা বৈষ্ণদেবী কাতরায় পৌঁছাবে।

এভাবে ০৯৭৪১ নম্বর জয়পুর-যোগবাণী এবং ০৯৭৪২ নম্বর যোগবাণী-জয়পুর উৎসব স্পেশাল ট্রেন যথাক্রমে ১৬ নভেম্বর এবং ২০ নভেম্বর উভয় দিক থেকে যাত্রা করে নিজেদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছাবে।

০৫৯৮০ নম্বর নিউ তিনসুকিয়া-গোরখপুর উৎসব স্পেশাল ট্রেনটি একটি ট্রিপের জন্য ১৬ নভেম্বর নিউ তিনসুকিয়া থেকে যাত্রা করবে। ফেরত যাত্রার সময় ০৫৯৭৯ নম্বর গোরখপুর-নিউ তিনসুকিয়া উৎসব স্পেশাল ট্রেনটি একটি ট্রিপের জন্য ১৭ নভেম্বর গোরখপুর থেকে যাত্রা করবে।০৭৫৬৫/০৭৫৬৬ নম্বর কাটিহার-মণিহারি-কাটিহার উৎসব স্পেশাল ট্রেন সাতটি ট্রিপের জন্য ১৫ নভেম্বর থেকে ২১ নভেম্বর পর্যন্ত উভয় দিক থেকে নিজেদের গন্তব্যস্থলের উদ্দেশ্যে চলাচল করবে। একইভাবে, ০৭৫৬৩/০৭৫৬৪ নম্বর. কাটিহার-যোগবাণী-কাটিহার উৎসব স্পেশাল ট্রেন সাতটি ট্রিপের জন্য ১৪ নভেম্বর থেকে নিজেদের পরিষেবা শুরু করেছে। এই ট্রেন ২০ নভেম্বর পর্যন্ত চলবে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, নিজেদের বন্ধু ও পরিবারের সাথে উৎসব উদযাপনের লক্ষ্যে বিভিন্ন গন্তব্যস্থলে যাত্রা করতে যে সমস্ত স্টেশনে বিপুল ভিড়ের অনুমান করা হয়েছিল, উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে সে সমস্ত প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে স্টেশনগুলিতে ব্যাপক ভিড় নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করেছে ।এই উৎসব স্পেশাল ট্রেনগুলির স্টপেজ ও সময়সূচির বিশদ বিবরণ আইআরসিটিসি ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে এবং বিভিন্ন সংবাদপত্রে ও উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মেও অধিসূচিত করা হয়েছে। যাত্রার করার আগে বিশদ বিবরণগুলি দেখে নেওয়ার জন্য যাত্রীদের অনুরোধ জানিয়েছেন উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সব্যসাচী দে।

জিবিতে বেআইনি পার্কিংয়ের বিরুদ্ধে অভিযান ট্রাফিক পুলিশের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ নভেম্বর।। বেআইনি পার্কিংয়ের বিরুদ্ধে অভিযানে নেমেছে ট্রাফিক দপ্তর। আজ জিবি বাজার থেকে ক্যান্সার হাসপাতাল পর্যন্ত ট্রাফিক পুলিশের উদ্যোগে অভিযান চালানো হয়েছে। আগামী একমাস ব্যাপী ওই অভিযান চলবে বলে জানিয়েছেন পশ্চিম জেলার ট্রাফিক পুলিশ সুপার মানিক দাস। ট্রাফিক পুলিশ সুপার মানিক দাস জানিয়েছেন, জিবি বাজার থেকে ক্যান্সার হাসপাতাল পর্যন্ত এলাকা নো পাকিং জোন রাখা হয়েছে। কিন্তু দেখা গেছে জিবি বাজারে একাধিক যানবাহন নো পাকিং জোনে রাখা হয়। তার ফলে এলাকায় যানজট সৃষ্টি হচ্ছে। মূলত জিবি বাজারকে যানজট মুক্ত করতে আকজের এই অভিযান বলে জানান তিনি।

এদিন তিনি আরও জানিয়েছেন, জিবি বাজারের দোকানদাররা নিজ দোকানের সম্মুখে যানবাহন দাঁড় করে রাখেন। তা দেখে বিক্রেতারও যানবাহন দাঁড় করিয়ে রাখে। তাই জিবি বাজারের দোকানদার থেকে শুরু করে সাধারণ জনগণকে নো পাকিং জোনে যানবাহন রাখতে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ট্রাফিক পুলিশের তরফ থেকে সর্তক করানো হয়েছে তাঁদের। যদি কেউ এলাকায় আইন লঙ্ঘন করার চেষ্টা করে তাঁদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবসা গ্রহণ করা হবে বলে কড়া হুশিয়ারি দিয়েছেন তিনি।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।